বাংলাবুক.অর্গ

জেমস হেডলি চেজ

শেফির হত্যাকারী

শেফির হত্যাকারী

মূল রচনা

জেমস হেডলী চেজ-এর

“দি গিল্টি আর অ্যাফ্রেড”

অনুবাদ

সুভাষ সিংহ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১বি, রাজা লেন
কলকাতা-৯

SHEFIR HATYAKARI

("The Guilty are afraid" by James Hadley Chase)

Translated by Subhas Singha

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০০০

প্রকাশক
কে. মিত্র
গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন
কলকাতা-৯

লেজার কম্পোজ
ঊষা প্রেস
৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

মুদ্রক
ঊষা প্রেস
৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ-শিল্পী
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

দাম ঃ পঞ্চাশ টাকা

পরিবেশক ঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

গোয়েন্দা এবং রহস্য কাহিনীর একনিষ্ঠ পাঠক—
আমার সহকর্মী এবং দীর্ঘ দিনের বন্ধু

প্রীতিবিকাশ বিশ্বাস-কে

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রথম অধ্যায়

এক

সেন্ট র‍্যাফায়েল সিটি স্টেশন থেকে বাইরে আসার পর সাঁতারের পোশাক পরিহিত স্বর্ণাভ-কেশের যুবতীটির ওপর আমার নজর যায়। ওর মাথায় মস্ত বড় টুপি আর দু'চোখ ঢাকা কালো চশমায়। ওর গায়ের রঙ সোনার চেয়েও উজ্জ্বল। ওর দেহ-সৌষ্ঠব এত সুন্দর যে, শিল্পীরা ওকে মডেল হিসেবে পেলে ধন্য হয়ে যাবে।

ক্যাডিলাক গাড়িতে উঠছে যুবতীটি আস্তে আস্তে—আর সেই সময়ে ওকে গিলে খাচ্ছে আশেপাশের চলমান পুরুষেরা।

যথারীতি আমিও দু'চোখ দিয়ে চাটছি স্বর্ণাভ-কেশের যুবতীটিকে!

ড্রাইভারের সিটে বসে যুবতীটি দু'চোখ তুলে পুরুষদের লোভী দৃষ্টি লক্ষ করে কয়েক মুহূর্ত। তারপর সে ইঞ্জিন স্টার্ট করে। গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে।

লাল টুপী মাথায় পোর্টার আমাকে ঠেলা মেরে বলে, ওই লালচুলের মেয়েটিকে দেখেই যদি আপনার দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়—সেক্ষেত্রে সমুদ্রের ধারে উদোম গায়ে শোয়া সুন্দরীদের দেখলে তো আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন! শুনুন, গাড়ি লাগবে আপনার?

একটু হতচকিত অবস্থায় জিজ্ঞেস করি, সমুদ্রের ধারে ওই মেয়েটির মতো আরও অনেককে বুঝি দেখা যাবে? আমি যেখান থেকে এসেছি—ওখানে মেয়েরা এমন স্বল্প পোশাকে রাস্তায় বেরোলে নির্ঘাত তার জেল হয়ে যাবে!

লাল টুপী মাথায় লোকটা বলে, এখানে নামমাত্র পোশাক পরে মেয়েরা রাস্তায় ঘুরছে। সেন্ট র‍্যাফায়েল সিটিতে সব কিছু সম্ভব। দূর... ওসব মেয়েদের কথা ছাড়ুন! অর্থ ছাড়া ওরা আর কিছুই বোঝে না। একটা গাড়ি চাই আপনার?

হুঁ...গাড়ি দরকার আমার। রুমাল দিয়ে আমি মুখ মুছি।

সাড়ে এগারোটা বাজে। চড়া রোদ উঠেছে। স্টেশন থেকে পিলপিল করে যাত্রীরা বেরিয়ে অপেক্ষারত গাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। ছুটি কাটানোর পক্ষে এই শহর মনোরম। আশা করি জ্যাক নিশ্চয়ই হোটেলে আমার জন্য একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছে।

একটা গাড়িতে আমার লাগেজ তুলে দেয় লাল টুপী মাথায় লোকটা। ওকে বকশিশ দিলাম। লোকটা চলে যায় অন্য যাত্রী ধরতে।

BanglaBook.org

—অ্যাডেলপি হোটেলে নিয়ে চল। ড্রাইভারকে বলে আবার রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে থাকি।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে যায়। দু'তিন মিনিট পরে প্রধান রাস্তা ধরে এগোবার পর গাড়ি পৌঁছে যায় সমুদ্রের ধারে। চওড়া রাস্তার দু'ধারে ঝকঝকে দোকানের সারি, সারিবদ্ধ পাম গাছ এবং য়ুনিফর্ম পরিহিত পুলিশ বাহিনী। এ শহরটার দিকে এক পলক তাকালে বোঝা যায়—ধনী ব্যক্তিরা এখানে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। রাস্তার দু'ধারে পার্ক করা মস্ত বড় ক্যাডিলাক গাড়ি। আকারে প্রায় বাসের মতো।

রাস্তায় চলমান রমণীদের দিকে স্থির আমার দু'চোখ। অধিকাংশের পরনে স্নানের পোশাক। স্থূলকায় এবং বয়স্কাদের আধিক্য চোখে পড়ে।

আমার ভাবভঙ্গি লক্ষ করে ড্রাইভার মুখ বের করে থুথু ফেলে বলে, রাস্তায় ওদের দেখলে কী আপনার মনে হয় না শনিবারের রাত্রে মাংসের বাজার বসেছে?

সিটে হেলান দিয়ে বসে বলি, আমার যেন কিসের সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ছিল...যাই বলো বাপু, একখানা শহর বটে!

—আপনার কী তাই মনে হয়? আপনাকে আমি প্রশংসা করতে পারছি না। এখানে থাকতে পারে কেবলমাত্র ধনীরা—লক্ষপতি যাদের বলা হয়। এসব খবর রাখেন আপনি?

বস্তুত এসব আমার অজানা। সঙ্গে অপর্যাপ্ত অর্থও আনিনি। জ্যাকের কাছে ধার পাওয়ার কোন রকম আশা নেই।

সমুদ্র ছাড়িয়ে আমরা একটা নির্জন রাস্তায় এসে পড়ি। রাস্তার দু'ধারে কমলালেবু গাছের সারি। হোটেলের সামনে গাড়ি থামে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে হোটেলের দিকে তাকাই। দেখতে এমন কিছু আহামরি নয়। সম্ভবত এখানে ভালো খাবার পাওয়া যাবে।

হোটেলের বেয়ারা এসে আমার ব্যাগ তুলে নেয়। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে আমি হোটেলের ভেতরে ঢুকি।

কাউন্টারে বসা করণিক একগাল হেসে আমার হাতে পেন গুঁজে জিজ্ঞেস করে, স্যার, আপনার নামে ঘর কি রিজার্ভ করা হয়েছে?

—কথা তো তাই ছিল। আমার নাম লিউ ব্র্যান্ডন। আমার এখানে আসার খবর কি মিঃ শেফি জানায়নি?

—আলবত জানিয়েছেন। মিঃ ব্র্যান্ডন, ওর ঘরের পাশেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বেয়ারা উপস্থিত হলে করণিক বলে, 'মিঃ ব্র্যান্ডনকে ২৪৫ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।' আমার দিকে তাকিয়ে আবার দাঁত বের করে হেসে বলে, ২৪৭ নম্বর ঘরে

BanglaBook.org

রয়েছেন মিঃ শেফি। আশা করি আপনার উপস্থিতি এখানে মধুময় হয়ে উঠবে। বলুন, আপনার জন্যে আর কি করতে পারি?

—ধন্যবাদ। মিঃ শেফি কি এখন ঘরে আছেন?

—উঁহুঁ। প্রায় এক ঘণ্টা আগে উনি বেরিয়ে গেছেন। হোটেলের করণিক ধূর্ত হাসির সঙ্গে বলে, ওঁর সঙ্গে ছিলেন একজন যুবতী। মনে হয় ওঁরা সমুদ্রের ধারে গেছেন।

এতে আমি আশ্চর্য হইনি। স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য পেলে জ্যাক জরুরী কাজের কথা ভুলে যায়।

আমি বলি, জ্যাক ফিরে এলে আমার কথা বলবেন। ঘরেই আমি থাকবো।

—তাই হবে মিঃ ব্র্যান্ডন।

বেয়ারার সঙ্গে লিফ্‌ট বেয়ে ওপরে উঠি।

২৪৫ নম্বর ঘরটা ছোট। ঘরে ঢোকা মাত্র গরম টের পাই। বিছানা মোটেই বড় নয়। বাথরুমের অবস্থা প্রায় শোচনীয় বলা চলে। শাওয়ার থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে। জানালা থেকে বাইরের কোন দৃশ্য চোখে পড়ে না।

বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে আমি টেলিফোনে কিছু বরফ এবং এক বোতল হুইস্কি পাঠাতে বলি। তারপর পোশাক খুলে স্নান করি। স্নানের পর ঘরে পা দিতেই টের পাই অসহ্য গরম। মুহূর্তের মধ্যে ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে যায়।

স্কচ হুইস্কি পান করি। ভাবতে থাকি আবার স্নান করবো কিনা—সেই সময়ে দরজায় কারা যেন টোকা দেয়।

কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে দরজা খুলি। দৈত্যের মতো একজন পুলিশ আমাকে ঠেলে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। তারপর দরজা বন্ধ করে কঠিন গলায় প্রশ্ন করে, ব্র্যান্ডন...নিশ্চয়ই আপনার নাম?

—হুঁ। কি চান আপনি?

সে তার পরিচয়পত্র দেখায়। বলে, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি। সার্জেন্ট ক্যান্ডি। আপনি কী জ্যাক শেফিকে চেনেন?

আমার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে।

পুলিশের ঝামেলায় শেফি ইতিপূর্বে অনেকবার পড়েছে। ছ'মাস আগে পুলিশের একজন গোয়েন্দাকে ঘুষি মারার অভিযোগে ওর দশদিন জেল হয়েছিল। এ'রকম আরও অনেক ঘটনা আছে। পুলিশকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না জ্যাক শেফি।

—হ্যাঁ, ওকে আমি চিনি। জ্যাক শেফি কী কোন বিপদে পড়েছে?

ক্যান্ডি জবাব দেয়, 'বিপদ...তা বলতে পারেন।' চুইংগাম মুখে পুরে সে জিজ্ঞেস করে, ওকে আপনি সনাক্তকরণ করতে পারবেন?

BanglaBook.org

এবার মনে মনে প্রচণ্ড ধাক্কা খাই।

—জ্যাক শেফি কি কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে।

—ও মারা গেছে! ক্যান্ডি বলে, জামা কাপড় পরে নেবেন কি তাড়াতাড়ি? রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছি। লেফ্‌টেন্যান্ট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ক্যান্ডির লাল মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি, মারা গেছে শেফি... কী ঘটেছিল?

—যা বলার সব বলবেন লেফ্‌টেন্যান্ট। তাড়াতাড়ি চলুন। উনি কারুর জন্যে অপেক্ষা করা পছন্দ করেন না।

বিছানায় বসে পোশাক পরার সময় আমার হাত পা কাঁপতে থাকে।

জ্যাক শেফির সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ছিল চমৎকার। জীবনকে সে প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করতে সচেষ্ট ছিল। ওর তুলনায় আমার জীবনযাপন বরং একঘেয়ে। ওর মৃত্যুসংবাদ আমি কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারছি না।

নিজেকে স্থির রাখার জন্যে আবার এক চুমুক হুইস্কি পান করি।

—চলবে নাকি? ক্যান্ডিকে বলি।

একটু দ্বিধা করে সে। ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবে। তারপর বলে, ঠিক আছে...আসলে আমি এখন ঠিক ডিউটিতে নেই।

ওকে অনেকটা হুইস্কি দিলাম। জল পানের মতো গিলে ফেলে ক্যান্ডি। তারপর বলে, চলুন, যাওয়া যাক। লেফ্‌টেন্যান্ট অপেক্ষা করা পছন্দ করেন না।

নিচে হোটেলের লবিতে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে করণিক আর বেয়ারা। ওরা ভেবেছে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

গাড়িতে আমাকে তুলে ক্যান্ডি চালকের আসনে বসে গাড়ি চালায় দ্রুত বেগে।

হঠাৎ আমি প্রশ্ন করি, জ্যাক শেফিকে কোথায় পাওয়া গেছে?

চুইংগাম চিবুতে চিবুতে ক্যান্ডি জবাব দেয়, বে-বীচে পাওয়া গেছে। ওখানে পাশাপাশি অনেক কেবিন আছে। ভাড়া দেওয়া হয়। দারোয়ান দেখতে পেয়েছিল জ্যাক শেফিকে।

অনেকক্ষণ যাবত একটা প্রশ্ন আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। তাই জিজ্ঞেস করি, জ্যাক শেফির মৃত্যু কি হার্ট-অ্যাটাকে হয়েছিল অথবা অন্য কোন কারণে?

একটা ক্যাডিলাক ক্যান্ডির গাড়ির সামনে এসে পড়ে। পুলিশের গাড়ির সাইরেনের শব্দে ক্যাডিলাকটা এক পাশে সরে যায়। ড্রাইভারের দিকে রক্ত চোখে তাকায় ক্যান্ডি।

—জ্যাক শেফিকে হত্যা করা হয়েছে! আস্তে আস্তে বলে ক্যান্ডি।

দু'হাঁটু শক্ত হাতে চেপে আমি আঘাতটাকে সামলাবার চেষ্টা করি।

BanglaBook.org

এরপর আর কিছু বলি না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা সমুদ্রের ধারে পৌঁছে যাই। সামনেই লাল সাদা রঙের কেবিনের সারি। গাড়ি পার্ক করার ছোট্ট একটা জায়গাও রয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে আমরা এগিয়ে যাই। অনেকেই কৌতূহলী চোখে আমাকে লক্ষ করছে। কেবিনের কাছাকাছি আসতেই ক্যান্ডি বলে, ঐ যে ছোটখাটো মানুষটিকে দেখছেন—উনিই লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিন।

আমাদের লক্ষ করে র‍্যানকিন এগিয়ে এলো। ওর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখ মুখের ভাবভঙ্গি কঠিন। চুলে কিছুটা পাক ধরেছে।

ক্যান্ডি বলে, স্যার, ইনিই লিউ ব্র্যান্ডন।

আমার দিকে তাকায় র‍্যানকিন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আমার দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কি আপনি পাঠিয়েছেন?

কাগজটা হলো একটা টেলিগ্রাম। জ্যাককে আমার পৌঁছনোর খবর জানিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ।

—জ্যাক শেফি কি আপনার বন্ধু ছিলেন?

—আমরা একসঙ্গে ব্যবসায় ছিলাম। সে ছিল আমার পার্টনার।

অনেকক্ষণ আমাকে লক্ষ করার পর র‍্যানকিন বলে, একবার আপনার পার্টনারকে দেখুন—তারপর আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

গরম বালুর ওপর দিয়ে র‍্যানকিনের পেছন পেছন এগিয়ে যাই কেবিনের দিকে।

দুই

কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক আঙুলের ছাপের জন্যে ধুলো পরীক্ষা করছে। একটা ছোট্ট টেবিলের সামনে বয়স্ক একজন রোগা লোক বসা। তার পায়ের সামনে একটা কালো ব্যাগ।

ওদের দিকে আমার নজর ছিল না। মেঝের ওপর পড়ে আছে জ্যাক শেফির ডেড বডি। ওর পরনে সাঁতারের পোশাক। কাঁধ এবং ডান বাহুর মাঝখানে একটা লাল নীল গর্ত। ওর মৃত মুখে আতঙ্কের চিহ্ন।

—আপনার বন্ধু জ্যাক শেফি কী? আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে র‍্যানকিন।

—হ্যাঁ।

BanglaBook.org

—ঠিক আছে। র‍্যানকিন চেয়ারে বসা রোগা লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, ডাক্তার, আপনার কাজ শেষ হয়েছে?

—তা হয়েছে কিন্তু...। কাজটা জটিল নয়। অবশ্য আনাড়ী লোকের পক্ষে এমন নিখুঁত কাজ অসম্ভব। অস্ত্রটা হচ্ছে সুতীক্ষ্ণ বরফ কাটার একটা লোহার টুক্‌রো। লোকটা জানে কিভাবে এই অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে হয়। জোরে আঘাতের ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। আমার মনে হয় এক ঘণ্টার মধ্যেই জ্যাক শেফির মৃত্যু হয়েছে।

র‍্যানকিন আমার দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন, বাইরে যাওয়া যাক।

বাইরে তীব্র সূর্যের আলো। ক্যান্ডিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে র‍্যানকিন। বলে, ব্র্যান্ডনের হোটেলে আমি ফিরে যাচ্ছি। এখানে কোন সূত্র পাও কিনা দেখতে পার। ডাক্তার বলেছে জ্যাক শেফিকে খুন করা হয়েছে বরফ কাটার তীক্ষ্ণ লোহার অস্ত্র দিয়ে। লোকজন নিয়ে অস্ত্রটার সন্ধান কর। হয়তো খুনী অস্ত্রটা ঘটনাস্থলে ফেলে যেতে পারে...কিন্তু আমি তা মনে করি না। বেলা আড়াইটে নাগাদ আমার অফিসে দেখা করবে।

র‍্যানকিনকে অনুসরণ করে আমি এগিয়ে যাই। পুলিশের গাড়িতে উঠলে ড্রাইভারের পিঠে হাত রেখে র‍্যানকিন বলে, অ্যাডেলপি হোটেলে চলো। গাড়ি চালাও আস্তে আস্তে। যেতে যেতে আলোচনার ব্যাপারটা সেরে নিতে চাই।

সিটের এক কোণে বসে র‍্যানকিন একটা সিগারেট ধরায়। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এবার বলুন, আপনার কী পরিচয়? জ্যাক শেফি কে? ঘাবড়াবার কিছু নেই। আস্তে আস্তে আমাকে সব কিছু জানান।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি কথা বলতে শুরু করি।

শেফি এবং আমি গত পাঁচ বছর ধরে সানফ্রানসিসকোতে সফলভাবে একটা গোয়েন্দা দপ্তর চালাচ্ছি।

—তিন সপ্তাহের জন্যে আমি নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলাম একটা জরুরী কাজে। অফিসের কাজকর্ম দেখাশুনা করছিল জ্যাক শেফি। নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাকে সেন্ট রাফায়েল সিটিতে দ্রুত আসতে বলে সে। একটা বড় কাজ ওর হাতে এসেছে। অনেক অর্থের ব্যাপার।

সুতরাং আমি এখানে দ্রুত চলে আসি। হোটেলে শেফি আমার জন্যে ঘর রিজার্ভ করে রেখেছিল। কিন্তু ওর দেখা পাইনি। হোটেলের করণিকের কাছে জানতে পারি শেফি নাকি ঘণ্টাখানেক আগে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর হোটেলে নিজের ঘরে যখন আমি স্নান করছি—ক্যান্ডি এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। এর বেশি আপনাকে আর বলার কিছু নেই।

র‍্যানকিন প্রশ্ন করে, কী ধরনের কাজের কথা বলেছিলেন জ্যাক শেফি?

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে জবাব দিলাম, ভীষণ অগোছালো ধরনের চিঠি লিখতো জ্যাক শেফি। মনে হয় চিঠিতে কোন কিছু না লিখে ও সাক্ষাতেই আমাকে সব কিছু বলতে চেয়েছিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে র‍্যানকিন আমার কাগজপত্র দেখতে চায়। সেগুলো তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করে ও আমাকে ফেরত দেয়। তারপর জিজ্ঞেস করে, আপনার কোন ধারণা নেই কে জ্যাক শেফিকে এখানে ডেকে এনেছিল অথবা কোন্ ব্যাপারে?

—উঁহুঁ।

আমার দিকে কঠিন চোখে তাকায় র‍্যানকিন। বলে, যদি পারেন আমাকে সব কিছু খুলে বলুন।

—জানলে নিশ্চয়ই বলতাম।

—জ্যাক শেফি কি তার কাজকর্মের বিবরণ রাখতেন?

—মনে হয় না। লেখালেখির ব্যাপারে ওর উৎসাহ ছিল না। সাধারণত আমরা একসঙ্গে কাজ করতাম—আর রিপোর্ট আমিই লিখতাম।

ঠোঁটের গোড়ায় সিগার চেপে র‍্যানকিন প্রশ্ন করে, সানফ্রানসিসকোতে আপনার অফিস অথচ আপনি নিউ ইয়র্কে গিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্যে বসেছিলেন কেন?

—আমার একজন মক্কেলের জন্যেই নিউ ইয়র্কে গিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

—শেফি কি আপনাদের কোন পুরনো মক্কেলের হয়ে কাজ করছিল?

—হতে পারে। এই শহরে চলে এসেছে এমন কোন মক্কেলের খবর আমার জানা নেই।

—অনুসন্ধানের ফলে এমন কিছুর সন্ধান জ্যাক শেফি পেয়েছিল যে, যার ফলে ওকে খুন হতে হলো?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারি না। হোটেলের করণিক বলেছিল, জ্যাক শেফি বাইরে গেছে একজন যুবতীর সঙ্গে।

—শুনুন মিঃ র‍্যানকিন...আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। হোটেলের করণিক জানিয়েছে জ্যাক শেফিকে ডেকে নিয়ে গেছে একজন যুবতী। একথা সবাই জানে, শেফি ছিল এক নম্বরের মেয়েবাজ! নিত্য নতুন মেয়েদের সঙ্গ ও কামনা করতো। কোন মেয়েকে ভালো লাগলে, সব কাজ ফেলে ওর পেছনে ছুটে যেত শেফি। অনেক সময় বিবাহিতা মহিলাদের নিয়ে ঝামেলায় পড়তো সে।

র‍্যানকিন মুখ বিকৃত করে জিজ্ঞেস করে, হুঁ...শেফি তাহলে বিবাহিতা মহিলাদের পেছনেও ধাওয়া করতো?

—সুন্দরী হলে কোন কিছুর জন্যে পরোয়া করতো না শেফি। ভাববেন না ওর নিন্দে করছি আমি। শেফি ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু ওর কোন কোন কাজের

BanglaBook.org

জন্যে আমি অনেক সময় রেগে যেতাম।

র‍্যানকিন জবাবে বলে, যাই হোক, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না, কোন স্ত্রীলোকের স্বামী ক্রোধের বশে জ্যাক শেফিকে খুন করেছে বরফ কাটার লোহার অস্ত্র দিয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জ্যাক শেফিকে খুন করেছে ভাড়াটে খুনীর দল।

আমি জিজ্ঞেস করি, কোন সূত্র পেয়েছেন?

মাথা নেড়ে র‍্যানকিন বলে, উঁহুঁ। এ শহরে অনেক ধনী লোকের বসবাস। এদের মধ্যে অনেকেই সাংঘাতিক ধরনের। আমাদের সবচেয়ে আগে জানা দরকার, জ্যাক শেফি কোন্ ধরনের কাজে হাত দিয়েছিলেন?

আমি বানিয়ে বলি, শেফি তার হোটেলের রুমে যদি কিছু সূত্র রেখে যায়...নইলে আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

আগে আমার জানা দরকার জ্যাক শেফি কার হয়ে কাজ করছিল। হয়তো সানফ্রানসিসকোতে আমাদের অফিসের সেক্রেটারী এলা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে।

আমি আর র‍্যানকিন অ্যাডেলপি হোটেলে ফিরে এলাম।

লবিতে অনেকেই কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

র‍্যানকিন বলে, অন্য জায়গায় চলুন...দেখছেন না ওরা আমাদের কথা শোনার জন্যে কেমন উদ্‌গ্রীব।

র‍্যানকিনের কথা অনেকেই শোনে। হোটেলের করণিক জিজ্ঞেস করে, লেফ্‌টেন্যান্ট, কোন ঝামেলা হয়েছে কী?

—এখানে কোন ঝামেলা হয়নি। র‍্যানকিন জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম কী?

—এডউইন ব্রীওয়ার।

—এখান থেকে শেফি কখন চলে যায়?

—সাড়ে দশটায়।

—ওর সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক ছিল?

—হ্যাঁ। কাউন্টারে এসে স্ত্রীলোকটি মিঃ শেফির খোঁজ করেছেন। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় মিঃ শেফি এসে হাজির।

—স্ত্রীলোকটি কী তার নাম বলেছে?

—উঁহুঁ। স্ত্রীলোকটিকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মিঃ শেফি উপস্থিত।

—ওদের কী খুবই অন্তরঙ্গ মনে হয়েছিল?

নার্ভাসভাবে ঠোঁট চেটে ব্রীওয়ার বলে, হুঁ। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মিঃ শেফির ব্যবহার খুবই অন্তরঙ্গ লেগেছিল।

BanglaBook.org

—কিভাবে?

—যেমন, মিঃ শেফি স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে বলেছে, 'হ্যালো...বেবি ডল'। তারপর স্ত্রীলোকটির পাছায় হাত রেখে চাপ দিয়েছে।

—স্ত্রীলোকটির প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

—হেসেছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল স্ত্রীলোকটি পছন্দ করেনি মিঃ শেফির এমন ব্যবহার। স্ত্রীলোকটি ঠিক তেমন ধরনের ছিল না।

—কেমন ধরনের ছিল সে?

—রীতিমতো আত্মমর্যাদার পরিচয় ছিল তার কথাবার্তা আর হাবভাবে। এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। ওর সঙ্গে যা-তা ব্যবহার করার আগে থমকে যেতে হয়।

—তবুও মিঃ শেফির তো কোন রকম দ্বিধা হয়নি।

—এর দ্বারা কোন কিছুর প্রমাণ হয় না। আমি বলি, স্ত্রীলোকদের কখনই সম্মান জানায়নি শেফি। খেয়াল হলে একজন বিশপের স্ত্রীর পাছায় হাত দিতেও দ্বিধা করবে না সে!

ভ্রূ কুঁচকে র‍্যানকিন হোটেলের করণিককে জিজ্ঞেস করে, এই স্ত্রীলোকটির চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?

—সে ছিল খুবই আকর্ষণীয়া চেহারার স্ত্রীলোক। বেশ লম্বা ধরনের। চমৎকার ফিগার। মাথায় বড় টুপি আর দু'চোখ ঢাকা মস্ত বড় কালো চশমায়। ওর মুখটা সম্পূর্ণ দেখতে পাইনি।

—বয়স কত?

—কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে।

—ওকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই।

র‍্যানকিন সিগার নিভিয়ে প্রশ্ন করে, যদি স্ত্রীলোকটি মাথার বড় টুপি আর দু'চোখে পেল্লায় কালো চশমা না পরে আসে—সেক্ষেত্রে কী ওকে দেখলে চিনতে পারবেন?

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করার পর দুর্বল গলায় ব্রীওয়ার জবাব দেয়, খুব সম্ভব পারবো না।

—স্ত্রীলোকটির পরনের পোশাক, চোখের কালো চশমা, মাথায় মস্ত বড় টুপি—এসব দেখলে চিনতে পারবেন কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে নয়, তাই তো?

—হুঁ।

র‍্যানকিন বলে, যাক গে...এবার বলুন শেফি 'হ্যালো' বলার পর কী ঘটেছিল?

—শেফি বলেছিলেন যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওকে ফিরে আসতে হবে...সুতরাং

BanglaBook.org

ওরা একত্রে বেরিয়ে যায়। ওরা ব্যবহার করে মিঃ শেফির গাড়ি।

—স্ত্রীলোকটি কি তার গাড়ি এখানে রেখে গিয়েছিল?

—কোন গাড়ি আমি দেখিনি। মনে হয় স্ত্রীলোকটি পায়ে হেঁটেই এসেছিল।

—মিঃ শেফির ঘরের চাবি আমাকে দিন।

—গ্রীভসকে ডাকবো? ও আমাদের হোটেলের প্রাইভেট গোয়েন্দা।

র‍্যানকিন মাথা নেড়ে বলে, উঁহুঁ, আমি চাই না আপনার হোটেলের গোয়েন্দাটি তদন্তের নামে আমার সূত্র নষ্ট করুক।

ব্রীওয়ারের সঙ্গে আমরা চাবি আনতে যাই। লবিতে বসে থাকা চারটে বুড়ো আমাদের দেখতে থাকে।

ব্রীওয়ার বলে, মিঃ শেফি সঙ্গে চাবি নিয়ে গেছেন। যাক গে, আপনাকে আমি বাড়তি চাবিটা দিচ্ছি।

র‍্যানকিন যখন হাত পেতে চাবিটা নিচ্ছে, ব্রীওয়ার জিজ্ঞেস করে, মিঃ শেফির কিছু হয়েছে কি?

বুড়ো লোকগুলো কান খাড়া করে। গোপন খবর শোনার জন্যে ওরা এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল।

র‍্যানকিন জবাবে বলে, মিঃ শেফি একটি শিশুর জন্ম দিয়েছে... মনে হয় ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটেছে! অবশ্য আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই—সুতরাং আমার নাম নেবেন না।

আমাকে সঙ্গে করে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যায় র‍্যানকিন।

তিনতলায় ওঠার জন্যে র‍্যানকিন বোতাম টিপে বলে, হোটেলে যেসব বুড়োরা থাকে আমি তাদের ঘৃণা করি!

আমি বলি, একদিন আপনিও বুড়ো হবেন। বুড়োরা হোটেলে নিছক মজা করার জন্যে থাকে না।

—চুপ করুন... আপনি দেখছি খুবই সেন্টিমেন্টাল! মুখ কুঁচকে বলে র‍্যানকিন।

লিফ্‌টে চেপে দোতলায় ওঠার সময় আমি জিজ্ঞেস করি, কেবিন পাহারাদার কি মেয়েটির বিষয়ে কোন তথ্য দিতে পেরেছে?

—হুঁ...একই বর্ণনা দিয়েছে। কেবিনে দুটো ঘর। একটা ঘর ব্যবহার করেছে মেয়েটি। অন্যটা মিঃ শেফি। মেয়েটির ব্যবহৃত পোশাক, টুপি এবং কালো চশমা আমরা দেখেছি। মিঃ শেফির পোশাক ছিল অন্য ঘরে।

আমি জোর গলায় জিজ্ঞেস করি, কেবিনে পোশাক ফেলে পালিয়েছে মেয়েটি?

—তাই তো বলছি। এর দুটো অর্থ হতে পারে। ঘটনাস্থল থেকে উঠে যেতে

BanglaBook.org

চেয়েছিল মেয়েটি সাঁতারের পোশাক পরে। এখানে সাঁতারের পোশাক পরে অনেকেই। অথবা কেউ মিঃ শেফিকে খতম করার পর সাঁতারের সময় মেয়েটিকেও খুন করে। যাই হোক, আমার লোকেরা এখন সমুদ্রের ধারে অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আমার মনে হয় মেয়েটি নিজেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে।

তিনতলায় লিফ্‌ট ওঠার পর আমি জিজ্ঞেস করি, কেবিন থেকে পালিয়ে যাবার সময় কেউ মেয়েটিকে লক্ষ করেনি?

—উঁহুঁ...আমরা এ ব্যাপারে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করছি।

করিডর দিয়ে হেঁটে আমরা ২৪৭ নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে যাই।

ঘর খোলার সময় র‍্যানকিন বলে, মেয়েটির পোশাক, টুপি আর কালো চশমা ছদ্মবেশ ধারণের পক্ষে চমৎকার। এ শহরের লোকেরা মেয়েদের মুখের দিকে তাকায় না—তারা লক্ষ করে মেয়েদের ফিগার।

দরজা খোলা হয়। ঘরের চারদিকে আমরা তাকাই। এমন কিছু বড় ঘর নয়।

ঘরের অবস্থা দেখে আমরা ঘাবড়ে যাই। যেন ঘরের মধ্যে একটা সাইক্লোন বয়ে গেছে। আলমারির সমস্ত ড্রয়ার খোলা। জ্যাক শেফির জিনিসপত্র ঘরের মেঝের ওপর ছড়ানো। ওর ব্রীফকেস ছিন্নভিন্ন। কাগজপত্র চারদিকে ছড়ানো। বিছানা ফালাফালা। বালিশের তুলো বেরিয়ে পড়েছে।

—নিপুণ হাতের কাজ। মোটেই সময় নেয়নি। র‍্যানকিন বলে, এখন আর খুঁজে লাভ নেই। কিছুই পাওয়া যাবে না। আমার লোকদের এখানে ডাকছি। হয়তো ওরা কোন হাত বা পায়ের ছাপ পেতে পারে। অবশ্য সে সম্ভাবনা খুবই কম।

দরজা বন্ধ করে চাবি দেয় র‍্যানকিন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

বিছানায় শুয়ে আমি পাশের ঘরে র‍্যানকিনের লোকদের হাঁটাচলার শব্দ শুনি। শুনি ওদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। ওরা সূত্রের সন্ধানে ব্যস্ত।

মনটা খারাপ। নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। জ্যাক শেফির নানা রকম দোষ থাকলেও মানুষটা খারাপ ছিল না। ডিস্ট্রিক্ট এটর্নির অফিসে যখন আমি স্পেশাল অনুসন্ধানী অফিসার হিসেবে কাজ করছি পাঁচ বছর আগে—তখন জ্যাকের সঙ্গে আমার পরিচয়।

সানফ্রানসিসকো ট্রিবিউন পত্রিকায় জ্যাক শেফি তখন রিপোর্টার হিসেবে কাজ করে। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন রাত্রে হুইস্কি পান করতে করতে আমাদের মনে হয়—পরের গোলামী আর নয়, নিজেদের কিছু করার সময় হয়েছে।

দু'জনে কিছুটা মাতাল হলেও নির্দিষ্ট আয়ের চাকরী ছাড়তে একটু দ্বিধা ছিল। আমাদের এমন কিছু গচ্ছিত অর্থ নেই। কিন্তু আমরা দু'জনেই রীতিমতো অভিজ্ঞ। সুতরাং আর দ্বিধা কেন?

শহরে বেসরকারী গোয়েন্দা দপ্তর অনেক ছিল। ওদের অনেককেই আমরা জানি। ওরা এমন কিছু কেউকেটা নয়।

প্রথম থেকেই আমাদের ভাগ্য সহায় ছিল। এক বছর পরে আমাদের ব্যবসা মোটামুটি দাঁড়িয়ে যায়। আর পেছনের দিকে তাকাতে হয়নি।

জ্যাক আর বেঁচে নেই। ওকে বাদ দিয়ে কাজ করতে একটু অন্যরকম লাগবে। অন্য কাউকে পার্টনার করার কথা আমার ভাবতে ভালো লাগে না। জ্যাকের স্ত্রীকে মোটা অর্থ ধরিয়ে দিলে সে মুখ খুলবে না।

আবার জ্যাকের কথা আমার মনে পড়ে। ওর মৃত্যু আমার কাছে রহস্যময়। আগে জানা দরকার কার হয়ে জ্যাক কাজ করছিল এই শহরে। কাজটায় নাকি অনেক অর্থ ছিল। তাই হবে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে কখনও সে এত দূরে আসতো না। জ্যাকের মক্কেলটি ধনী, এ সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ নেই।

খুনের সঙ্গে মক্কেলের কোন রকম সম্পর্ক নেই—এটা সুনিশ্চিত হওয়ার আগে ওর নাম র‍্যানকিন জানতে পারবে না। মক্কেলকে যতদূর সম্ভব ঝামেলার হাত থেকে বাঁচানো আমাদের ব্যবসার অন্যতম শর্ত।

র‍্যানকিনের লোকজন চলে গেলে এলাকে ফোন করবো। তবে এই হোটেল

BanglaBook.org

থেকে নয়। কেননা, সুইচবোর্ডে হয়তো র‍্যানকিনের লোক ফোনে আড়িপাতার জন্যে ইতিমধ্যেই কাজে নেমেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাই। বেলা পৌনে একটা। খিদে লাগছে। গতকাল রাতের পর থেকে তেমন কিছুই পেটে পড়েনি। সুতরাং খাবার জন্যে আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ি।

তখন দরজা খুলে র‍্যানকিন ঘরে ঢোকে। বলে, দূর! ভীষণ গরম এখানে।

—হুঁ। আমি এখন খেতে যাচ্ছি। আমাকে আপনার প্রয়োজন আছে কী?

দরজায় হেলান দিয়ে র‍্যানকিন বলে, পাশের ঘরে আঙুলের অথবা পায়ের ছাপ পাওয়া গেল না। কিভাবে পাওয়া যাবে? জ্যাক শেফির আগে ওই ঘরে অন্তত তিরিশ জন ভাড়াটে হিসেবে থেকে গেছে। সুতরাং জানা যাচ্ছে না জ্যাক শেফি কার হয়ে এখানে কাজ করতে এসেছিলেন।

আমি নীরবে র‍্যানকিনের দিকে তাকিয়ে থাকি।

আমার দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে র‍্যানকিন জিজ্ঞেস করে, জ্যাক শেফির মক্কেলের ব্যাপারে এখনও আপনি কিছু বলতে পারছেন না?

—দুঃখিত। আমি কিছুই জানি না।

—ব্র্যান্ডন, এটা খুনের মামলা। সুতরাং মক্কেলকে আড়াল করার মধ্যে কোন নৈতিক দায়িত্ব নেই। যা জানেন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

—লেফ্‌টেন্যান্ট, আপনাকে আমি কোন বাজে কথা বলছি না।

—আপনার অফিসের ঠিকানাটা দিন। সেক্রেটারী অথবা অফিসের কাজ দেখাশুনার জন্যে কোন কর্মী নিশ্চয়ই আছে আপনার?

অফিসের ঠিকানা দিয়ে বলি, আমাদের অফিসের কাজের জন্যে আছে একজন টাইপিস্ট। অল্প বয়স্কা মেয়ে। বুদ্ধি কম। ওকে আমরা কিছু বলি না।

র‍্যানকিনের হাবভাব দেখে মনে হয় না সে আমার কথা বিশ্বাস করেছে। একটু হুকুমের সুরে সে বলে, মক্কেলের নাম জানতে পারলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার তরফ থেকে কোন খবর না পেলে আমি নিজেই দেখা করবো।

চলে যায় র‍্যানকিন। এখন খাওয়ার চিন্তা পরিত্যাগ করি। র‍্যানকিন হয়তো আমার আগেই সানফ্রানসিসকো পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে এলার কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

লিফ্‌ট বেয়ে আমি নিচে নামি। রাস্তায় হেঁটে যাই কিছুক্ষণ। তারপর একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে টেলিফোনে আমার অফিসের নম্বর চাই।

এলার বয়স কম হলেও সে খুবই স্মার্ট। এলার কণ্ঠস্বর শুনি, 'গুড

BanglaBook.org

আফটারনুন...স্টার এজেন্সি থেকে কথা বলছি।'

আমি দ্রুত গলায় বলি, শোন এলা, আমি লিউ ব্র্যান্ডন কথা বলছি সেন্ট র‍্যাফায়েল সিটি থেকে। এখানে জ্যাক একটা কাজে এসেছিল। ওর টেলিগ্রাম পেয়ে আমি এখানে উপস্থিত হই। দুঃসংবাদ দিচ্ছি। জ্যাক শেফি আর বেঁচে নেই। কারা যেন ওকে ছুরি মেরে খুন করেছে!

এলার আঁতকে ওঠার শব্দ শুনি। জ্যাক শেফিকে পছন্দ করতো এলা। ওকেও প্রেমের ফাঁদে জড়াতে চেয়েছিল জ্যাক। কিন্তু আমি জ্যাককে নিষেধ করি। ফলে জ্যাক আর এলার দিকে হাত বাড়ায় না। কিন্তু জ্যাককে শুধু পছন্দ নয়—রীতিমতো প্রেমিক হিসেবে ভাবতে শুরু করেছিল এলা।

—জ্যাক মারা গেছে? এলার কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক চাপা থাকে না।

—হ্যাঁ। শোন এলা, কাজের কথা বলছি। পুলিশ জানতে চায় মক্কেলের পরিচয় এবং জ্যাকের কাজের গতি-প্রকৃতি। জ্যাক আমাকে কিছুই জানায়নি। তুমি কিছু জান এ ব্যাপারে?

—উঁহুঁ। জ্যাক শুধু বলেছে, একটা কাজ হাতে এসেছে—সুতরাং সে সেন্ট র‍্যাফায়েল শহরে যাচ্ছে। আপনাকে টেলিগ্রাম করার কথাও বলেছে। কিন্তু কাজের কোন রকম আভাস দেয়নি জ্যাক।

টের পাই কথা বলতে বলতে এলা চোখের জল চাপছে। ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। কিন্তু এখন সমবেদনা জানানোর সময় নয়। তাই ওকে জিজ্ঞেস করি, জ্যাক তার কাজের জন্যে টেলিফোন অথবা কোন চিঠি পেয়েছে কী?

একজন লোক টেলিফোনে জ্যাকের সঙ্গে কথা বলেছে।

—লোকটা তার নাম বলেছে কী?

—উঁহুঁ। জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু লোকটা উত্তরে বলেছে, সে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আর কোন রাস্তা নেই আমার সামনে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা উঁকি দেয়। মনে পড়ল টেলিফোনে কথা বলার সময় কাগজের ওপর কিছু লেখা অথবা আঁকার অভ্যাস জ্যাকের। হয় সে নগ্ন রমণীর ছবি আঁকবে অথবা আলোচনার টুক্‌রো অংশ লিখে রাখবে কাগজের পাতায় অথবা প্যাডে।

—এলা, এই মুহূর্তে যাও জ্যাকের অফিসে... ব্লটার অথবা প্যাড লক্ষ কর। হয়তো সে মক্কেলের নাম লিখে রাখতে পারে।

—যাচ্ছি। দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা।

অপেক্ষা করি আমি। পিঠ বেয়ে ঘামের স্রোত নামে। ফোন বুথের দরজা একটু ফাঁক করি তাজা বাতাস গ্রহণের জন্যে। তখন আমি তাকে দেখতে পাই। পুলিশের লোক না হয়ে যায় না। ভাবভঙ্গিতে তাই মনে হয়। আমার ওপর নজর রাখছে।

BanglaBook.org

নিজেকেই গালাগাল দিলাম। বোঝা উচিত ছিল, আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে র‍্যানকিন লোক লাগাবে। এই লোকটা নিশ্চয়ই অনুমান করবে যে আমি অফিসে টেলিফোন করছি।

টেলিফোনে এলার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ব্লটারের ওপর অনেক কিছু লেখা। শুধু একটা নাম পেয়েছি—লী ক্রিডি। বড় বড় অক্ষরে লেখা।

—ঠিক আছে, এলা...একটা কাজ কর। ব্লটারটা এই মুহূর্তে সরিয়ে দাও, পারবে না? সব কাগজ ছিঁড়ে টয়লেটে ফেলে দাও। কোন চিহ্ন যাতে না থাকে। পুলিশও তোমার কাছে যেতে পারে। ওরা যেন ব্লটারের কোন খোঁজ না পায়। যাও, কাজটা করে এসো—আমি লাইন ছাড়ছি না।

তিন মিনিট অপেক্ষা করার পর টেলিফোন ধরে এলা। বলে, কাগজপত্র সব নষ্ট করে দিয়েছি।

—চমৎকার মেয়ে তুমি! এখন যা বলছি মন দিয়ে শোন। এখানকার পুলিশকে বলেছি যে তুমি একটু বোকা ধরনের মেয়ে এবং আমরা তোমাকে কোন কাজের কথা বলি না। পুলিশ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে জ্যাক একটা টেলিফোন পেয়ে সেন্ট র‍্যাফায়েল সিটিতে চলে যায়। কে টেলিফোন করেছে তুমি জান না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তো?

—হ্যাঁ।

—তোমাকে যেন পুলিশরা বিভ্রান্ত করতে না পারে। ওরা তোমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে পারে। তুলতে পারে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু তুমি তোমার বক্তব্য থেকে সরে আসবে না। ওরা তোমার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।

—ঠিক আছে, লিউ।

—আর একটা কথা শোন। বাধ্য হয়ে তোমাকে এ কাজটা করতে বলছি—কারণ, এখান থেকে আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব হবে না। জ্যাকের মৃত্যুর খবরটা তুমি কি ওর স্ত্রীকে জানাবে? ওকে বলবে আমার চিঠি যাচ্ছে—আজ রাত্রেই চিঠিটা ছাড়বো। শোক কাটিয়ে ওঠার পর জ্যাকের স্ত্রী-র সঙ্গে আমি কথা বলবো।

—লিউ, আপনি কি শীঘ্রি ফিরে আসছেন না?

—উঁহুঁ। জ্যাককে কারা খুন করলো আমার জানা দরকার। এলা, তুমি কি জ্যাকের স্ত্রী-র সঙ্গে দেখা করবে?

—নিশ্চয়ই দেখা করবো। এলা খাটো গলায় বলে, দুটো লোক আসছে...ওদের গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছে।

আর এলার কথা শুনতে পেলাম না। লাইনটা কেটে গেছে।

BanglaBook.org

রুমাল বের করে মুখ মুছি। তারপর টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যাই। অপেক্ষারত গোয়েন্দার পাশে দাঁড়াই। সে কঠিন চোখে তাকায় আমার দিকে।

একটা স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিলাম।

গোয়েন্দাটি কফি পান শেষ করে একটা সিগারেট ধরায়। তারপর সে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

দুই

দেড়টার পরে হোটেলে ফিরে যাই। নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় জ্যাকের ঘর অতিক্রম করতে হয়। ওর ঘরের দরজা খোলা দেখে উঁকি মারি।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল চেহারার একজন মানুষ। আমার দিকে সে কঠোর দৃষ্টিতে তাকায়। লোকটা হোটেলের গোয়েন্দা না হয়ে যায় না।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমি জিজ্ঞেস করি, ওরা কী কেটে পড়েছে?

প্রায় গর্জনের ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করে, এখানে আপনি কী চান?

—আমার নাম লিউ ব্র্যান্ডন...পাশের ঘরে থাকি। আপনি কী মিঃ গ্রীভস?

সে একটু নরম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়।

এখন এ'ঘরটা অনেক গোছানো।

জ্যাকের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ঘরের এক কোণে রাখা।

আমি জিজ্ঞেস করি, পুলিশের খোঁজাখুঁজি তাহলে শেষ হয়েছে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় গ্রীভস।

আমি জিজ্ঞেস করি, জ্যাকের জিনিসপত্র ওর স্ত্রীর কাছে পাঠাতে হবে। আমার হয়ে এ কাজ কেউ করবে কী?

—বেয়ারা জো এ কাজ করতে পারে। ওকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন।

—শুনুন মিঃ গ্রীভস, হাতে কোন কাজ না থাকলে আমার ঘরে আসুন—আমরা একটু হুইস্কি পান করতে পারি।

গ্রীভসের মাংসল মুখ মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি বেচারীর বন্ধু-বান্ধব বলতে বিশেষ কেউ নেই।

গ্রীভস বলে, ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটের জন্যে বসতে পারি।

ওকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করি।

একটা উঁচু চেয়ারে বসে গ্রীভস। আমি বসি বিছানায়। গ্লাসে বরফ গলেছে। গ্রীভসকে দু'পেগের ওপর হুইস্কি দিলাম। আমি নিলাম এক পেগের একটু বেশি।

BanglaBook.org

গ্রীভসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করি। ওর দু'চোখের ভাবভঙ্গি কঠিন আর সন্দিগ্ধ। এ রকম একটা হোটেলের গোয়েন্দার চাকরি করা খুব সুখের নয়।

গ্লাসে বড় চুমুক দেওয়ার পর গ্রীভস জিজ্ঞেস করে, আপনার বন্ধুকে কে খুন করেছে জানতে পেরেছে কি পুলিশ?

—জানি না। এ ব্যাপারে পুলিশ কিছুই জানায়নি। আমি জিজ্ঞেস করি, জ্যাক যে মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়েছিল, তাকে আপনি লক্ষ করেছেন?

এক প্যাকেট দোমড়ানো সিগারেট বের করে একটা আমাকে দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে বলে গ্রীভস, তাকে আমি দেখেছি। বড় হোটেলের গোয়েন্দাদের সঙ্গেই শুধু সহযোগিতার হাত বাড়ায় এ শহরের পুলিশ। আমাদের মতো ছোট হোটেলের গোয়েন্দাদের ওরা মোটেও পাত্তা দেয় না। যাক গে ওসব কথা। র‍্যানকিন যদি আমার সঙ্গে কথা বলতো, ওকে আমি কিছু জানাতাম। কিন্তু ও কথা বলেছে ব্রীওয়ারের সঙ্গে। কারণ জানেন? কারণ, র‍্যানকিনকে কিছু উপহার দেওয়ার মতো স্বচ্ছলতা আছে ব্রীওয়ারের।

একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আমি জিজ্ঞেস করি, র‍্যানকিনকে কী কোন খবর আপনি দিতে পারতেন?

গ্রীভস জবাবে বলে, র‍্যানকিন জিজ্ঞেস করেছিল ব্রীওয়ারকে মেয়েটির বর্ণনা দিতে। এতেই বোঝা যায় কেমন ধরনের পুলিশ অফিসার র‍্যানকিন। ব্রীওয়ার লক্ষ করেছিল শুধু মেয়েটির পোশাক। মেয়েটিকে আমি লক্ষ করছিলাম। মেয়েটি অমন পোশাক পরেছিল ইচ্ছে করেই। আবার দেখলে কেউ চিনতে পারে—এমনটি চায়নি সে। ওকে দেখে প্রথমে যা মনে হয়েছে তা হলো—মেয়েটির মাথার চুল সোনালী। হয় সে পরচুলা পরেছে অথবা চুলে রঙ লাগিয়েছে।

আমি প্রশ্ন করি, আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে?

তেতো হাসির সঙ্গে গ্রীভস বলে, আমার দৃষ্টি কখনও ধোঁকা খেতে পারে না। মেয়েটির বগলের চুলের রঙও সোনালী ধরনের।

গ্রীভসের কথায় আমি খুব একটা গুরুত্ব দেই না।

গ্রীভস বলতে থাকে, মানুষের বিশেষ অভ্যাস অথবা মুদ্রাদোষ আমার চোখে ধরা পড়ে। লবিতে মেয়েটি ছিল পাঁচ মিনিটের জন্যে। সর্বদা সে তার উরুর ওপর পিয়ানো বাজিয়েছে।

উঠে দাঁড়ায় গ্রীভস দেখাবার জন্যে। বলে, দেখুন, ডান হাত দিয়ে উরুর ওপর এভাবে পিয়ানো বাজিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করি, এমন একটা মেয়েকে খুঁজে বের করা পুলিশের পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার হবে না...আপনার কী মনে হয়?

মুখ বেঁকিয়ে গ্রীভস বলে, আগে ওরা খুঁজে বের করুক মেয়েটিকে!

BanglaBook.org

আমি জিজ্ঞেস করি, মেয়েটিকে দেখে আপনার কী মনে হয়েছে?

—বলা মুস্কিল। হতে পারে মেয়েটি মডেলের কাজ করে। অথবা গায়িকা। হতে পারে একজন অভিনেত্রী। ওর পোশাক পরার ধরন আলাদা। তাছাড়া, কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গিতে ওর নিজস্ব একটা স্টাইলও আছে।

—এসব কথা কি র‍্যানকিনকে জানিয়েছেন?

সিগারেট ধরিয়ে মাথা নেড়ে গ্রীভস বলে, র‍্যানকিন আমার কথা শুনতে আগ্রহী নয়। গোল্লায় যাক ওরা!

—শেফির ঘর সার্চ করেছে যে অজ্ঞাতনামা লোকটা, চাবি সংগ্রহ করলো কিভাবে, বলতে পারেন?

—শেফির চাবিই ও ব্যবহার করেছে। মনে হয় শেফি চাবি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় চাবিটা কাউন্টারে জমা দিতে ভুলে গেছে। আমার ধারণা শেফিকে খুন করার পর খুনী চাবিটা নিয়ে শেফির ঘর সার্চ করেছে।

একটু থেমে গ্রীভস বলতে থাকে, খুনীর সাহস ছিল। তাছাড়া, তখন অর্থাৎ ভোরবেলায় হোটেলের কোন কর্মচারী ছিল না শেফির ঘরের আশেপাশে।

এবার আমি পকেট থেকে আমার পরিচয় বের করে গ্রীভসকে দেখিয়ে বলি, আমি কিন্তু মিছিমিছি আপনাকে এতসব প্রশ্ন করিনি।

পরিচয়পত্র আমাকে ফেরত দিয়ে গ্রীভস জিজ্ঞেস করে, জ্যাক শেফি আপনার পার্টনার ছিল?

—হ্যাঁ।

—আপনার মতো একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার ইচ্ছে ছিল আমার। অনেক অর্থ রোজগার করা যায়। কেমন চলছে আপনার কাজকর্ম?

—এ ঘটনার আগে ভালই চলছিল। এখন ব্যবসা গুটিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ না খুনীকে ধরতে পারি।

আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে গ্রীভস বলে, খুনীকে ধরা পুলিশের কাজ। এ ব্যাপারে আপনার কী করার আছে?

—হ্যাঁ, সানফ্রানসিসকোতে ফিরে চুপচাপ বসে থাকলে অনেকেই খুশি হতেন। কিন্তু আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। জ্যাক ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

বিকৃত মুখে গ্রীভস বলে, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। র‍্যানকিন মানুষ হিসেবে মন্দ নয়। ওর মধ্যে মনুষ্যত্ব এখনও আছে। কিন্তু আপনি ক্যাপ্টেন ক্যাচেনকে জানেন না। ও প্রাইভেট গোয়েন্দাদের একদম সহ্য করতে পারে না। ও যদি জানতে পারে আপনি আপনার বন্ধু জ্যাক শেফির খুনের তদন্তের জন্যে এখানে রয়েছেন—সেক্ষেত্রে আপনার বিপদের সীমা থাকবে না। চরম বিপদে পড়বেন আপনি!

হুইস্কি পান শেষ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আমি জিজ্ঞেস করি, কী ধরনের

BanglaBook.org

বিপদে আমি পড়তে পারি?

—তাহলে শুনুন। একটা আত্মহত্যার মামলায় তদন্তের জন্যে লস এঞ্জেলস্ থেকে এখানে এসেছিল একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। আত্মহত্যা নয় খুন—এই বিশ্বাস ছিল বিধবা মহিলাটির। ফলে সে তদন্তের জন্যে প্রাইভেট গোয়েন্দাকে কাজে লাগায়। ওকে সতর্ক করে ক্যাপ্টেন ক্যাচেন, কিন্তু গোয়েন্দাটি তদন্ত চালিয়ে যায়।

দম নেওয়ার জন্যে একটু থামে গ্রীভস। তারপর বলতে থাকে, একদিন প্রাইভেট গোয়েন্দাটি রাস্তায় গাড়ি চালাবার সময় একটা পুলিশের গাড়ি জোরে ধাক্কা মারে, ওর গাড়িটার অবস্থা করে তোলে শোচনীয়। গুরুতর আহত হয়ে গোয়েন্দাটি হাসপাতালে ভর্তি হয়। তারপর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর ওকে ছ'সপ্তাহের জন্যে জেলে পাঠানো হয়। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর জন্যে। ও বারবার বলেছে যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে ওর সর্ব শরীরে হুইস্কি ঢেলেছে পুলিশের লোকেরা...কিন্তু ওর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি।

—ক্যাপ্টেন ক্যাচেনকে মনে হচ্ছে দারুণ একখানা...যাক গে, আমাকে সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ। আমি ওর ধারে কাছেও যাব না।

গ্রীভস গ্লাস নামিয়ে বলে, কথাটা মনে রাখবেন। এখন আমি উঠছি। এ'সময়ে লবিতে আমার ডিউটি থাকে। বুড়োদের ওপর নজর রাখতে হয়। ওরা কখন কী করে বসবে... ম্যানেজার আমাকে এ'ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। সাহায্যের প্রয়োজন হলে হাত বাড়াবেন।

গ্রীভস যখন ঘরের বাইরে পা দিচ্ছে, আমি আলগোছে প্রশ্ন করি, লী ক্রিডি নামে কাউকে চেনেন?

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে গ্রীভস বলে, লী ক্রিডি শহরের সবচেয়ে কেউকেটা ধরনের মানুষ।

আমি কোন রকম ভাবাবেগ প্রকাশ করি না। জিজ্ঞেস করি, কত বড় মাপের মানুষ তিনি?

—অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। বহু হোটেল, ক্যাসিনো, তিনটে সংবাদপত্রের মালিক লী ক্রিডি। একটা ফ্যাক্টরী আছে ওঁর—যেখানে কর্মচারীর সংখ্যা দশ হাজারের ওপর।

—উনি কি এখানে থাকেন?

—ওঁর থাকবার জায়গা আছে থর বেতে। বিশাল জায়গা নিয়ে ওঁর সাম্রাজ্য। পঁচিশটা শোবার ঘর, বিশাল সুইমিংপুল, ছটা টেনিস কোর্ট...এলাহী ব্যাপার! একটা চিড়িয়াখানা আছে—বাঘ আর সিংহের সংখ্যা চল্লিশটা। নিজস্ব বন্দরে চারহাজার টনের জাহাজ ভিড়তে পারে।

—লী ক্রিডি কী বিবাহিত?

—নিশ্চয়ই। গ্রীভস নাক কুঁচকে বলে, ব্রিজিৎ ব্ল্যান্ড নামে অভিনেত্রীর কথা

BanglaBook.org

আপনার মনে পড়ছে? হ্যাঁ, ব্ল্যান্ডই হচ্ছে ক্রিডির স্ত্রী।

অস্পষ্টভাবে ওই নামের অভিনেত্রীর কথা আমার মনে পড়লো। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সামান্য একটু তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল সে। এমন কিছু ওজনের সে অভিনেত্রী ছিল না। ফলে ছবির জগতে সে বেশিদিন টিকতে পারেনি। ওর মেজাজটা ছিল অন্য ধরনের।

গ্রীভস কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করে, মিঃ ক্রিডির উল্লেখ করলেন কেন?

আমি বলি, কিছুই না। ওঁর নাম কে যেন কিছু একটা আমাকে বলেছিল। এখন তার নাম আমার মনে পড়ছে না।

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চলে যায় গ্রীভস।

বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরাই।

কাজটায় অনেক অর্থ আছে—এমন ইঙ্গিত দিয়েছিল জ্যাক। লী ক্রিডি যদি মক্কেল হন—তবে তো প্রচুর অর্থের লেনদেন হতে পারে। কিন্তু উনি কেন অত দূর থেকে জ্যাক শেফিকে ডাকবেন? প্রয়োজন হলে তিনি তো নামী দামী বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানকে ডাকতে পারেন।

ক্রিডির মতো লোককে সব সময় ঘিরে আছে সেক্রেটারীরা, পোষা গুণ্ডারা—যাদের কাজ হলো আমার মতো অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখা। সুতরাং ক্রিডির কাছে পৌঁছনো সহজ ব্যাপার নয়। সোজা নয় ওঁকে জিজ্ঞেস করা কেন জ্যাককে এখানে ডেকে আনা হয়েছিল।

মেজাজটাকে ফিরে পাবার জন্যে একটু হুইস্কি পান করি। তারপর টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াই। সুইচ বোর্ডের মেয়েটিকে বলি, গ্রীভসের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

একটু পরে গ্রীভসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ওকে বলি, দূরে একজনের সঙ্গে কথা বলবো। কতখানি নিরাপত্তা আছে বলুন।

—চিন্তার কারণ নেই। স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন।

গ্রীভসকে ধন্যবাদ জানিয়ে অপারেটরকে বলি লী ক্রিডির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে।

একটু পরে পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনি, মিঃ ক্রিডির বাড়ি থেকে বলছি।

—মিঃ ক্রিডির সঙ্গে কথা বলতে চাই। জোর গলায় বলি।

কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত গলায় বলে, আপনার নামটা বলুন। মিঃ ক্রিডির সেক্রেটারীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।

—আমার নাম লিউ ব্রান্ডন। সেক্রেটারী নয়, আমি সরাসরি কথা বলতে চাই মিঃ ক্রিডির সঙ্গে।

কিন্তু সরাসরি ক্রিডির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় না।

BanglaBook.org

—স্যার, আমি মিঃ ক্রিডির সেক্রেটারীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরে একটা কঠিন কণ্ঠস্বর শুনি, কে কথা বলছেন?

—লিউ ব্র্যান্ডন। মিঃ ক্রিডির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।

আমি টের পাই ওপাশে সেক্রেটারীর ভারী নিঃশ্বাস। বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। হুঁ, এই লোকটা খুব চতুর। আগে থাকতে না জেনে রূঢ় ব্যবহার করবে না।

—কী চাই আপনার? এবার কণ্ঠস্বর রীতিমতো জোরালো।

—আপনি ফালতু সময় নষ্ট না করে মিঃ ক্রিডিকে টেলিফোনটা দিন। এবার আমি রীতিমতো ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে কথা বলি। কিন্তু তাতে কাজ হয় না।

সেক্রেটারী শান্ত গলায় বলে, মিঃ ক্রিডির সঙ্গে কথা বলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার প্রয়োজনটা বলুন, আমি মিঃ ক্রিডির সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি ; উনি হয়তো পরে আপনাকে টেলিফোন করতে পারেন।

এরপর আর মেজাজ দেখিয়ে কোন লাভ হবে না।

সুতরাং আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করি। বলি, মিঃ ক্রিডিকে বলবেন যে সানফ্রানসিসকোর স্টার এজেন্সির সিনিয়র পার্টনার কথা বলতে চায়।

—তাই নাকি? ঠিক আছে, মিঃ ব্র্যান্ডন। আমি মিঃ ক্রিডিকে আপনার কথা বলবো। আপনার টেলিফোন নম্বর কী?

হোটেলের টেলিফোন নম্বর দিলাম। ওপাশ থেকে লাইন কেটে যায়।

দু'চোখ বন্ধ করি। অপেক্ষা করতে হবে। হয়তো এক ঘণ্টার ওপর। ঝিমুনি ভাব এসে যায়।

হঠাৎ টেলিফোনের তীব্র শব্দে আমার তন্দ্রা কেটে যায়। চমকে উঠি। আর একটু হলেই বিছানা থেকে পড়ে যেতাম।

রিসিভার শক্ত হাতে চেপে বলি, লিউ ব্র্যান্ডন কথা বলছি।

—মিঃ ক্রিডি আজ বিকেল তিনটেয় আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

—তিনটেয়?

—হ্যাঁ। আপনি ঠিক সময়ে আসবেন তো? মিঃ ক্রিডির আরও অনেক জরুরী কাজ রয়েছে বিকেলের দিকে। আপনার জন্যে উনি মাত্র কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবেন।

—ঠিক আছে, তাই হবে। আমি টেলিফোন রেখে দিলাম।

হুঁ, জ্যাকের মক্কেল হচ্ছেন মিঃ ক্রিডি। নইলে ওঁর মতো ব্যস্ত আর কেউকেটা ধরনের মানুষ আমাকে সময় দিতেন না।

BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়

এক

বে বুলেভার্দ থেকে লী ক্রিডির বিরাট বাসস্থানের হদিশ পাওয়া যায়।

বিরাট বাড়ি। চারতলা। বড় বড় জানালা। অফিসের বুইক গাড়ি আমি চালাচ্ছি। হোটেলের বাইরে গাড়িটাকে রেখে গেছে পুলিশের লোকেরা।

পেনিনসুলার দিকে এগিয়ে চলি। একশো গজ এগিয়ে যাওয়ার পরে একটা বড় সাইন-বোর্ড। এটা প্রাইভেট রোড। এখান থেকে আরও অগ্রসর হতে পারে কেবল থর এস্টেটের বাসীন্দারা।

আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর গার্ড-হাউস চোখে পড়ে। সাদা পোশাক পরিহিত সশস্ত্র দুজন প্রহরী আমাকে লক্ষ করছে।

গাড়ির জানালায় মুখ বের করে বলি, মিঃ ক্রিডির সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ঠিক হয়ে আছে।

একজন প্রহরী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম?

নিজের নাম বলি।

প্রহরী হাতে ধরা কাগজের ওপর চোখ রাখে। তারপর সে অন্য প্রহরীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে। বাধা অপসারিত হয়।

—সামনে এগিয়ে যান। বাঁ দিকে মোড় ঘুরবেন। গাড়ি রাখবেন ছয় নম্বর বে-তে।

আমার গাড়ি এগিয়ে যায়। আধ মাইল যাওয়ার পর চোখে পড়ে ওক্ গাছের তৈরি বিরাট গেট। পনেরো ফিট উঁচু। লোহার নাল লাগানো। গেট খোলা। এগিয়ে যাই। বিরাট বাগান আর লন। ঝরনা। বাগানের মালীরা চীন দেশের। ওরা কাজ করে আস্তে আস্তে। কিন্তু এ'কাজে ওরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

ছয় নম্বর বে-তে গাড়ি পার্ক করে এগিয়ে যাই। নিশানা ঠিক করতে পারি না। পেছনে কে যেন বলে, দূর ছাই! দারুণ ব্যাপার, তাই না?

গার্ডের সাদা পোশাক পরা বেঁটে গাট্টাগোট্টা ধরনের একটা লোক। ওর মুখ লাল আর ঘামে ভরা। মুখে হুইস্কির গন্ধ। ছোট ছোট দু'চোখে আমাকে কিছুক্ষণ লক্ষ করে সে প্রশ্ন করে, বিশেষ কাউকে খুঁজছেন বুঝি?

আমি বলি, মিঃ ক্রিডির সঙ্গে আমার দেখা করার কথা তিনটের সময়।

BanglaBook.org

—তাই নাকি! শয়তানদের হাতে এত অর্থ আসে কিভাবে? এই যে ক্রিডি নামে লোকটা...কোন কিছুতে সে সন্তুষ্ট নয়। বুঝলেন, আমার এখানে আজ চাকরির শেষ দিন। ভরপেট হুইস্কি গিলেছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, লোকটা অর্থাৎ ক্রিডির অভিযোগ সব কিছুতে। ওর দশ ভাগের এক ভাগ অর্থও যদি আমার হাতে থাকতো...আমি নিজেকে রাজার মতো সুখী মনে করতাম!

ঘড়ির দিকে তাকাই। তিনটে বাজতে চার মিনিট বাকি। সুতরাং আমি বলি, আপনার সঙ্গে এ'ব্যাপারে আরও কথা বলতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু ঠিক তিনটেয় আমার দেখা করার কথা। দেরি হলে মিঃ ক্রিডি বিরক্ত হবেন।

—হ্যাঁ, বিরক্ত হবেন ঠিকই। কিন্তু ঠিক তিনটেয় যে ওঁর দেখা পাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়তো তিন চার ঘণ্টা আপনাকে বসিয়ে রাখবেন। যাক গে, ওই দিকে যান। তারপর বাঁ দিকে ঘুরবেন।

এগিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এলো। সুতরাং পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করি, আজ রাত ছ'টা নাগাদ আপনার কাজ আছে কী?

দাঁত বের করে হেসে সে বলে, ঐ সময়ে অনেক কিছু করার আছে। উৎসব করবো। এই বুড়ো শয়তানটা অর্থাৎ ক্রিডির সঙ্গে চব্বিশ মাস কাজ করলাম। যন্ত্রণাকে লাঘব করার জন্যে প্রচুর মদ্যপান করেছি। এবার বলুন, আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার?

আমি বলি, আপনার সঙ্গে বসে আমিও উৎসব পালন করতে চাই।

সে দু'চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি নিয়মিত মদ্যপান করেন?

—বিশেষ উৎসবের সময়। আজ সন্ধেয় হয়তো সেই রকম বিশেষ একটি দিন হতে পারে।

—কেন নয়? আমার প্রেমিকা অবশ্য মদ্যপান পছন্দ করে না। যাই হোক, আপনার সঙ্গে বসে মদ্যপান কোথায় এবং কখন?

—সাতটায়। ভালো জায়গার সন্ধান আছে আপনার?

—স্যামের কেবিন। যে কেউ জায়গাটার কথা বলে দেবে। আমার নাম টিম ফালটন। আপনার নাম কী?

—লিউ ব্র্যান্ডন। ঠিক আছে, দেখা হবে।

—নিশ্চয়ই।

আমি এগিয়ে যাই। আর মাত্র এক মিনিট সময় হাতে। দরজায় টোকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় দরজা। ছ'ফিটের মতন লম্বা একটা বুড়ো লোক। পরনে বাটলারের পোশাক। প্রকাণ্ড হলঘরে ওর পেছন পেছন এগিয়ে যাই।

BanglaBook.org

—মিঃ ব্র্যান্ডন?

—হুঁ।

—এই দিকে আসুন।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ঘরে প্রবেশ করি। ছ'জন লোক বসে। ওদের দেখে মনে হয় ওরা ব্যবসায়ী। ওরা বোকার মতো আমার দিকে তাকায়। ওদের চোখ মুখে ক্লান্তির চিহ্ন।

—এখানে আপনি বসুন। মিঃ ক্রিডি আপনাকে ডেকে পাঠাবেন।

যে পথ দিয়ে এসেছিল, নিঃশব্দে সেই পথে ফিরে যায় বাটলার।

তিনটে বেজে তিন মিনিট হয়ে যাবার পর দরজা খুলে যায়। ঘরে ঢোকে একজন কালো কোট পরা দীর্ঘকায় যুবক। ওকে দেখে ছ'জন ব্যবসায়ী ব্যাগ হাতে চেপে দাঁড়িয়ে পড়ে।

যুবকটির নিরাসক্ত দু'চোখ ওদের দিকে ঘুরে আমার ওপর স্থির।

—মিঃ ব্র্যান্ডন?

—হ্যাঁ।

—মিঃ ক্রিডি আপনার সঙ্গে এখন দেখা করবেন।

কালো কোট পরিহিত যুবকটিকে অনুসরণ করে আমি এগিয়ে যাই। একটা ঘরের সামনে দাঁড়াই। দরজায় টোকা মেরে দরজা খুলে যুবকটি বলে, স্যার, ব্র্যান্ডন এসেছে।

তারপর একপাশে সরে যুবকটি আমাকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করে।

দুই

ঘরটাকে দেখে আমার মুসোলিনির বিখ্যাত অফিস ঘরের কথা মনে পড়লো। ষাট ফিট লম্বা ঘর। দুটো বড় জানালার মাঝখানে মস্ত বড় টেবিল। একদিকে সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্য আর অন্যদিকে থর বে।

টেবিলের পেছনে চেয়ারে বসা খর্বাকৃতি একটা লোক। চোখের চশমা কপালে তোলা। মাথায় টাক। মুখের চেহারা কঠিন।

ইনিই মিঃ ক্রিডি। আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন। ওঁর টেবিলের কাছে যেতে বেশ কিছুটা হাঁটতে হয়। আমি রীতিমতো ঘামিয়ে উঠি।

আমাকে অনেকক্ষণ দেখার পর তিনি আশ্চর্য নরম গলায় জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি চান?

ওঁর ধারণা ছিল যে, এতক্ষণে আমার সমস্ত প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট হয়েছে এবং আমি ওঁর হাত-পা জড়িয়ে ধরার জন্যে প্রস্তুত!

BanglaBook.org

আমি বলি, আমার নাম ব্র্যান্ডন। সানফ্রানসিসকো-র স্টার এনকোয়ারী এজেন্সির সিনিয়র পার্টনার আমি। চারদিন আগে আমার পার্টনারকে আপনি কাজে লাগিয়েছিলেন।

ওঁর মুখ দেখে কিছু আঁচ করা যায় না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে আপনার মনে হলো যে আপনার বন্ধুকে আমি কাজে লাগিয়েছি?

মিথ্যে করে বলি, মিঃ ক্রিডি, মক্কেলদের খবর আমরা লিখে রাখি। অফিস ছেড়ে চলে যাবার আগে শেফি একটা নোট রেখে গেছে যার মাধ্যমে জানতে পারি আপনিই ওকে কাজে লাগিয়েছেন।

—শেফি কে?

—আমার পার্টনার এবং যাকে আপনি বিশেষ কোন কাজে এখানে ডেকে এনেছেন।

টেবিলের ওপর কনুই রেখে মিঃ ক্রিডি বলেন, শুনুন, আমার অনেক এলেবেলে কাজের জন্যে সপ্তাহে কুড়ি অথবা তিরিশ জন লোককে কাজে লাগাই। শেফি নামে কোন লোকের কথা মনে পড়ছে না। এ'ব্যাপারের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? কী চান আপনি?

মিঃ ক্রিডির কঠিন দু'চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বলি, আজ সকালে খুন হয়েছে শেফি। আমার মনে হলো শেফির অসম্পূর্ণ কাজটা হয়তো আপনি আমাকে দিয়েই করাতে চান।

—কী ধরনের কাজে শেফি নিযুক্ত ছিল?

আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। ভেবেছিলাম মিঃ ক্রিডিকে খোলসের বাইরে টেনে আনতে পারবো। কিন্তু তা হবার নয়।

—মিঃ ক্রিডি, কী ধরনের কাজ, সেটা আমার চেয়ে আপনি অনেক বেশি ভালো জানেন।

চেয়ায়ে হেলান দিয়ে বসেন ক্রিডি। বুঝতে পারি ওঁর মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা উঁকি মারছে। একটু পরে তিনি একটা বোতাম পুশ করেন। কালো কোট পরা সেই যুবকটি দ্রুত উপস্থিত হয়।

যুবকটির দিকে না তাকিয়ে মিঃ ক্রিডি বলেন, হার্টজকে পাঠাও।

—এখুনি আসতে বলছি, স্যার। বলে যুবকটি বেরিয়ে যায়।

এক মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় না। দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে বেঁটে আর অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান চেহারার একজন লোক। ওর ডানদিকের কান মাথার দিকে বাঁকানো। ওর নাক ভোঁতা। হাড় নেই। মুখের ওপর ছড়ানো। ওর দু'চোখ ছোট আর এক ধরনের ভয়ঙ্কর ভাব সেখানে বিরাজমান।

BanglaBook.org

এই গরিলা-সদৃশ লোকটিই হচ্ছে হার্টজ। সে টেবিলের সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। ওর হাঁটাচলার ক্ষিপ্রতা ব্যালে-নর্তকদের মতো।

আমার দিকে ইশারা করে মিঃ ক্রিডি বলেন, হার্টজ, এই লোকটাকে চিনে রাখ। ওকে মনে রাখা তোমার দরকার। হয়তো ওকে শায়েস্তা করার ভার তোমার ওপর দিতে পারি। যাই হোক, ওকে পরে দেখলে যেন চিনতে পার, সে বিষয়ে নিশ্চিত হও।

হার্টজ আমার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে সে নরম গলায় বলে, বস, পরে দেখলেও ওকে আমি চিনতে ঠিকই পারবো।

মিঃ ক্রিডির ইশারায় হার্টজ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

একটু বিরতির পর আমি বলি, হার্টজ আমাকে নিয়ে কি করবে? আমাকে কি মাখনে পরিণত করবে?

মিঃ ক্রিডি সিল্কের রুমাল দিয়ে চশমা মুছতে থাকেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি বেসরকারী গোয়েন্দাদের একদম পছন্দ করি না। ওরা ব্ল্যাক-মেইলার। আমি মিঃ শেফিকে কোন কাজে লাগাইনি। আপনাকে এ শহর থেকে অবিলম্বে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। প্রায়ই আপনার মতো লোক আমাকে বিরক্ত করে থাকে। তখন তাদের শায়েস্তা করার জন্যে প্রয়োজন হয় হার্টজের।

'হার্টজ অদ্ভুত ধরনের। আমার ইশারা পেলে ও যে-কোন লোককে উচিত শিক্ষা দিতে পারে। কিভাবে ও লোককে শিক্ষা দেয়, আমি জানি না। কিন্তু হার্টজ কখনও কাজে বিফল হয় না। মিঃ ব্র্যান্ডন, ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিচার করুন। আপনার বন্ধু শেফিকে আমি জানি না। ওকে আমি কাজে লাগাইনি। আপনার সঙ্গে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এখন যেতে পারেন। অবশ্য যদি আপনার প্রয়োজনীয় কোন কথা বলার থাকে...।'

হেসে আমি মিঃ ক্রিডির দিকে তাকাই। ওঁর ঔদ্ধত্য অনেক সহ্য করেছি। রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে যায়।

টেবিলের ওপর হাত রেখে মিঃ ক্রিডির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলি, হ্যাঁ, আমার কিছু বলার আছে। আপনাকে আমি আরও অনেক বেশি চতুর ভেবেছিলাম। শেফিকে আপনি কাজে লাগিয়েছিলেন—এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু এখন আমার মনে কোন রকম সন্দেহ নেই। একটা প্যাডের ওপর শেফি আপনার নাম লিখেছিল। এর বেশি সূত্র আমার হাতে ছিল না।

'আমার ধারণা ছিল আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। আমার মতো ছোটখাটো বেসরকারী গোয়েন্দাকে আপনার মতো ক্ষমতাবান লোক কখনই পাত্তা দিত না...যদি না এর পেছনে যথেষ্ট কারণ থাকতো। বিশেষ কোন কারণে আপনি

BanglaBook.org

রাতে ঘুমোতে পারছেন না। নইলে ছ'জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে টপকে আমাকে ডাকতেন না। আমার উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে আপনি আর অপেক্ষা করতে পারেননি। আপনি জানতে আগ্রহী শেফির ব্যাপারে আমি কতটা খবর পেয়েছি।'

'যখন দেখলেন আমি প্রায় কিছুই জানি না, আপনি আপনার পোষা গুণ্ডা হার্টজকে ডাকলেন। আমাকে ভয় দেখানোই আপনার উদ্দেশ্য। আপনি চেয়েছেন আমি ভয় পেয়ে এ শহর ত্যাগ করবো। শুনুন মিঃ ক্রিডি, সকলেই কিন্তু ভয় পায় না!'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন মিঃ ক্রিডি। ওঁর ভাবলেশহীন মুখ দেখে কিছু ধরার উপায় নেই। উনি জিজ্ঞেস করেন, আর কিছু বলবেন?

'শুনুন, এখন আমি নিশ্চিত আপনিই শেফিকে কাজে লাগিয়েছেন। আপনার হয়ে কাজ করার সময় শেফি কিছু জানতে পারে। ওর এই জানাটা হয়তো কারুর ভালো লাগেনি—তাই ও খুন হয়েছে। আমার মনে হয় আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর এ'ব্যাপারে জানেন এবং সেটা আপনি চেপে রেখেছেন। ওই খবর পুলিশ জানলে খুনীকে ধরতে পারে।'

'তিনশো মাইল দুর থেকে শেফিকে আপনি ফালতু ডেকে আনেননি। বিশেষ প্রয়োজনেই ওকে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। স্থানীয় লোকদের আপনি কাজে লাগাতে চাননি। শেফি খুন হয়েছে। ও আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। পুলিশ যদি হত্যাকারীকে খুঁজে না পায়—আমাকেই কাজে নামতে হবে। আমাকে ভয় দেখিয়ে অকেজো করা যাবে না!'

আমি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াই। বলি, কাউকে ডাকতে হবে না। আমি নিজেই পথ খুঁজে বাইরে যেতে পারবো।

দরজার দিকে আমি এগিয়ে যাই।

মিঃ ক্রিডি নরম গলায় বলেন, মিঃ ব্র্যান্ডন, পরে বলবেন না, আমি আপনাকে সতর্ক করিনি।

কোন দিকে না তাকিয়ে আমি অগ্রসর হই। দরজা খুলে লবিতে দেখা হয় বাটলারের সঙ্গে।

বাটলার আমাকে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

তিন

হোটেলে পৌঁছুতে চল্লিশ মিনিট লাগে।

হ্যাঁ, আর কোন সন্দেহ নেই। শেফিকে কোন ব্যাপারে তদন্তের জন্যে এই শহরে

ডেকে এনেছিলেন মিঃ ক্রিডি। ওঁর হয়ে কাজ করার সময় শেফি খুন হয়েছে—কিন্তু আমি এখনও জানি না কেন খুন করা হয়েছে শেফিকে। শেফি কি বিস্ফোরক কোন কিছুর সন্ধান পেয়েছিল যার ফলে তাকে এ'পৃথিবী থেকে অকালে বিদায় নিতে হলো? অথবা মেয়ে-ঘটিত কারণে?

টিম ফালটনের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হবে মদের টেবিলে। এটা একটা ভালো ব্যাপার। হ্যাঁ, অনেক সময় অখুশি কোন কর্মী মূল্যবান খবর দিতে পারে। আমার এখন তাই দরকার।

হোটেলের সামনে গাড়ি থামাই। একটু দূরে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে আমি নামি। পুলিশের গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ক্যান্ডি। ওর মুখে নিশ্চয়ই চুইংগাম। আমার কাছাকছি এসে সে বলে, ক্যাপটেন ক্যাচেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। চলুন, যাওয়া যাক।

হেসে আমি বলি, ধরুন, যদি আমি ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলতে না চাই?

ক্যান্ডি আবার বলে, চলুন। প্রয়োজনে আপনাকে আমি চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাব।

পুলিশের গাড়ির দিকে যেতে যেতে আমি জানতে চাই, ক্যাপটেনের উদ্দেশ্যটা কি বলতে পারেন?

ক্যান্ডি শুধু হাসে। ওর সঙ্গে পুলিশের গাড়িতে উঠি। চালকের আসনে য়ুনিফর্ম পরা একজন পুলিশ। সে এক নজরে আমাকে লক্ষ করে।

তারপর দ্রুত বেগে গাড়ি এগিয়ে যায়।

আবার আমি ক্যান্ডিকে বলি, আপনি বলতে চান যে ক্যাপটেন শুধু হুকুম করেন—কাজের কোন রকম ব্যাখ্যা করা তাঁর রীতিবিরুদ্ধ, তাই তো?

ক্যান্ডি জবাব দেয়, এবার আপনি ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। হেডকোয়ার্টার থেকে যদি পঙ্গু হয়ে বেরোতে না চান—সেক্ষেত্রে ক্যাপটেনের প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবেন, নিজে থেকে কোন কথা বলবেন না এবং এমনভাবে ব্যবহার করবেন যেন আপনি চার্চে উপস্থিত!

—এর অর্থ হলো ক্যাপটেনের মেজাজ গরম হয় যখন তখন।

বিষাক্ত হাসির সঙ্গে ক্যান্ডি বলে, ঠিক বলেছেন। ক্যাপটেন মেজাজ খারাপ করেন দ্রুত। তাই না, জো?

ড্রাইভারের নাম জো। সে জানালার বাইরে থুথু ফেলে। তারপর সে ক্যাপটেনের উদ্দেশে মজার উক্তি করে।

হেসে ক্যান্ডি বলে, সব সময় জো এমন ধরনের কথা বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু ক্যাপটেনের উপস্থিতিতে জো'র মুখ বন্ধ থাকে। তাই না, জো?

আবার জানালার বাইরে থুথু ফেলে জো বলে, খাবার খেতে আমি ভালোবাসি।

BanglaBook.org

কেবলমাত্র এখনও আমার আটটা দাঁত আছে অটুট।

—দেখলেন তো...জো একজন কমেডিয়ান। ক্যান্ডি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, সুতরাং খেয়াল রাখবেন...ফস্ করে যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড করে বসবেন না ক্যাপটেন ক্যাচেনের সামনে।

আমি জিজ্ঞেস করি, খুনীকে কী ধরতে পেরেছেন এতদিনে?

—এখনও পারিনি কিন্তু আমরা ঠিক ধরতে পারবো। গত দশ বছরে এ'শহরে পাঁচটা খুন হয়েছে। একজন খুনীকেও আমরা এখনও পর্যন্ত ধরতে পারিনি। অদূর ভবিষ্যতে রেকর্ড আমরা ভেঙে ফেলবো....তাই না, জো?

সতর্ক ভঙ্গিতে জো জবাব দেয়, ব্যাপারটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে। আমাদের গোয়েন্দারা খুব চতুর। কিন্তু ভাগ্য সহায় না থাকলে কিছুই করার নেই। খুনীকে ধরার জন্যে আমি বাজী ধরছি না কিন্তু খুনীকে আমরা ধরতে পারবো।

আমার দিকে তাকিয়ে ক্যান্ডি হেসে বলে, জো'র কথা শুনলেন? খুনীকে ধরতে মাইনে বাজী রাখতে রাজি নই কিন্তু আমরা খুনীকে ধরতেও পারি!

—ক্যাপটেন ক্যাচেনও তাই মনে করেন বুঝি?

—ক্যাপটেন কী মনে করেন সেটা জিজ্ঞেস করার সাহস কারুর নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আমি জিজ্ঞেস করি, বরফ কাটার লোহার টুক্‌রোটা পেয়েছেন?

মাথা নেড়ে ক্যান্ডি বলে, উঁহুঁ। লেফ্‌টেন্যান্ট মনে করেন লোহার টুক্‌রোটা সঙ্গে নিয়ে গেছে খুনী। হয়তো ওঁর ধারণা সত্য। আবার লোহার টুক্‌রোটা হয়তো কোথাও পুঁতে ফেলা হয়েছে। সমুদ্রের ধারে প্রচুর বালি।

—মেয়েটার ডেডবডি কি খুঁজে পেয়েছেন?

আবার ক্যান্ডি মাথা নেড়ে বলে, উঁহুঁ....সেটা আশাও করিনি। আমরা অনুসন্ধান করেছি—কারণ, আমাদের মনে হয়েছে খুনী হয়তো মেয়েটাকেও খতম করেছে। লেফ্‌টেন্যান্টের ধারণা যে আপনার বন্ধু আক্রান্ত হওয়ার আগেই কেটে পড়েছে মেয়েটা।

—হয়তো মেয়েটাই খুন করেছে আমার বন্ধুকে। আমি বলি।

নাক ঝেড়ে ক্যান্ডি জবাব দেয়, লোহার টুক্‌রো দিয়ে এত প্রচণ্ড জোরে আঘাত দেওয়া কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়।

—অত দুর্বল ভাববেন না মহিলাদের। লোহার টুক্‌রোটা যদি খুব তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে, রাগী মেয়েটার পক্ষে খুন করা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

সিগারেটের টুক্‌রো জানালার বাইরে ফেলে ক্যান্ডি বলে, যাই হোক, মাইনে বাজি রাখবেন না!

BanglaBook.org

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বাইরে গাড়ি থামে।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা হাঁটতে থাকি।

ক্যান্ডি বলে, এখন থেকে সাবধান হয়ে যান। সহজেই ক্যাপটেন রেগে যান। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আমাদের ক্ষেত্রেও খারাপ হয়ে ওঠে।

একটা দরজার বাইরে অপেক্ষা করে ক্যান্ডি। তারপর টোকা মারে দরজায়। ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, কী চাই?

—স্যার, লিউ ব্র্যান্ডনকে ডেকে এনেছি।

আমাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে ক্যান্ডি। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া পাক খেয়ে ওপরে উঠছে।

চেয়ারে বসা বিরাট চেহারার মানুষটি....হ্যাঁ, ক্যাপটেন ক্যাচেন। বয়স হলেও তাঁর স্বাস্থ্য এখনও বেশ মজবুত। শরীরে বেশি মেদ নেই। মুখটা বড়। নিষ্ঠুরতার চিহ্ন মুখে প্রকট।

ক্যাপটেন ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। দরজা বন্ধ করে আমার পেছনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় ক্যান্ডি।

—ব্র্যান্ডন? সিগার ছাইদানীতে ভয়ঙ্করভাবে গুঁজে ক্যাপটেন বলেন, হুঁ...বেসরকারী গোয়েন্দা...শুনুন, এ'শহর ছেড়ে কবে চলে যাচ্ছেন?

আমি শান্ত গলায় বলি, জানি না। এক সপ্তাহের আগে তো নয়।

—তাই নাকি? এক সপ্তাহ এ'শহরে থেকে কী করবেন?

—প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবো। সাঁতার কাটবো। মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করবো।

এমন কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না ক্যাপটেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সত্যি... ওই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে নাক গলাবেন না তো?

আমি বলি, লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিনের কাজের অগ্রগতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করবো। আমার ধারণা উনি ভালোভাবেই কাজটা করতে পারবেন। আমার সাহায্যের কোন দরকার হবে না।

আমার দিকে খর চোখে তাকিয়ে ক্যাপটেন বলেন, ঠিক আছে। আজেবাজে লোক এ'শহরে ভিড় করুক, আমি মোটেও পছন্দ করি না।

—ক্যাপটেন, আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

—হুঁ...মনে করবেন না দ্রুত কিছু করতে পারবেন। এই খুনের মামলায় নাক গলালে আপনার দুর্গতির শেষ থাকবে না। বুঝতে পারছেন?

—হ্যাঁ, ক্যাপটেন।

দাঁত বের করে বিদ্রূপের হাসিতে ক্যাপটেন বলেন, বলতে পারবেন না, আপনাকে আগে থাকতে সতর্ক করা হয়নি। অযথা নাক গলাবেন না। আবার যদি এ'অফিসে

BanglaBook.org

আপনাকে আসতে হয়—সে অভিজ্ঞতা কখনও ভুলতে পারবেন না। অবাধ্য মানুষদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয়, সে পদ্ধতি আমাদের জানা।

ক্যান্ডির দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন বলেন, এই ফালতু লোকটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও! ওর দিকে তাকালেই আমার বমি আসে।

দেওয়াল থেকে সরে অফিস ঘরের দরজা খুলে দেয় ক্যান্ডি।

ক্যাপটেন ক্যাচেন হাতের একটা মোটা আঙুল তুলে আমার দিকে ইশারা করে বলেন, এই খুনের মামলা থেকে দূরে সরে থাকুন, নইলে....।

দরজার দিকে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর থেমে যাই। মুখ ফিরিয়ে বলি, ক্যাপটেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করেন, কিসের প্রশ্ন?

—লী ক্রিডি কি আপনাকে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অনুরোধ করেছেন?

ক্যাপটেনের দু'চোখ ছোট হয়। ঘুষি পাকিয়ে তিনি বলেন, আপনি কী বলতে চান?

'শেফিকে কোন কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন লী ক্রিডি। অনুসন্ধান চলাকালীন খুন হয় শেফি। মিঃ ক্রিডি জানেন কেন শেফিকে খুন করা হয়েছে কিন্তু তিনি খবরটা চেপে রাখতে চান। পুলিশ জানতে পারলে তাঁকে সাক্ষী দিতে হবে। শেফিকে কেন তিনি নিযুক্ত করেছিলেন—আদালতের সামনে এ'সম্পর্কে তাঁকে মুখ খুলতে হবে।'

একটু থেমে আবার আমি বলি, সুতরাং মিঃ ক্রিডি আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে হার্টজকে ডাকেন। মিঃ ক্রিডি বোধ হয় তাঁর ভাড়াটে গুণ্ডাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না—তাই আপনাকেও কাজে লাগিয়েছেন। এখন বুঝতে পারছি কেন আপনি এত মেজাজ গরম করছেন আমার ওপর।

ক্যান্ডির দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ আমি শুনতে পাই।

ক্যাপটেন ক্যাচেনের মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর দেখায়। আস্তে আস্তে তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ান। দাঁড়াবার পর তাঁর চেহারাটা বিশাল দেখায়।

ক্যাপটেন আমার দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হন।

অপেক্ষা করি আমি। ক্যাপটেনের গতিবিধির দিকে আমার দু'চোখ স্থির।

দাঁতে দাঁত ঘষে ক্যাপটেন বলেন, হুঁ....দেখা যাচ্ছে একেবারে নির্জীব নন আপনি। ঠিক আছে, এবার দেখুন এটা কেমন লাগে।

আমার মুখের একপাশে প্রচণ্ড জোরে চড় মারেন ক্যাপটেন। আঘাতের ফলে আমার মাথা ঘুরে যায়। টলতে থাকে আমার দুপা।

নিজেকে সামলাতে একটু সময় লাগে।

ক্যাপটেন ক্যাচেন নিচু অথচ ভয়ঙ্কর গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলেন, ওহে গোয়েন্দা-

BanglaBook.org

প্রবর, চুপ করে রইলে কেন, আমাকে পাল্টা আঘাত কর!

বস্তুত, সেই মুহূর্তে ক্যাপটেনকে পাল্টা আঘাত করতে পারলে খুশি হতাম। উনিও তাই চান। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করি। আঘাত করা দূরে থাকুক—ওঁকে আমি আঘাত করার হুমকি দিলে, এই মুহূর্তে আমাকে ঢুকিয়ে দেবে অন্ধকার সেলে। তারপর ওঁর গাট্টাগোট্টা সেপাইরা আমাকে মেরে আলুর দম বানিয়ে ছাড়বে!

সুতরাং আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি। আঘাতের ফলে আমার মুখের একপাশ জ্বলতে থাকে।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ক্যাপটেন পিছিয়ে আসেন। ক্যান্ডির উদ্দেশে চিৎকার করেন, এই উকুনটাকে সরিয়ে নাও....ওকে আমি খুন করে ফেলবো!

আমাকে এক হাত দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে এলো ক্যান্ডি। ওর মুখের ভাব যুগপৎ ক্রুদ্ধ এবং ভীত।

ক্যান্ডি বলে, মূর্খ কোথাকার! আগে থাকতে কি আমি আপনাকে সাবধান করিনি?

মুখে হাত বুলিয়ে আমি বলি, ক্যাপটেনের সঙ্গে অন্ধকার গলিতে কোন একদিন আমার দেখা হবে। চলি সার্জেন্ট।

আমি পেছন ফিরে হাঁটি। রাস্তায় পা দিয়ে লক্ষ করি সূর্যের আলো মুছে যায়নি। সমুদ্রের ধার থেকে ফিরে আসছে নর-নারীর দল। ওদের মানুষের মতো স্বাভাবিক লাগছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্থ অধ্যায়

এক

সমুদ্রের ধারে স্যামের কেবিন। গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে। এখনও সন্ধে ছ'টা বাজেনি। গাড়ি রাখার জায়গায় অন্তত তিরিশটি গাড়ি পার্ক করা। অবশ্য ক্যাডিলাকের মতো দামী গাড়ি একটিও নেই।

গাড়ি দেখাশুনা করার লোকটি বৃদ্ধ। স্থূলকায়। হেসে সে জানায় গাড়ি রাখার জন্যে এক আধলাও দিতে হবে না।

আমি পানশালায় ঢুকি। কাছেই খাবার তৈরি হচ্ছে।

আট দশ জন লোক লম্বা টুলের ওপর বসে বিয়ার পান করছে।

সামনে দুটো দরজা পেরিয়ে বারান্দা। অনেক চেয়ার পাতা সেখানে। ওখানে বেশ ভিড়। ফালটনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সুতরাং ভিড়ের মধ্যে বসা যাবে না।

আমি এগিয়ে যাই। ফালটনকে দেখা যায় না। ফলে পানশালায় খোলা জানালার ধারে একটা লম্বা টুলের উপর বসে বেয়ারাকে এক বোতল হুইস্কি আর দুটো গ্লাস আনতে বলি।

ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট পরে এলো ফালটন। ওর কাঁধের ওপর রাখা জ্যাকেট। আমাকে দেখে সে দাঁত বের করে হাসে। বলে, হুঁ, আপনি বোতল খুলে বসে গেছেন, আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলেন না?

আমি বলি, বোতল এখনও খোলা হয়নি। মুক্ত পুরুষ হয়ে কেমন লাগছে?

ফালটন জবাব দেয়, আমার অবস্থায় পড়লে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন। যাক গে, বোতলটা খুলুন।

ওকে বরফ মিশিয়ে হুইস্কি দিলাম। নিজের গ্লাসেও নিলাম। তারপর আমরা দু'জনে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করে চুমুক দিলাম।

সিগারেট ধরিয়ে আমরা আরাম করে চেয়ারে বসি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি।

ফালটন বলে, দারুণ লাগছে, তাই না? শুনুন, জীবনে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে হুইস্কি পান। এর চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই। কখনও সখনও অবশ্যই স্ত্রীলোকের সাহচর্য কাম্য। কিন্তু বিশ্রামের সময় স্ত্রীলোকের প্রয়োজন নেই। কারণ কী জানেন? স্ত্রীলোকেরা বড্ড বেশি বক্‌বক্ করে কিন্তু হুইস্কি নীরব থাকে।

BanglaBook.org

আমি বলি, কয়েক পেগ পানের পর আমরা কিন্তু চিকেনের স্বাদ নিতে পারি।

ফালটন বলে, হ্যাঁ, ওরা চিকেন বানায় চমৎকার। আপনি এ'শহরে আরও অনেক বড় বড় রেস্তোরাঁয় চিকেনের স্বাদ নেবেন। ওরা অনেক কায়দা জানে। দাম শুনলে আপনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এখানে চিকেনের স্বাদই অন্য রকম। দামও কম।

গ্লাস নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফালটন বলতে থাকে, সপ্তাহে দু'দিন এখানে আসি। কখনও সঙ্গে থাকে আমার প্রেমিকা। কখনও একা আসি। এ'জায়গাটা আমার বড় প্রিয়।

ফালটনকে আরও হুইস্কি দিলাম। নিজের গ্লাসেও কিছুটা ঢেলে ওকে বোঝাতে চাইলাম যে, ওর চেয়ে আমিও পিছিয়ে নেই।

মাথা নেড়ে ফালটন বলে, কিন্তু এ'জায়গাটাও আর আগের মতো নেই। আগে এখানে যারা আসতো তারা ব্যবহারে ছিল অমায়িক। এখন এখানে হানা দিচ্ছে মস্তানরা। জুয়া খেলার আকর্ষণ তো আছেই। গত মাসে এখানে মারামারি হয়েছে। চাকু চলেছে। অবশ্য স্যাম দ্রুত পরিস্থিতিকে সামলে নিয়েছে। কিন্তু খদ্দেরদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে। এমন ব্যাপার আবার ঘটলে স্যামের ব্যবসার বারোটা বাজবে!

পানশালায় দেখা যায় রঙিন পোশাক পরা মস্তান টাইপের কয়েকজনকে।

ফালটন বলে, ওরা ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ না ওরা মাতাল হয়ে ওঠে। রাত্রের দিকে দেখা যাবে পেশীবহুল মস্তানদের। এরাই ঝামেলা পাকায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা আমার দিকে ঠেলে ফালটন জিজ্ঞেস করে, তারপর বলুন, বুড়োটাকে আপনার কেমন লাগলো?

—হুঁ...মস্ত বড় ঘর আর মিঃ ক্রিডির অনুসন্ধানী দৃষ্টি। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে আমি ঘৃণাবোধ করতাম!

—যা বলেছেন। ক্রিডি আমার জীবনটাকে বিষিয়ে তুলেছিল!

আমি জিজ্ঞেস করি, হার্টজকে চেনেন?

—দেখুন, আমার মেজাজটাকে নষ্ট করবেন না। হার্টজের সঙ্গে আপনার মোলাকাত হয়েছে কী?

—মিঃ ক্রিডির সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, সেখানে একসময় উপস্থিত ছিল হার্টজ। লোকটা কে? এমন একটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিঃ ক্রিডির কী সম্পর্ক?

ফালটন বলে, ক্রিডির বডিগার্ড হার্টজ। তাছাড়া, অবাধ্য লোকদের পোষ মানাবার জন্যে হার্টজকে ব্যবহার করা হয়।

—মিঃ ক্রিডির বডিগার্ডের প্রয়োজন হয় কেন?

BanglaBook.org

কাঁধ নেড়ে ফালটন বলে, ক্রিডি ধনী। ওর নিজের জীবন সম্পর্কে ভয় খুব বেশি। বডিগার্ড থাকার অর্থ হলো নিজেকে কেউকেটা হিসেবে বিজ্ঞাপিত করা।

একটু থেমে ফালটন আবার বলে, ক্রিডির সম্পর্কে ভুল ধারণা করবেন না। ও সাংঘাতিক ধরনের। ওকে দেখলে ওর আসল চরিত্র বোঝা যায় না। শুনুন, বস্তুতপক্ষে এ শহরটা চালায় সে। জুয়ার আড্ডা থেকে ওর আয় প্রচুর।

—হার্টজের চেহারার মতই নিশ্চয়ই নৃশংস প্রকৃতির?

মাথা নেড়ে জবাবে বলে ফালটন, নিশ্চয়ই। ফালতু লোকদের নিয়ে কারবার করে না ক্রিডি। হার্টজকে আমি ভয় পাই।

আমি জিজ্ঞেস করি, আজ সকালে সমুদ্রের ধারে যে লোকটা মারা গেছে—কাগজে এর সম্পর্কে কিছু পড়েছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু এ'ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—লোকটা ছিল আমার বিজনেস পার্টনার। মনে হয় গত কয়েক দিনের মধ্যে মিঃ ক্রিডির সঙ্গে আমার পার্টনার দেখা করেছে। ভাবছিলাম, আপনি তাকে দেখেছেন কিনা।

—হতে পারে। হয়তো দেখেছি। গেটে প্রায় সব সময়ই আমি থাকতাম। আপনার পার্টনারকে দেখতে কেমন?

সতর্কভাবে শেফির চেহারার বর্ণনা দিলাম।

ফালটন বলে, হ্যাঁ, ওকে দেখেছি। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা মাথায় লাল চুল।

—আপনি কী জোর দিয়ে বলতে পারেন যে, আমার পার্টনারকে দেখেছেন? প্রয়োজনে আপনাকে আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিতে হতে পারে।

—হ্যাঁ, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি এ'ব্যাপারে।

আর কোন রকম সন্দেহ নেই। মিঃ ক্রিডির সঙ্গে দেখা করেছে জ্যাক শেফি। কেন দেখা করেছে? এ'ব্যাপারটা খুঁজে বের করা সহজ নয়।

আমার দিকে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে ফালটন জিজ্ঞেস করে, আপনার পার্টনারকে খুন করা হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ। পুলিশের ধারণা আমার পার্টনার কোন মস্তানের প্রেমিকার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার সময় খুন হয়েছে। হতে পারে। মেয়েবাজিতে আমার পার্টনার ছিল ওস্তাদ!

—হুঁ...এ'ব্যাপারে আপনি পুলিশের কাছে যাচ্ছেন না কেন?

—নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে গিয়েছি। কিন্তু ক্যাপটেন ক্যাপটেন অন্য ধাতুতে গড়া। তাই না?

—ঠিক বলেছেন। ক্রিডির সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা করেন ক্যাপটেন। বছরে অন্তত চারবার। দু'নম্বর অর্থের জন্যে যান। ক্যাপটেনের প্রচ্ছন্ন মদতেই নাইট ক্লাব

BanglaBook.org

আর বেশ্যালয় এত গজিয়ে উঠেছে এ শহরে। এখান থেকে প্রচুর আয় ক্রিডির। ক্যাপটেনের পকেটেও যায় মোটা অঙ্কের অর্থ।

—নাইট ক্লাব আর বেশ্যালয়ের সঙ্গে মিঃ ক্রিডির কি সম্পর্ক?

ফালটন জবাব দেয়, ক্রিডি অধিকাংশ নাইট ক্লাবের মালিক। ও বেশ মুনাফা লোটে এসব ব্যবসা থেকে। একটা মোটা অংশের বখরাও পায় ক্যাচেন।

আমি জিজ্ঞেস করি, মিঃ ক্রিডি বিবাহিত, তাই না?

—যতদূর জানি ক্রিডি চারবার বিয়ে করেছে। এক সময়ের অভিনেত্রী ব্রিজিৎ ব্ল্যান্ড হচ্ছে ওর বর্তমান স্ত্রী। এই অভিনেত্রীকে কখনও দেখেছেন?

—মনে হয় একবার দেখেছি। যতদূর মনে আছে এই অভিনেত্রী রীতিমতো সুন্দরী।

—এখনও সুন্দরী কিন্তু আগের পক্ষের মেয়ের ওপর ওর কোন কর্তৃত্ব নেই।

—ক্রিডির মেয়ে কি বাড়িতে থাকে?

—এখন থাকে না। কারণ, ওর সৎ মা'র সঙ্গে বনিবনা হয় না। বাড়িতে যখন কোন পার্টি দেওয়া হয়—নিজের হাতে সব ব্যবস্থা তুলে নেয় ক্রিডির মেয়ে মারগট। ফলে ক্রিডির স্ত্রী নেপথ্যে চলে যায়। ব্যাপারটা ওর পছন্দ হয় না।

'দুজনের মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়া চলার ফলে মারগট বাড়ি থেকে চলে যায়। ফ্রাঙ্কলিন বুলেভার্দে একটা ফ্ল্যাটে সে একা থাকে। ক্রিডি মেয়ের দেখা পায় না। মেয়েটা বেশ ভালো। ঐ বাড়িতে মারগট ছিল অন্যরকম। ক্রিডির স্ত্রী সর্বদা অসুখী মনোভাব প্রকাশ করে। রাতে ঘুমায় না।'

এভাবে ফালটনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারি। রাত নটার সময় আমাদের হুইস্কি পান শেষ। বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

বেয়ারাকে ডেকে চিকেন দিতে বলি।

আমি জিজ্ঞেস করি, ক্রিডির সঙ্গে ওর স্ত্রী-র সম্পর্ক কেমন?

ফালটন জবাবে বলে, ক্রিডির সঙ্গে কারুর সদ্ভাব থাকতে পারে না। যাই হোক, ক্রিডি ব্যস্ত অর্থ রোজগারের নেশায়। ফলে ওর স্ত্রী মজা লোটে অন্যত্র।

—মিসেস ক্রিডির কি বিশেষ কোন প্রেমিক আছে?

—হ্যাঁ...বিশাল চেহারার কোকড়ানো চুলের একজন যুবক। ওর নাম থ্রিসবি।

হঠাৎ খেয়াল হয় আমাদের টেবিলের কাছাকাছি কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ভেবেছি, হয়তো খাবার নিয়ে এসেছে বেয়ারা। জানালার বাইরে তাকিয়ে আমি ফালটনের কথা শুনছিলাম। ফলে ততটা সজাগ ছিলাম না। তদুপরি হুইস্কির নেশা তো ছিলই।

BanglaBook.org

হঠাৎ ফালটনের ভাবভঙ্গি অন্যরকম হয়ে ওঠে। তার মুখে আমি মৃত্যুর ছায়া লক্ষ করি। আমি তাড়াতাড়ি পেছনে তাকাই।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে হার্টজ। ওর পেছনে পালাবার পথ বন্ধ করে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে চারজন মস্তান। হার্টজের চোখের দিকে তাকিয়ে আমার পিলে চমকে ওঠে!

দুই

হঠাৎ পানশালায় বড় ঘরটায় গুঞ্জন থেমে যায়। সকলের দৃষ্টি পড়ে আমার দিকে।

আমার অবস্থান খারাপ। দেয়াল থেকে কিছুটা দূরে আমার চেয়ারটা। হার্টজ এবং আমার মাঝখানে টেবিলটা। এবং এমন কিছু বড় নয় টেবিলটা। সেদিক থেকে ফালটনের অবস্থান অনেক ভালো। আমার ডানদিকে সে দাঁড়িয়ে। ওর পেছনে নেই কোন দেয়ালের আড়াল।

সবাই বুঝতে পেরেছে ঝামেলা হবে। ইতিমধ্যে অনেকেই আতঙ্ক চেপে অগ্রসর হচ্ছে বাইরে যাবার দরজার দিকে।

গমগমে গলায় হার্টজ জিজ্ঞেস করে, চিনতে পারছো? ফালতু লোকেদের আমি পছন্দ করি না।

আড়চোখে লক্ষ করি সাদা এপ্রন-পরিহিত একজন বিরাটকায় নিগ্রো বার কাউন্টারের পেছনে থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। বক্সার জো লুইয়ের মতো ওর চেহারা। ওর বিশাল ভাঙাচোরা মুখে ক্ষমা প্রার্থনার মতো হাসি। সে দ্রুত এসে দাঁড়ায় হার্টজের পাশে।

টেবিলের একটা কোণ আমি চেপে ধরি।

হাসি মুখে হার্টজের উদ্দেশে নিগ্রোটি বলে, বস....এখানে কোন রকম ঝামেলা চাই না। আপনাদের যদি কোন কথাবার্তা থাকে—বাইরে গিয়ে বলুন।

মাথা ঘুরিয়ে নিগ্রোটির দিকে তাকায় হার্টজ। ওর ছোট ছোট দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরোয়। ওকে অপ্রকৃতিস্থ দেখায়।

হার্টজের আচমকা ঘুষি ছিট্‌কে পড়ে নিগ্রোটির মুখে। পিছিয়ে যায় নিগ্রোটি কাঁপতে কাঁপতে। ওর হাঁটু ভেঙে যায়। মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে সে।

খুব দ্রুত ঘটে যায় এসব। সজোরে টেবিলটা ঠেলে দিলাম হার্টজের দিকে। সেই মুহূর্তে ঘুষি মারার ফলে ওর ভারসাম্য যথেষ্ট ছিল না।

হার্টজের উরুতে ধাক্কা খায় টেবিলটা। পেছনে টলে যায় সে। দু'জন লোকের গায়ের ওপর ছিট্‌কে পড়ে। এখন সামান্য জায়গা পাই পা ফেলার। একটা চেয়ার

BanglaBook.org

তুলে আমি চারদিকে ঘোরাই। ফলে আরও জায়গা পরিষ্কার হয়।

ফালটনও একটা চেয়ার মাথার ওপর তুলে নিয়েছে। নাগালের মধ্যে একটা গুণ্ডার মাথায় সে সজোরে আঘাত করে চেয়ারটা দিয়ে। গুণ্ডাটা লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপর।

পানশালার দু'জন মস্তান ছুটে এলো রবারের লাঠি হাতে। ওদের মধ্যে একজন নিগ্রো। হার্টজের সঙ্গী তিনজন গুণ্ডা ছুটে যায় পানশালার দুজন মস্তানের দিকে। ফলে আমি আর ফালটন মুখোমুখি হই হার্টজের।

হার্টজের মাথায় আমি সজোরে আঘাত করি চেয়ারটা দিয়ে। চেয়ারের পেছনটা ভেঙে যায়। আমার হাতে ধরা থাকে একটা কাঠের টুক্‌রো।

আঘাতের ফলে টলতে থাকে হার্টজ। তারপর সে দাঁত খিঁচিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘুষি মারে। পিছিয়ে গেলে ঘুষিটা লাগতো। কিন্তু আমি এক লাফে এগিয়ে হার্টজের মুখের মাঝখানে জোরে ঘুষি মারি। যথেষ্ট জোর ছিল ঘুষিটায়।

হার্টজের কাছ থেকে আমি সরে যাই। ওর একজন গুণ্ডার গায়ে গিয়ে পড়ি। সে বাঁ হাত দিয়ে আমাকে ঘুষি মারে। টলতে টলতে আমি এগিয়ে যাই হার্টজের দিকে। জোরে ওর হাত চেপে ধরি। তারপর প্রচণ্ড জোরে ওকে ধাক্কা দিতেই সে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে বাড়িটা।

তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়াই। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ফালটন রুমাল দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। ওর হাঁটু কাঁপছে। ওর কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বলি, চলুন...তাড়াতাড়ি বাইরে চলুন!

হার্টজের একজন গুণ্ডা এগিয়ে এলো আমার দিকে। আমার মাথা লক্ষ করে সে লাঠি চালায়। আমি মাথা নিচু করে ওর পাঁজরে ডান হাতের ঘুষি চালাই। তারপর ফালটনের হাত ধরে টানতে টানতে এগিয়ে যাই দরজার দিকে।

বাইরের অবস্থাও বিশেষ ভালো ছিল না। সামনে লম্বা জেটি জোরালো আলোয় উদ্ভাসিত। দু'দিকে সমুদ্র। দূরে গাড়ি রাখার জায়গাও যথেষ্ট আলোকিত।

খুব আঘাত পেয়েছে ফালটন। ওর অবস্থা ভালো নয়। যে-কোন মুহূর্তে হার্টজ এবং ওর গুণ্ডার দল উপস্থিত হবে।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফালটন বলে, পালিয়ে যান। আমি আর এক পা-ও চলতে পারবো না। ওরা আপনাকে ধরার আগেই পালান!

ওর দু'হাত আমার কাঁধে রেখে ওকে টানতে টানতে জেটি ধরে এগিয়ে যাই গাড়ি রাখার জায়গার দিকে।

পেছনে পায়ের শব্দ। বেশি দূরে যেতে পারবো না। ফালটনকে ছেড়ে আমি পেছনে তাকাই।

জেটির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে হার্টজ।

ফালটনকে বলি, দৌড় লাগান! আমি সামলাচ্ছি হার্টজকে।

BanglaBook.org

ধাক্কা দেওয়ার ফলে টলতে টলতে এগিয়ে যায় ফালটন।

কাছে এলো হার্টজ। বক্সারের মতো ওর চলাফেরার ক্ষিপ্র ভঙ্গি। পেছনে সরে আমি ওর চারদিকে ঘুরতে থাকি। ওর চোখের দিকে তাকাই। রাগে ও উন্মাদ হয়ে উঠেছে। ফলে আমি স্বস্তি পাই। রেগে গেলে একজন মানুষের বিচার বুদ্ধির ঘাটতি দেখা যায়। তখন সে ভুল করে।

ক্রুদ্ধ ষাড়ের মতো ছুটে এলো হার্টজ। কাছাকাছি আসতেই ওর মুখে একটা ঘুষি মারলাম। ওর মাথা পেছনে হেলে যায়। সময় মত সরে গিয়ে ওর ডান হাতের ঘুষির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাই। তারপর ওর কাঁধের একপাশে আমার ঘুষি আছড়ে পড়ে সজোরে। পর মুহূর্তে ওর বাঁ হাতের ঘুষি খেয়ে মনে হলো হাতুড়ি দিয়ে কে যেন আমাকে সজোরে আঘাত করেছে।

হার্টজ আবার আঘাত করার জন্যে ছুটে এলো। আমি দ্রুত পেছনে সরে যাই। তারপর ওকে একটা ঘুষি মেরে লাফিয়ে পেছনে চলে এলাম। দ্রুত জেটির দিকে তাকাই। অদৃশ্য হয়েছে ফালটন। হুঁ, এবার আমাকে কেটে পড়তে হবে।

হার্টজের ওপর থেকে দৃষ্টি সরানো উচিত হয়নি। ওর গতি খুব ক্ষিপ্র। ফলে ও আমার চোয়ালে আঘাত করে। সময় মতো আমি সরতে পারিনি। শুধু একবার নয়—বারবার হার্টজের আঘাতে আমার হাঁটু কাঁপে। তেড়ে এলো সে। আমি সামনে হুমড়ি খেয়ে ওর বিশাল দুটো উরু আঁকড়ে মাথার ওপর দিয়ে ওকে ছুড়ে দিলাম। জেটির ওপর সশব্দে আছড়ে পড়ে সে।

হার্টজ আসার আগেই আমি ছুটতে শুরু করেছি। গাড়ি রাখার জায়গায় পৌঁছুতেই শুনি কে যেন ডাকছে—এই যে ব্র্যান্ডন...এদিকে তাকান!

আমার গাড়িতে সামনের সিটে বসে ফালটন হাত নাড়ছে। ওদিকে জেটি বেয়ে তেড়ে আসছে হার্টজ। আমি গাড়ির দিকে ছুটে যাই। ইঞ্জিন চালু ছিল। ড্রাইভারের সিটে বসে গাড়ি চালাই।

কুড়ি গজ দূরে হার্টজ। ওর মুখ রাগে বিকৃত। ওর পাশ কাটিয়ে আমি গাড়ি চালাই সজোরে।

কয়েকবার রাস্তা বদলের পর গাড়ির স্পীড কমাই। ফালটনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনার আঘাতটা কী মারাত্মক?

ফালটন জবাব দেয়, বেঁচে থাকবো।

—কাছাকাছি হাসপাতাল কোথায়? আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।

—এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে হাসপাতাল।

গাড়ির স্পীড বাড়াই। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালের বাইরে গাড়ি থামাই।

গাড়ি থেকে নেমে ফালটন বলে, ঠিক আছে, আমি এবার নিজেই ম্যানেজ করতে পারবো। মুখ খুলে আমি খুব বোকামি করেছি। আপনার সঙ্গে আমার

BanglaBook.org

পানশালায় বসা উচিত হয়নি।

—আমি দুঃখিত। আমি বুঝতে পারিনি আপনি এমন ঝামেলায় পড়বেন। হার্টজের বিরুদ্ধে আপনি আদালতে নালিশ করতে পারেন। অনেক সাক্ষী পাবেন।

—কোন লাভ হবে না। বরং আমি আরও বিপদে পড়বো। আমি এ'শহর ত্যাগ করছি, আর ঝামেলার মধ্যে যেতে চাই না।

তিন

হোটেলে ফিরে স্নান করি। তারপর ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাই। তখন মনে পড়ে আমার রাতের খাওয়া হয়নি। খিদেটা বেড়ে যায়। রুম সার্ভিসে ফোন করে বিয়ার আর খাবার দিতে বলি। বিছানায় শুয়ে সমস্ত দিনের কাজকর্মের পর্যালোচনা করি।

আমি জানি, বাঘের খাঁচায় হাত ঢুকিয়েছি। শুরু হয়ে গেছে অঘোষিত যুদ্ধ। জানি না কতদিন বেঁচে থাকতে পারবো!

হার্টজের সঙ্গে আবার বোঝাপড়া হবে। তখন শুধু ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে ফিরতে পারব না। ফালটনের কথা ভেবে আমার মুখ বেঁকে যায়।

হার্টজকে কোন রকমে ঠেকানো গেলেও ক্যাপটেন ক্যাচেন আছেন। তিনি যদি জানতে পারেন যে, শেফির হত্যার ব্যাপারে আমি গোপনে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি—মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে উনি আমাকে ফাঁসাবেন। হুঁ, এ'সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ নেই।

এদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে আমার দরকার ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির সাহায্য লাভ। আমার নিরাপত্তা দরকার। কে দেবেন আমাকে নিরাপত্তা? এ'শহরে ক্রিডির চেয়ে ক্ষমতাবান কেউ আছেন কী? ক্যাপটেন ক্যাচেনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন কী কেউ? যদি এমন ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির সাহায্য আমি পাই—সেক্ষেত্রে আমার সমস্যার সমাধান হতে পারে।

নতুন কিছু খবর জানা গেছে। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, জ্যাক শেফিকে অনুসন্ধানের কাজে লাগিয়েছিলেন ক্রিডি। শহরে বেআইনী কার্যকলাপের পেছনে অর্থের যোগান দেন ক্রিডি। ক্রিডির স্ত্রী ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে থ্রিসবি নামে একটা লোকের সঙ্গে।

ক্রিডির মেয়ের নাম মারগট। মেয়েকে খুব ভালোবাসেন ক্রিডি। ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্দে একটা ফ্ল্যাটে একা থাকে মারগট। টেলিফোন গাইডে আমি মারগটের ফ্ল্যাটের ঠিকানা খুঁজে পাই। দরজায় শব্দ হয়। বেয়ারা ঠাণ্ডা বিয়ার আর খাবার নিয়ে এলো। আমার ফোলা ফোলা চোখ মুখের দিকে সে কৌতূহলী চোখে তাকায়। কিন্তু সে কোন রকম মন্তব্য করে না। এ'সময়ে বেয়ারার সঙ্গে কথা বলার মতো মেজাজ নেই।

BanglaBook.org

বেয়ারা বেরিয়ে গেলে বিছানায় বসে আমি খাবার খাই। বিয়ার পান করি।

ঘরের কোণে একটা কাপড়ে বাঁধা জ্যাক শেফির জিনিসপত্র। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল জ্যাকের স্ত্রীকে চিঠি লিখতে হবে।

খাওয়া শেষ হলে একটা সিগারেট ধরাই। হোটেলের দেওয়া নোটবুকে চিঠি লিখি। সাড়ে দশটায় শেষ করি চিঠিটা। গুছিয়ে লিখতে পেরেছি। জ্যাক শেফির স্ত্রীকে মোটামুটি ভালো রকম আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা লিখি। অর্থের পরিমাণটা একটু কম জানাই। কারণ, আমি জানি, শেফির স্ত্রী অনেক বেশি চাইবে। অনেক দিলেও সে খুশি হবে না। কখনও সে আমাকে পছন্দ করেনি।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর চিঠিটা রেখে জ্যাকের স্যুটকেস খুলি। খুঁজতে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে অনেক মেয়ের ফটো আর চিঠি। এসব ছিঁড়ে বাজে কাগজের বাক্সে ফেলে দিলাম। জ্যাক বছরের পর বছর তার স্ত্রী-কে ধোঁকা দিয়েছে।

স্যুটকেসে আরও তল্লাসী চালিয়ে একটা ম্যাচ-ফোল্ডার হাতে এলো। হোটেল রেস্তোরাঁয় এমন ম্যাচ-ফোল্ডার ব্যবহার হয় বিজ্ঞাপন হিসেবে। এই বস্তুটি বিশেষভাবে তৈরি। বাইরে গায়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা—দি মাসকেটার ক্লাব। আর আছে একটি টেলিফোন নম্বর।

হোটেল ডিটেকটিভ গ্রীভসের কথা আমার মনে পড়লো। মাসকেটার ক্লাবে সকলে যেতে পারে না। অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শহরের সবচেয়ে সেরা আর দামী নাইট ক্লাব। জ্যাক কিভাবে এই ম্যাচ-ফোল্ডারটা হস্তগত করলো? সে ওই ক্লাবে কি গিয়েছিল? জ্যাককে আমি যতদূর জানি, বিশেষ কাজ ছাড়া সে ওই দামী নাইট ক্লাবে ঢুকবে না।

ম্যাচ-ফোল্ডারটা হাতে আমি নিচে লবিতে এলাম। কাউন্টারে বসা করণিককে জিজ্ঞেস করি গ্রীভসের কথা।

আমার ফোলা ফোলা মুখ চোখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে করণিক জবাব দেয়, এখন মিঃ গ্রীভসকে অফিসে পাবেন। মিঃ ব্র্যান্ডন, আপনি কি কোন আঘাত পেয়েছেন?

—আমার ফোলা চোখ দেখে বলছেন? উঁহুঁ...ব্যাপারটা তা নয়। বেয়ারা খাবার ছুঁড়ে মারায় আমার চোখের অবস্থা এমন হয়েছে। আমি অবশ্য এ'ব্যাপারটা নিয়ে কিছু মনে করিনি। মানুষের এমন ব্যবহারে আমি রাগ করি না।

আমার কথা শুনে করণিক হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আমি এগিয়ে যাই গ্রীভসের অফিসের দিকে।

গ্রীভসের অফিস ঘরটা খুবই ছোট। ওকে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখি। আমাকে দেখে সে নিরাসক্ত গলায় বলে, আপনার মুখের অবস্থা এমন হলো কিভাবে?

নিঃশব্দে ওকে আমি ম্যাচ-ফোল্ডারটা দেখাই। ওর ভ্রূ কুঁচকে যায়। জিজ্ঞেস করে,

BanglaBook.org

এটা কিভাবে পেলেন?

—জ্যাক শেফির স্যুটকেসে পেয়েছি।

—বাজি রেখে বলতে পারি আপনার বন্ধু কখনও ঐ দামী নাইট ক্লাবে যায়নি। ওই ক্লাবে প্রবেশ করা সহজ নয়।

—তাই নাকি? আমি জিজ্ঞেস করি।

—হ্যাঁ।

—হয়তো শেফিকে ঐ ক্লাবে অন্য কেউ নিয়ে গেছে। এটা কি সম্ভব?

মাথা নেড়ে গ্রীভস জবাব দেয়, হয়তো। একজন মেম্বার কাউকে নিয়ে ক্লাবে ঢুকতে পারে। কিন্তু এটা নির্ভর করে অন্যান্য মেম্বারদের মর্জির ওপর।

—শেফি হয়তো ম্যাচ-ফোল্ডারটা অন্য কোন জায়গা থেকে পেয়েছে।

কাঁধ নেড়ে গ্রীভস জবাব দেয়, অসম্ভব।

—মেম্বারদের তালিকা আমি কোথায় পেতে পারি?

আলমারি খুলে গ্রীভস একটা ছোট বই বের করে আমার হাতে দেয়। বলে, এটা আমি প্লাজা হোটেলের একটা ঘরে পেয়েছি। ভেবেছি হয়তো কোনদিন কাজে লাগতে পারে। অবশ্য দু'বছর আগের তালিকা রয়েছে।

ম্যাচ-ফোল্ডার এবং ছোট্ট বইটা পকেটে ঢুকিয়ে বলি, ধন্যবাদ। বইটা আপনাকে ফেরত দেব।

লবিতে ফিরে এলাম। লোকজনদের সান্নিধ্য থেকে একটু দূরে চেয়ারে বসে মেম্বারদের তালিকার ওপর চোখ বোলাই। প্রায় পাঁচশো জনের নাম। মাত্র তিন জনের নাম আমার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়। মিসেস ব্রিজিৎ ক্রিডি, থ্রিসবি এবং মিস্ মারগট ক্রিডি।

ছোট্ট বইটা বন্ধ করে কয়েক মিনিট চিন্তায় ডুবে যাই। হঠাৎ একটা মতলব আমার মাথায় এলো। খুব একটা কার্যকরী হবে কিনা জানি না। কিন্তু মন্দের ভালো। একটা বেয়ারাকে ডেকে জানতে চাই কিভাবে ফ্র্যাঙ্কলিন এভেনিউতে যাওয়া যাবে। সে পথের হদিশ জানায়। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি এগিয়ে যাই গাড়ির দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম অধ্যায়

এক

ফ্র্যাঙ্কলিন আর্মস হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে ধনী লোকের বসবাস। এখানে তিরিশটির মতো বাড়ি। নির্দিষ্ট ঠিকানার বাড়িটা খুঁজে নিতে বেগ পেতে হলো না। বাড়ির সামনে বিরাট লন। গাড়িটা পার্ক করে এগিয়ে যাই।

দরজা ঠেলে লবিতে প্রবেশ করি। অত্যন্ত সাজানো লবিটা। দূরে রিসেপশনে একজন দামী পোশাক পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। সুদর্শন ভদ্রলোকের মুখে ক্লান্তির ছাপ।

ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে যাই। মুখে আনি বন্ধুত্বের হাসি। লাভ হয় না কিছু। ভদ্রলোক এমনভাবে পিছিয়ে যান যেন তার খাড়া নাকের সামনে আমি পচা মাছ ঝুলিয়ে দিয়েছি!

আমি বলি, মিস্ ক্রিডির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভদ্রলোক আমাকে কিছুক্ষণ সরু চোখে জরিপ করেন। আমার পোশাক পরিচ্ছদ সম্ভবত তাকে হতাশ করেছে।

—মিস্ ক্রিডি কী আপনাকে প্রত্যাশা করছেন?

—উঁহুঁ। ওঁকে বলুন আমার কথা। ওঁর বাবার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমার নাম লিউ ব্র্যান্ডন।

ভদ্রলোক বলেন, আগে আপনার নামটা লিখুন। এ'সময়ে দেখা করতে আসাটা ঠিক মনে হচ্ছে না।

হঠাৎ গলার স্বরটা উঁচুতে তুলি, শুনুন, আর ঝামেলা করবেন না। মিস্ ক্রিডিকে ডাকুন। উনিই ঠিক করবেন আমার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা।

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওঁর দু'চোখে যুগপৎ ভয় আর বিস্ময়। তারপর উনি কাউন্টারের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যান।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবি, ভদ্রলোক পুলিশে খবর দিলে আমি ঝামেলায় পড়বো। হেডকোয়ার্টারে ক্যাপটেন ক্যাচেন সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। আমার বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ পেলে আর দেখতে হবে না।

কয়েক মিনিট পরে ভদ্রলোক ফিরে এলেন মুখ কালো করে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, যান তিনতলায়, সাত নম্বর ফ্ল্যাটে।

সাত নম্বর ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়াই। ভেতরে রেডিও বাজছে। আমি বেল বাজাই। একটু পরে দরজা খুলে একজন বয়স্কা মহিলা জিজ্ঞেস করেন, মিঃ ব্র্যান্ডন?

—হ্যাঁ।

BanglaBook.org

একটা ছোট্ট হলঘরে প্রবেশ করি। পরিচারিকা একটা দরজা খুলে বলে, মিঃ ব্র্যান্ডন এসেছেন।

আমি এগিয়ে যাই। মেঝের ওপর কার্পেটের রঙ সাদা। মিস্ ক্রিডির পরনের পোশাক সাদা। একটা বড় রেডিওগ্রামের সামনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে লক্ষ করতে থাকে। সে বেশ লম্বা। গড়নটাও হালকা। তাকে ক্ল্যাসিক বিউটির সার্থক নির্দশন বলা যায়।

মিস্ ক্রিডির ফিগার অতুলনীয়। পরনের সাদা গাউন আর অলঙ্কার বেশ দামী। এক নজরে তাকে বিত্তবানের মেয়ে হিসেবে চিনতে ভুল হয় না।

আমি বলি, এমন সময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। জরুরী কাজ না থাকলে এ'সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতাম না।

সামান্য হাসে মিস্ ক্রিডি। বোঝা যায় না এমন হাসি বন্ধুত্বের অথবা বৈরিতার।

—আমার বাবার সম্পর্কে আলোচনার জন্যেই কী এসেছেন?

—ঠিক তা নয়। আসলে আপনার বাবার উল্লেখ না করলে হয়তো আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতেন না। স্টার এনকোয়ারী এজেন্সির প্রধান আমি। আশা করি আপনার সাহায্য আমি পাব।

মিস্ ক্রিডির ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।

—অর্থাৎ আপনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ?

—হ্যাঁ। একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

—আপনাকে সাহায্য করবো? আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন আপনাকে সাহায্য করবো?

আমি হাসার চেষ্টা করে বলি, সাহায্য তো মানুষ অন্যকে বিনা কারণেও অনেক সময় করে থাকে। আপনি যদি আমার কথা একটু শোনেন, ব্যাপারটায় আপনি উৎসাহিত হতে পারেন।

একটু দ্বিধার পর মিস্ ক্রিডি আমাকে চেয়ারে বসতে বলে। 'ঠিক আছে, আপনি বসুন।'

মিস্ ক্রিডির মুখোমুখি চেয়ারে বসি।

আমি বলি, টেলিফোনে খবর পেয়ে পাঁচদিন আগে আমার পার্টনার জ্যাক শেফি এখানে এসেছিল আমাদে সানফ্রানসিসকো অফিস থেকে। টেলিফোনে নাম বলা হয়নি। আমি তখন শহরের বাইরে ছিলাম। জ্যাক শেফি শহর ত্যাগ করে। ওর প্যাডে পাওয়া যায় আপনার বাবার নাম।

'শেফির টেলিগ্রাম পেয়ে আজ সকালে এখানে এসেছি। ওর হোটেলে গিয়ে শুনি সে বাইরে গেছে। একটু পরে পুলিশ আসে। শেফির ডেডবডিকে সনাক্ত করতে বলে। বে-বীচে একটা কেবিনের মধ্যে ওর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। শেফিকে খুন

BanglaBook.org

করা হয়েছে!'

দু'চোখ বড় বড় করে মিস্ ক্রিডি বলে, হ্যাঁ, কাগজে এই খবরটা আমি পড়েছি। উনি কি আপনার পার্টনার ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—উনি প্যাডের ওপর আমার বাবার নাম উল্লেখ করেছেন? এমনটা কেন করলেন?

—জানি না। অবশ্য যদি না আপনার বাবা আমার পার্টনারকে ডেকে থাকেন।

দু'চোখ সরিয়ে মিস্ ক্রিডি তার আঙুলের আংটি ঘোরাতে থাকে। হঠাৎ তাকে কেমন যেন অস্বস্তিকর অবস্থায় দেখায়।

—বাবা কখনও নিজে টেলিফোন করবেন না। প্রয়োজন হলে তার সেক্রেটারীকে বলতেন।

আমি বলি, হয়তো ব্যাপারটা ছিল গোপনীয়। আপনার বাবা চাননি বাইরের কেউ জানুক।

মিস্ ক্রিডি বলে, যাই হোক, এ'ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন রকম সম্পর্ক নেই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বাইরে...।

আমি বলি, আজ বিকেলে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করেছি। আমি জিজ্ঞেস করাতে উনি জানালেন যে, শেফিকে কোন কাজে তিনি নিযুক্ত করেননি। তারপর উনি ডেকে পাঠালেন হার্টজ নামে একজন মস্তানকে। আমি যদি আমার মুখ বন্ধ না রাখি—হার্টজ নাকি আমাকে উচিত শিক্ষা দেবে!

মিস্ ক্রিডির মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে বলে, আমি এখনও বুঝতে পারছি না, এ'ব্যাপারের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। আপনি যদি এখন আমাকে...।

উঠে দাঁড়ায় মিস্ ক্রিডি।

আমিও দাঁড়িয়ে বলি, জ্যাক শেফির গতিবিধির অনুসন্ধানের চেষ্টা করছি। মনে হয় সে মাসকেটার ক্লাবে প্রবেশ করেছিল। খোঁজ করছি কার সঙ্গে গিয়েছিল। ওই ক্লাবের একজন মেম্বার আপনি। আপনি যদি আমাকে ওই ক্লাবে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন—আমি কিছু খোঁজ খবর নিতে পারি।

আমার দিকে মিস্ ক্রিডি এমনভাবে তাকায় যেন ওকে চাঁদে যেতে বলছি!

মিস্ ক্রিডি বলে, উঁহুঁ, সেটা একেবারেই অসম্ভব। আমার সঙ্গে যদি আপনাকে ক্লাবে নিয়ে যাই—ক্লাব কর্তৃপক্ষ কখনও আপনাকে ক্লাবের মধ্যে খোঁজ-খবর নিতে দেবে না।

—মিস্ ক্রিডি, আমার হয়ে আপনি প্রশ্ন করলে জবাব পাবেন।

—অসম্ভব, মিঃ ব্র্যান্ডন! আপনি এখন যেতে পারেন।

আমি বলি, আপনাকে অসম্ভব কোন কিছুই করতে বলছি না। একজন লোক খুন হয়েছে। পুলিশ এ'ব্যাপারে বিশেষ কিছু করবে না। ক্যাপটেন ক্যাচেনের সঙ্গে কথা বলে

BanglaBook.org

মনে হয়েছে—আমি যেন এ'ব্যাপারে আর নাক না গলাই। মাথা ঘামালে আমার বিপদ হবে। মিথ্যে হুঁশিয়ারি উনি আমাকে দেননি।

'এক ঘণ্টা আগে কাউকে প্রশ্ন করার জন্যে লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছিলাম। এ'শহরে কেউ কেউ চাইছে জ্যাক শেফির খুনের ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যাক। শেফি ছিল আমার বন্ধু। ওর হত্যাকারীকে শাস্তি দিতে চাই। এ'ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।'

মিস্ ক্রিডি একটু এগিয়ে দেয়ালে লাগানো বেল বাজায়। তারপর বলে, এ'ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন রকম সম্পর্ক নেই। দুঃখিত, আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারছি না।

দরজা খুলে একজন পরিচারিকা ঘরে ঢোকে।

—এই যে টেসা...মিঃ ব্র্যান্ডন এখন যাবেন।

হেসে আমি বলি, আপনি অন্তত ক্যাপটেন ক্যাচেনের মতো আমাকে হুমকি অথবা আপনার বাবার মতো আমার পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দেবেন না। আমাকে সময় দেওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

বাইরে এসে মনে হলো সময়টা বৃথা যায়নি। শেফিকে কেন কাজে লাগিয়েছিলেন মিঃ ক্রিডি...আসল ব্যাপারটা জানে তাঁর মেয়ে মিস্ ক্রিডি। এর অর্থ শেফিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল মিঃ ক্রিডির সাংসারিক কোন গোপন ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্যে।

মিসেস ক্রিডির নতুন বন্ধু থ্রিসবি সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে। হয়তো এদের ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্যে শেফিকে কাজে লাগানো হয়েছিল। এবং এ'ঘটনা প্রকাশ্যে কোর্টে আলোচনা হোক কোন মতেই চান না মিঃ ক্রিডি।

গাড়িতে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করে অগ্রসর হই বে-বীচের দিকে।

দুই

এখনও মানুষজন স্নান করছে সমুদ্রে। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের জল রুপোলী বর্ণ ধারণ করেছে।

দশ মিনিটেই পৌঁছে যাই বে-বীচে। বীচের এ'জায়গাটা একটু নির্জন। পাম গাছের দীর্ঘ ছায়ায় কেবিনগুলি অন্ধকারে ডুবে।

বীচের মুখে দরজা বন্ধ। চারদিকে কেউ নেই। আমি লাফ দিয়ে রেলিং টপকে ধপ্ করে ওপাশে পড়ি নরম বালুর ওপর। কোন শব্দ হয় না।

পাম গাছের ছায়ায় সতর্ক ভঙ্গিতে আমি এগিয়ে যাই। তারপর থমকে দাঁড়াই।

এখানে কেন এলাম, সঠিক কারণ জানি না। শুধু চেয়েছি শেফি যেখানে খুন

BanglaBook.org

হয়েছে, সেই জায়গাটা আবার জরিপ করতে।

সামনে কেবিনের সারি। র‍্যানকিন হয়তো কোন পুলিশকে পাহারায় রেখে গেছে। এ'সময়ে পুলিশের খপ্পরে পড়তে চাই না। এখানে কোন শব্দ নেই। দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে এলো গাড়ির যাতায়াতের শব্দ। আর সমুদ্রের মর্মর ধ্বনি।

অবশেষে আমি এগিয়ে যাই সেই কেবিনটার দিকে যার মধ্যে খুন হয়েছে শেফি।

দরজায় ঠেলা মারি। দরজা বন্ধ। তালা লাগানো। ফ্ল্যাশ-লাইট আর সরু তার বের করি। পরীক্ষা করি তালাটা। তারের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে তালাটা খুলে ফেলি। খুলে যায় দরজাটা।

দরজার মুখে দাঁড়াতেই এক ঝলক গরম হাওয়া ঝাপটা মারে আমার মুখে। ভেতরে ঢুকে ফ্ল্যাশ-লাইটের আলোয় ঘরের চারদিকটা দেখি।

ঘরের মধ্যে একটা টেবিল, দুটো টুল আর একটা ডিভান বেড। কোণের দিকে যেখানে খুন হয়েছিল শেফি—মেঝের ওপর সেখানে কালো দাগ।

উল্টো দিকে দুটো দরজা। পোশাক পরিবর্তনের জন্যে দুটো দরজা। একটা ব্যবহার করেছে শেফি। অন্যটায় ছিল সেই মেয়েটা যাকে সঙ্গে করে এনেছিল শেফি।

মেয়েটা কী শেফিকে বিপদে ফেলার জন্যে ব্যবহৃত? শেফি সহজেই মেয়েদের ফাঁদে পা দিত। শেফির মৃত্যুর সঙ্গে মিঃ ক্রিডির কোন রকম সম্পর্ক নেই? অথবা শেফি কি কোন মস্তানের প্রেমিকার সঙ্গে প্রেম করার সময় ধরা পড়েছে?

বোঝা যায় কেন মেয়েটি হঠাৎ পোশাক ছেড়ে চলে যায়। যদি মস্তানটি আচমকা হানা দেয়? শেফিকে যখন খুন করছিল মস্তানটি—সেই ফাঁকে পালিয়ে গেছে মেয়েটি। কিন্তু সাহায্য চায়নি কেন মেয়েটি? শেফিকে যখন খুন করছিল মস্তানটি কাউকে ডাকলো না কেন সে?

অথবা মেয়েটি নিজেই কি খুন করেছে শেফিকে?

পোশাক পরিবর্তনের ঘরে ঢুকি আমি। ছোট্ট ঘর। ফ্ল্যাশ-লাইটের আলোয় ঘরটাকে দেখি। মনে মনে ভাবি এই ঘরটাই ব্যবহার করেছে কিনা শেফি। এখানে কিছু আবিষ্কারের আশা করিনি। পুলিশ আগেই খোঁজাখুঁজি করেছে। কিছুই নেই এখানে।

বাইরে এলাম। মনে হলো সময় নষ্ট করেছি। হঠাৎ অন্ধকার কেবিনে দাঁড়িয়ে মনে হলো আমি একা নই। স্থির হয়ে দাঁড়াই। কান পেতে শুনি। বুকের ধক্-ধক্ শব্দ টের পাই।

অনেকক্ষণ কোন শব্দ শুনি না। মনে হয় কল্পনা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আবার একটা শব্দ শুনি। হালকা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। কাছাকাছি কোথাও কেউ দাঁড়িয়ে।

যদি বাইরে কোন রকম শব্দ না থাকতো এবং আমি কান পেতে না শুনতাম—কাছে দাঁড়ানো শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্পষ্ট শব্দ আমার কানে আসতো না।

টের পাই ঘাড়ের রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছে। এখন মনে হচ্ছে সঙ্গে একটা

BanglaBook.org

রিভলবার থাকা উচিত ছিল। দু'পা পিছিয়ে পোশাক পরিবর্তনের ঘরের দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াই এবং ফ্ল্যাশ-লাইটের বোতাম টিপি।

কেউ নেই। আবার কান পেতে শুনি রাস্তায় কে যেন দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। ফ্ল্যাশ-লাইটের আলো ফেলি পোশাক পরিবর্তনের দ্বিতীয় ঘরটার দিকে। তারপর এগিয়ে যাই। আস্তে আস্তে দরজার হাতল ঘোরাই। দরজাটা খুলে যায়।

ঘরের মধ্যে ফ্ল্যাশ-লাইটের আলো ফেলি। মেঝের ওপর সে বসে। ওর পরনে সাঁতারের নীল পোশাক। ওর দু'চোখের দৃষ্টি ফাঁকা। বাম বাহু বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে শুকনো রক্তের ধারা।

মেয়েটি সুন্দরী। মাথায় একরাশ কালো নরম চুল। চব্বিশ-পঁচিশের বেশি বয়স হবে না। এই বয়সে এমন মর্মান্তিক মৃত্যু ভাবা যায় না!

আস্তে আস্তে মেয়েটির দেহ এক দিকে গড়িয়ে পড়ে।

আমি নড়তে পারি না। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকি।

তিন

একপাশে পড়ে আছে মেয়েটি। নরম কালো চুলে ওর মুখ ঢাকা। ওর কাছাকাছি মেঝের ওপর পড়ে আছে প্লাস্টিকের হ্যান্ডেল-লাগানো একটা আইস্-পিক। শেফির মতো এই মেয়েটার মৃত্যুও হয়েছে একইভাবে। তফাত এটুকু হলো যে, শেফির মৃত্যু হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে আর মেয়েটি মরেছে অসীম যন্ত্রণা নিয়ে।

মেয়েটির চেহারা আর পোশাক ভালো। চুল শ্যাম্পু করা। হাতের নখ মসৃণভাবে কাটা। অবশ্য এর দ্বারা কিছুই বোঝা যায় না। মেয়েটি ধনী অথবা গরিব হতে পারে। মডেল হতে পারে সে। অথবা এই শহরের অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষদের একজনও হতে পারে।

হুঁ, গ্রীভস্ এই মেয়েটির কথাই উল্লেখ করেছে। এই মেয়েটিই হোটেলে গিয়েছিল শেফিকে ডাকতে। ওর চুল ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলাম একটা ব্যাপারে। স্বর্ণকেশী নয় সে। অবশ্য এ'ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল গ্রীভস। মস্ত বড় ভুল ধারণা করেছিল সে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াই।

অসম্ভব গরম লাগছে এই ছোট্ট ঘরটায়। ঘামে জামাকাপড় ভিজে একাকার। বড় ঘরের দিকে পা বাড়াই।

হঠাৎ চোখ পড়ে আর একটা দরজার দিকে। সম্ভবতঃ পাশের কেবিনে যাওয়া যায়। দরজাটা বন্ধ। ধাক্কা খাই আমি। এখন বুঝতে পারি এই দরজা দিয়ে খুনী যাতায়াত

BanglaBook.org

করেছে। খুনী পাশের কেবিনে অপেক্ষা করেছে আমার চলে যাওয়ার জন্যে। এই মুহূর্তে সঙ্গে একটা রিভলবারের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অনুভব করি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে দরজায় কান পাতি। অনেকক্ষণ কোন শব্দ শুনি না। দরজার হাতল ধরে টানি। ওপাশ থেকে দরজাটা বন্ধ। খুনী কি পাশের কেবিনে এখনও আছে?

পিছিয়ে এলাম। গলা শুকিয়ে যায়। সম্ভবত খুনীর কাছে বাড়তি আইস্-পিক নেই। সঙ্গে রিভলবার থাকতে পারে।

দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। আঁৎকে উঠি। পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে আসছে দ্রুতবেগে।

ওরা এখানে খেলা করতে আসছে না।

ফ্ল্যাশ-লাইট বন্ধ করে রুমাল দিয়ে দরজার হাতল মুছি। হাতের ছাপ রেখে গেলে রক্ষে নেই। কাজ শেষ হলে দরজা খুলে এদিক-সেদিক তাকাই।

এখনও সম্পূর্ণ নির্জন সমুদ্র-সৈকত। পাম গাছের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা যায় কিনা একবার ভাবি।

পুলিশের সাইরেনের শব্দ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। যে পথ দিয়ে এসেছি—সে পথে ফিরলে পুলিশের মুখোমুখি হবো। আর পাম গাছের ওপর সার্চ-লাইট ফেলবে পুলিশ। সুতরাং পালাতে হবে সী-বীচ ধরে।

ছোটার অভ্যাস আমার আছে। সুতরাং আর দ্বিধা নয়। বালুর ওপর দিয়ে আমি ছুটি। পেছনে তাকাই না। পুলিশের সঙ্গে দূরত্ব হাজার গজের বেশি। ওরা গুলি ছুড়তে দ্বিধা করবে না। চাঁদের আলোয় আমাকে দেখা অসম্ভব নয়।

কতক্ষণ ছুটেছি খেয়াল নেই। বালুর ওপর ছোটাও কষ্টকর। সমুদ্রের ধারে পৌঁছে হাঁপাতে থাকি। বালুর ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকি। অনেকক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নেই।

কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াই। দূরে কেবিনের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে। একটু পরে কেবিনের দরজা খুলে আর একজন পুলিশ বেরিয়ে এলো।

একটু পরে সমস্ত বীচে পুলিশ গিজ্‌গিজ্ করবে। যদি আমাকে এখানে দেখতে...আমি আর বেশি ভাবতে পারি না। ক্যাপটেন ক্যাচেন আমাকে পেলে রক্ষে নেই। আমার ওপর অত্যাচারের সীমা থাকবে না।

আবার আমি ছুটতে শুরু করি।

অবশেষে আমি গাড়ির কাছে পৌঁছে যাই।

দশ মিনিট গাড়ি চালাই। স্নানের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় পুলিশের সংখ্যা অনেক বেশি। মানুষজনের অনেক ভিড়। একই জায়গায় দুটো খুন হয়ে গেছে।

আরও চারটে পুলিশের গাড়ি এলো। একটা গাড়ি থেকে নেমে কেবিনের দিকে যাচ্ছে লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিন দ্রুত বেগে।

আর দাঁড়াই না আমি। গাড়ি চালিয়ে ফিরি হোটেলে।

BanglaBook.org

হোটেলের পার্কিং-লটে গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়াই। একটা কাপড় দিয়ে গাড়ির টায়ার এবং বডির ওপর থেকে বালুর চিহ্ন মুছে ফেলি।

এখন মধ্যরাত।

নাইট ক্লার্ক হেসে আমার হাতে চাবি দেয়। সে গল্প করতে চায়। কিন্তু আমি গল্পের মেজাজে নেই। চাবি হাতে এগিয়ে যাই লিফ্টের দিকে।

লিফ্টের অপেক্ষায় থাকার সময় নাইট ক্লার্ক ডাক দেয়, মিঃ ব্র্যান্ডন, আপনার ফোন। আপনার ঘরে লাইন দেব অথবা বুথে গিয়ে ধরবেন?

বুথেই টেলিফোন ধরবো।

এ'সময় কে ফোন করতে পারে? ফোন বুথে ঢুকে রিসিভার তুলে বলি, হ্যালো।

—মিঃ ব্র্যান্ডন কথা বলছেন?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। নিচু গলা।

—হ্যাঁ।

—মারগট ক্রিডি কথা বলছি।

—আমাকে ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ মিস্ ক্রিডি।

মিস্ ক্রিডি বলে, মাসকেটার ক্লাব থেকে কথা বলছি। ভিজিটারস্ বুকে কিন্তু মিঃ শেফির নাম নেই।

—শেফি হয়তো অন্য নাম ব্যবহার করেছে।

—এমন চিন্তা আমার মনেও এসেছে। কিন্তু গেটম্যান বলেছে গত কয়েক মাসে লাল চুলের কোন লোককে ক্লাবে প্রবেশ করতে দেখেনি। গেটম্যানের এসব ব্যাপারে কোন ভুল হয় না। যদি মিঃ শেফি ক্লাবে ঢুকতেন—গেটম্যান নিশ্চয়ই তা মনে রাখতো।

জ্যাক শেফির লাল চুল ছিল কিনা মনে করার চেষ্টা করি। হুঁ, খবর কাগজে এর উল্লেখ ছিল।

আমি বলি, তাহলে দেখা যাচ্ছে, শেফি ক্লাবে যায়নি।

—কেন আপনার মনে হচ্ছে উনি ক্লাবে গিয়েছিলেন?

—ওর স্যুটকেসে ক্লাব থেকে আনা একটা ম্যাচ-ফোল্ডার দেখেছি।

—হয়তো কেউ ওঁকে দিয়েছে।

—হ্যাঁ...ঠিক আছে, আমাকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ।

ফোনের লাইন কেটে যায়। ফোন বুথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে থাকি—মিস্ ক্রিডি আমাকে সাহায্য করার জন্যে মত পরিবর্তন করলেন কেন?

ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে আমি লিফ্টের দিকে এগিয়ে যাই। হুঁ, জ্যাক তাহলে ক্লাবে যায়নি। মিস্ ক্রিডির কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। যতদূর জানি শেফির সঙ্গে কোন দামী পোশাক ছিল না। সুতরাং সাধারণ পোশাক পরে ক্লাবে ঢুকতে গেলে

BanglaBook.org

ডোরম্যান বাধা দিত।

তাহলে শেফি ম্যাচ-ফোল্ডারটা কোত্থেকে পেয়েছিল?

শোবার ঘরে আমি ঢুকি। দরজা বন্ধ করে মাথার টুপি বিছানায় রেখে শেফির স্যুটকেস থেকে ম্যাচ-ফোল্ডারটা বের করি। এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাচ-ফোল্ডারটাকে লক্ষ করতে থাকি। এর গায়ে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। বিজ্ঞাপনটা এমন ভাষায় লেখা ঃ

"মারকাস হ্যানের স্কুল অব সিরামিক্স—দেখতে ভুলবেন না।

অ্যারো পয়েন্ট। সেন্ট রাফায়েল সিটি।"

ম্যাচ-ফোল্ডারের মধ্যে কুড়িটা ম্যাচ। একটা ম্যাচ টুক্‌রো করে ফেলি। কোড নম্বর চোখে পড়ে ঃ সি ৪৫১১৩৬।

ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। মাথা গরম হয়ে ওঠে। ম্যাচ-ফোল্ডারটা আমি পকেটে রাখি।

রাত প্রায় একটা। সারাদিন অনেক ধকল গেছে। এখন সকালের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ভাগ্য সহায় থাকলে সী-বীচে খুন হওয়া মেয়েটার পরিচয় খবর কাগজে কাল সকালে জানা যাবে।

বিছানায় শুতে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াই। দরজায় শব্দ হয়। এই শব্দ আমার জানা। হোটেলের কোন কর্মী ডাকছে না। হ্যাঁ, পুলিশ দরজায় নক্ করছে।

সী-বীচে কি পুলিশ আমাকে দেখে ফেলেছে? কেবিনের মধ্যে কি আমি কোন হাতের ছাপ রেখে এসেছি?

আবার দরজায় শব্দ। ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, দরজা খুলুন! আমরা জানি আপনি ভেতরে আছেন।

পকেট থেকে ম্যাচ-ফোল্ডারটা বের করে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে দরজা খুলি।

ক্যান্ডি দাঁড়িয়ে। চুইংগাম চিবুচ্ছে। ওর দু'চোখের ভাব ক্রুদ্ধ। ওর পেছনে দাঁড়ানো সাদা পোশাকের বিরাট চেহারার দু'জন পুলিশ।

ক্যান্ডি ক্লান্ত গলায় বলে, চলুন ক্যাপটেন ক্যাচেন ডাকছেন আপনাকে।

—কী ব্যাপার? আমি নড়ি না।

—উনি বলবেন। যাবেন না জোর করে নিয়ে যেতে হবে?

কোন উপায় নেই। বিছানার ওপর থেকে টুপি তুলে এগিয়ে যাই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক

পুলিশ-পরিবৃত হয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি—এই দৃশ্য দেখে নাইট ক্লার্ক হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেল। এরপর হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাকে রাস্তা দেখাবে!

এবার ক্যাপটেন ক্যাচেনের হাত থেকে সহজে ছাড়া পাব না। আগের বার উনি আমাকে রীতিমতো হুমকি দিয়েছেন।

সাদা পোশাকের দু'জন পুলিশ সামনের সিটে বসেছে আর পেছনের সিটে ক্যান্ডির পাশে বসেছি আমি।

অন্ধকারে ক্যান্ডির মুখ দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি ছুটে চলেছে বেগে। আমি জিজ্ঞেস করি, ধূমপান করবো?

—না করলেই ভালো। আপনাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে।

—কী চান ক্যাপটেন ক্যাচেন?

ক্যান্ডি বলে, আপনি যখন জানেন না, আমি কিভাবে জানবো?

জানলার বাইরে তাকাই। নিজেকে অসুখী মনে হলো। হয়তো সী-বীচে আমাকে কেউ দেখে ফোনে আমার চেহারার বর্ণনা জানিয়েছে। এবার আর ক্যাপটেন ক্যাচেন সহজে আমাকে রেহাই দেবেন না।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের বাইরে গাড়ি থামে। গাড়ি থেকে নেমে ক্যান্ডি পকেট থেকে একজোড়া হাতকড়ি বের করে।

—আমার কোন উপায় নেই। ক্যান্ডি যেন একটু ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে, আপনাকে এভাবেই নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে।

দুটো হাত এগিয়ে জিজ্ঞেস করি, আমাকে কী গ্রেপ্তার করছেন?

—আমি কিছুই করছি না। আমি শুধু ক্যাপটেনের আদেশ পালন করছি।

ক্যান্ডিকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাই। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক্ করে ক্যান্ডি। তারপর দরজা খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে ক্যাপটেন ক্যাচেন, লেফ্‌টেনান্ট র‍্যানকিন এবং পাতলা চেহারার লম্বা একটা লোক।

ক্যান্ডি বলে, ক্যাপটেন, ব্র্যান্ডনকে নিয়ে এসেছি।

একটু এগিয়ে যাই। তারপর দাঁড়াই।

জানালার সামনে ক্যাপটেন দাঁড়িয়ে। ওঁর মুখ রাগে থমথম করছে। খাঁচায়-পোরা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ওঁর দু'চোখের দৃষ্টি।

একটা চেয়ারে বসা র‍্যানকিন। মাথায় টুপি দু'চোখের ওপর টানা। ওর মুখে জ্বলন্ত

BanglaBook.org

সিগারেট। সে আমার দিকে তাকায় না।

অপরিচিত লম্বা লোকটি নিরাসক্ত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকায়। সে নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, এই লোকটার দু'হাতে হাতকড়ি কেন, ক্যাপটেন?

ক্যাচেনের যেন হঠাৎ নিঃশ্বাস ছাড়তে কষ্ট হয়।

গজ্‌গজ্‌ করে ক্যাপটেন জবাবে বলেন, আমার গ্রেপ্তারের ভঙ্গি যদি আপনার পছন্দ না হয়—কমিশনারের সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারেন।

জেরার ভঙ্গিতে লোকটা জিজ্ঞেস করে, একে কি তাহলে গ্রেপ্তার করেছেন?

লোকটাকে আমার ক্রমশ ভালো লাগছে।

ক্যান্ডির দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে ক্যাপটেন আদেশ দেন, এর দু'হাত থেকে হাতকড়ি খুলে নাও!

ওদের দিকে পেছন ফিরে ক্যান্ডি আমার হাতকড়ি খুলে দেয়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। সে সরে গেলে আমি দু'হাতের কবজি ধরে নাড়াচাড়ার ভান করি।

লোকটা বলে, মিঃ ব্র্যান্ডন, আপনি বসুন। আমার নাম হোল্ডিং...ডিস্ট্রিক্ট এটর্নির অফিস থেকে এসেছি। ক্যাপটেন ক্যাচেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান শুনে আমিও এসেছি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে।

নিজেকে একটু চাঙ্গা মনে হচ্ছে।

আমি বলি, মিঃ হোল্ডিং...আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি খুশি। আমি নিরাপত্তা চাই। আজকেই একটু আগে ক্যাপটেন আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।

হোল্ডিং বলে, ক্যাপটেন আইনবিরুদ্ধ কিছু করবেন না।

আমি হেসে বলি, হয়তো ক্যাপটেনের রসিকতাবোধ প্রখর। আমি কিন্তু ওঁর কথা হালকাভাবে গ্রহণ করিনি।

জানালা থেকে সরে আমার দিকে গর্‌গর্‌ শব্দে এগিয়ে আসেন ক্যাপটেন। এখন ওঁকে গরিলার মতো ভয়ঙ্কর দেখায়।

হঠাৎ কঠিন গলায় হোল্ডিং বলে, ক্যাপটেন, আপনি প্রশ্ন শুরু করবেন না আমি?

থামেন ক্যাপটেন। তারপর খেঁকিয়ে ওঠেন, আপনিই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করুন। কমিশনারের সঙ্গে আমি কথা বলবো। আপনার অফিস থেকে আমার কাজে বড্ড বেশি নাক-গলানো হচ্ছে!

আমার পাশ কাটিয়ে ক্যাপটেন দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

ক্যান্ডি জিজ্ঞেস করে, মিঃ হোল্ডিং, আমাকে কি এখানে থাকতে হবে?

—দরকার নেই, সার্জেন্ট।

ক্যান্ডিও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

একটা চেয়ার দেখিয়ে হোল্ডিং বলে, এখন আপনি বসবেন কী?

BanglaBook.org

চেয়ারে বসতে বসতে আমি র‍্যানকিনের দু'চোখের দিকে তাকাই। কিছুই বুঝতে পারি না ওর তাকানোর ভঙ্গি দেখে।

হোল্ডিং বলে, এ'মাসের শেষে ক্যাপটেন ক্যাচেন অবসর নিচ্ছেন। ওঁর জায়গায় ক্যাপটেন হচ্ছেন লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিন।

আমি বলি, আমার অভিনন্দন জানবেন, লেফ্‌টেন্যান্ট।

মুখ খোলে না র‍্যানকিন।

হোল্ডিং বলতে থাকে, এই তদন্তের সম্পূর্ণ ভার পড়েছে লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিনের ওপর। বে-বীচে দুটো মার্ডার কেসের উল্লেখ করছি আমি।

এর মধ্যে ফাঁদ পাতা আছে কিনা কে জানে!

দ্রুত আমি চিন্তা করি। কেবিনে হয়তো আমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। অথবা চলে আসার সময় কেউ আমাকে দেখে ফেলেছে।

আমি বলি, এখন যখন জানতে পেরেছি যে লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিন এই কেসের তদন্ত করছেন—আমি একটি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত। ক্যাপটেন ক্যাচেনের হুমকির জন্যে আমি মুখ খুলতে পারিনি। মেয়েটাকে যখন মৃতাবস্থায় আবিষ্কার করি—আমার মনে হয়েছিল ক্যাপটেন আমাকে খুনের সঙ্গে জড়াতে পারেন।

হোল্ডিংকে একটু শান্ত দেখায়। সে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনাকেই কেবিনে ঢুকতে দেখা গেছে?

—জানি না। কিন্তু আমি কেবিনে ঢুকে মেয়েটাকে মরতে দেখি।

—মেয়েটা কিছু বলেছে?

—উঁহুঁ। ওকে দেখার পর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও মারা যায়।

একটা নোটবুক বের করে র‍্যানকিন জিজ্ঞেস করে, প্রথম থেকে শুরু করলে হয় না? আপনি ওখানে গিয়েছিলেন কেন?

আমি জবাবে বলি, বিশেষ কোন কারণ ছিল না। জায়গাটাকে ভালোভাবে দেখতে চেয়েছিলাম।

আমার কথা র‍্যানকিন কতটা বিশ্বাস করলো জানি না। সে জিজ্ঞেস করে, কখন আপনি ওখানে গিয়েছিলেন?

সব খুলে বলি র‍্যানকিনকে। আমি যা দেখেছিলাম তার যথাযথ বর্ণনা দিলাম।

হোল্ডিংয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে র‍্যানকিন। হঠাৎ ওর মুখের ভাব বদলে যায়। হাসি দেখা যায় মুখে।

র‍্যানকিন বলে, আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। হয়তো আপনার জায়গায় আমিও তাই করতাম কিন্তু আর এ'রকম করবেন না।

র‍্যানকিন একটু থেমে আবার বলে, বুঝতে পারছেন আপনি কতটা লাকি ছিলেন? খুনের দায়ে আপনি জড়াতে পারতেন। কিন্তু ডাক্তারের অভিমত হলো আপনি কেবিনে

BanglaBook.org

ঢোকার দু'ঘণ্টা আগেই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিল।

—মেয়েটা যে ওখানে রয়েছে, আপনার লোকেরা কিভাবে জানতে পেরেছে?

—আপনাকে কেবিনে ঢুকতে কেউ দেখেছে। সে নাকি ঘটনাস্থলে যায়। তারপর সে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে খবর দেয়।

আমি বলি, খুনীর কোন রকম সন্ধান নেই, কী বলেন?

মাথা নাড়ে র‍্যানকিন।

তারপর আমি মোক্ষম প্রশ্ন করি, মেয়েটার পরিচয় জানেন?

সিগারেট নিভিয়ে র‍্যানকিন তাকায় হোল্ডিংয়ের দিকে। হোল্ডিং কাঁধ নেড়ে বলে, মনে হয় এই মেয়েটাই আজ সকালে হোটেলে গিয়েছিল শেফিকে ডাকতে। সকাল এগারোটা থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কি করেছিল—ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য নয়। শেফির সঙ্গে দেখা করার সময় ওর পরনে ছিল সাঁতারের পোশাক। মৃত্যুর সময়ও ছিল সেই পোশাক।

—এখনও কি ওকে আপনারা শনাক্তকরণ করতে পারেননি?

—থেলমা নামে একটা মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে বাড়িউলি জানিয়েছে। মেয়েটাকে শনাক্তকরণ করেছে বাড়িউলি। যাই হোক, আমরা মেয়েটা সম্পর্কে আরও খোঁজ খবর নিচ্ছি। যার প্রতিষ্ঠানে মেয়েটা কাজ করতো সে এসে যাবে এখুনি।

—লোকটা কে?

র‍্যানকিন বলে, লোকটার নাম মার্কাস হান। লোকটা দু'নম্বর কারবার চালায় 'স্কুল অব সিরামিক্স' নামের আড়ালে। লোকটার শো রুমে কাজ করতো মেয়েটা।

দুই

আমাকে মনস্থির করতে হবে ম্যাচ-ফোল্ডার সম্পর্কে কিছু জানাবো কিনা। স্কুল অব সিরামিকসের সঙ্গে এর যোগসূত্র আছে। হয়তো এখনই সব বলার সময় আসেনি। বস্তুত, র‍্যানকিন কতটা কি করতে পারবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হাতের সব তাস দেখানো ঠিক হবে না।

র‍্যানকিন বলে, আমাদের জানা দরকার শেফির সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল। মনে হয় মেয়েটার বয়ফ্রেন্ডই ওদের দু'জনকে খুন করেছে।

আমি বলি, মেয়েটার সত্যিই কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল কিনা সেটা খুঁজে বের করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে র‍্যানকিন বলে, হয়তো মার্কাস হান কিছু জানতে পারে। এখন আমার মর্গে যাওয়া দরকার। ওখানে যে-কোন মুহূর্তে উপস্থিত হবে মার্কাস হান।

BanglaBook.org

হোল্ডিং বলে, ঠিক আছে...আপনি তাহলে ওখানে যান।

আমি ওঠার চেষ্টা করি। কিন্তু হোল্ডিং বাধা দিয়ে বলে, আপনি উঠবেন না, আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে।

র‍্যানকিন আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বজায় থাকে অনেকক্ষণ। হোল্ডিং পাইপে তামাক ভরতে শুরু করে। আমিও পকেটে হাত ঢোকাই সিগারেট বের করার জন্যে।

আমার দিকে না তাকিয়ে হোল্ডিং প্রশ্ন করে, আজ সকালে ক্যাপটেন ক্যাচেনের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?

—হ্যাঁ, কথাই বলতে পারেন। তবে এক তরফা কথাবার্তায় আমি নিজেকে সংযত রেখেছি। গালে চড় খেয়েছি...অবশ্য এ'ব্যাপারে কোন অভিযোগ করছি না।

আমার দিকে তাকিয়ে হোল্ডিং জিজ্ঞেস করে, লী ক্রিডির নাম করেছেন ক্যাপটেন ক্যাচেনের কাছে?

—হ্যাঁ।

—আপনার কী ধারণা কোন কাজের জন্যে শেফিকে নিযুক্ত করেছিলেন ক্রিডি?

—হ্যাঁ।

ভ্রু কুঁচকে হোল্ডিং বলে, কিন্তু এ'সম্পর্কে আপনার হাতে কোন প্রমাণ আছে?

—টেলিফোনে কথা বলার সময় প্যাডের ওপর ক্রিডির নাম লিখেছিল শেফি। টেলিফোনের অপর প্রান্তে কথা বলা লোকটা শেফিকে এখানে আসতে বলেছে। কথা বলার সময় প্যাডে নাম লেখা শেফির অভ্যাস। ক্রিডি যদি শেফিকে কাজে না লাগাতেন—ওর নাম প্যাডে কখনও লিপিবদ্ধ করতো না শেফি।

—এমনও হতে পারে ক্রিডি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্যে কেউ টেলিফোনে শেফির সঙ্গে কথা বলেছিল। এ'ব্যাপারটা কখনও ভেবে দেখেছেন?

—ভেবেছি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়।

এরপর আমি হোল্ডিংকে জানাই কিভাবে ক্রিডির সঙ্গে দেখা করেছি। ক্রিডি আমাকে ভয় দেখিয়েছেন। শহর ত্যাগের হুমকি দিয়েছেন। জানাই কিভাবে ফালটন এবং আমি হার্টজের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি।

চুপচাপ শুনতে থাকে হোল্ডিং। ওর মুখ দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই।

সবশেষে আমি বলি, হ্যাঁ, শেফিকে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন ক্রিডি। এখন শেফি খুন হয়েছে। আর ক্রিডি চান ব্যাপারটা যেন ধামাচাপা পড়ে যায়।

হোল্ডিং বলে, আপনি চান শেফির খুনী ধরা পড়ুক, তাই না?

—নিশ্চয়ই।

হোল্ডিং বলে, যখন জানতে পারি আপনি এখানে এসে ক্যাপটেন ক্যাচেনের সঙ্গে কথা বলেছেন—সানফ্রানসিসকোতে ডিস্ট্রিক্ট এটর্নির অফিসে আপনার সম্পর্কে খোঁজ

BanglaBook.org

নিয়েছি। মনে হচ্ছে আপনার পরিচালিত এনকোয়ারী এজেন্সির সুনাম আছে।

একটু থেমে হোল্ডিং আবার বলতে থাকে, আরও জেনেছি আপনি কয়েক বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নির অফিসে।

দাঁত বের করে হেসে বলি, নিশ্চয়ই ডিষ্ট্রিক এটর্নি নিজে এসব বলেননি।

সামান্য হেসে হোল্ডিং জবাব দেয়, সহকারীর কাছে সব শুনেছি। আপনি নাকি অবাধ্য ছিলেন কিন্তু যদি আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হতো সেক্ষেত্রে তদন্তের ব্যাপারে আপনি কাজ দেখাতেন।

আমি নীরবে তাকাই হোল্ডিংয়ের দিকে।

হোল্ডিং জিজ্ঞেস করে, শেফির খুনের তদন্তের ব্যাপারে আপনি কী ভাবছেন?

—আমি নিজে খুনীকে ধরার চেষ্টা করছি।

—কিন্তু আপনার দরকার নিরাপত্তা নইলে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবেন না।

—জানি।

—নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে পারে। চোয়াল চুলকে হোল্ডিং বলে, অবশ্য এ'ব্যাপারে সম্পূর্ণ গ্যারান্টি নেই।

—ক্যাপটেন ক্যাচেনকে সামলাতে পারলে আর কিছু চাই না। হার্টজের মোকাবিলা আমি একাই করতে পারবো।

—ক্যাচেনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু হার্টজকে এত ছোট করে দেখবেন না।

—ছোট করে দেখছি না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে হোল্ডিং বলে, মিঃ ব্র্যান্ডন...আজকের কথাবার্তা এখানেই শেষ হোক। অনেক রাত হয়েছে।

মাথা নেড়ে আমি বলি, আমাকে আপনি সাহায্য করছেন কেন?

সতর্ক ভঙ্গিতে জবাব দেয় হোল্ডিং, ব্যাপারটা অন্য ভাবে ভাবুন। আপনার পার্টনার খুন হয়েছে। আপনি আলাদাভাবে তদন্ত করছেন।

আমি একটু চড়া গলায় বলি, ভনিতা না করে আসল কথাটি বলুন!

একটু চিন্তা করে হোল্ডিং বলে, আমার বিশ্বাস পুলিশ তদন্ত করলে কিছু লাভ হবে না। যদি এমনটা হতো যে, কোন মস্তান তার বান্ধবীর সঙ্গে শেফিকে ফষ্টিনষ্টি করার সময় ধরে ফেলে এবং দুজনকে খুন করে—সেক্ষেত্রে পুলিশ খুনীকে ধরতে পারতো। কিন্তু ব্যাপারটা আরও গভীরে। আর যদি এর সঙ্গে জড়িত থাকেন ক্রিডি—তাহলে তদন্ত করে বিশেষ কোন লাভ হবে না।

—ফলে আপনি এ'ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত, তাই না?

খরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে হোল্ডিং বলে, ঠিক আছে...আপনাকে আমি সব খুলে বলছি।

—হ্যাঁ, সব খুলে বলুন।

BanglaBook.org

হোল্ডিং বলতে শুরু করে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটবে। বিরোধীরা সুযোগ খুঁজছে যাতে এই শহরের ওপর ক্রিডির আধিপত্য খর্ব করা যায়। শেফির খুনের সঙ্গে যদি ক্রিডি কোনভাবে জড়িত থাকেন—বিরোধীরা সেই সুযোগ পেয়ে যাবে। বর্তমান প্রশাসন জনপ্রিয় না হলেও প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং কোন স্ক্যান্ডাল খুঁজে পেলে বিরোধীরা সেটাকে অবলম্বন করে কাজে লাগাবে।

আমি বলি, মিঃ হোল্ডিং...ধরে নিতে পারি আপনি বিরোধী শিবিরের লোক, তাই না?

পাইপ হাতে নিয়ে হোল্ডিং জবাবে বলে, আমি স্বাধীনতা এবং ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাসী।

—বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে সম্ভবত আপনি হবেন নতুন ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি?

—সম্ভবত। কিন্তু বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে তার কোন রকম সম্পর্ক নেই।

—ক্রিডিকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন কে?

—ওভাবে ব্যাপারটা দেখা ঠিক হবে না। ক্রিডির সঙ্গে সরাসরি লড়াই হবে জজ হ্যারিসনের। প্রশাসনে যারা সংস্কার চান—তাদের হয়ে নির্বাচনে লড়বেন জজ হ্যারিসন।

—এই শহরের মানুষজন কি কিছুটা সংস্কার চান?

—নিশ্চয়ই।

—এর মধ্যে র‍্যানকিনের ভূমিকা কী?

হোল্ডিং বলে, যদি শেফির খুনের তদন্ত প্রশাসনের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, র‍্যানকিন বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারবে না। জেনে রাখুন, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে ক্রিডির বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

আমি বলি, র‍্যানকিনও ক্যাপটেন হওয়ার আশা করছে এবং নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখতে চায়। সুতরাং বলির পাঁঠা হবো আমি, তাই না?

—জজ হ্যারিসনের কিছুটা প্রভাব আছে। বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্র আছে আমাদের হাতে। অবশ্য তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

—ক্রিডি এবং হার্টজের ব্যাপারটা ভাবা দরকার।

—আপনি হার্টজকে সামলাবেন।

—তা পারবো। কিন্তু আমার কাজের ধারাটা একটু অন্য রকম হবে।

—সে আপনার ব্যাপার। আমি জানতে চাই না।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে আমি বলি, ঠিক আছে...দেখা যাক আমি কী করতে পারি। অনুসন্ধান আমি চালিয়ে যাব। তারপর নথিপত্র পেশ করবো আপনার কাছে। আপনি পুলিশ কমিশনারের ওপর চাপ দিয়ে খুনীকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করবেন। ঠিক আছে?

হোল্ডিংকে একটু খুশি দেখায়। সে বলে, যথেষ্ট ন্যায়। সবচেয়ে ভালো হয়ে আপনার অনুসন্ধানের বিস্তারিত খবর আপনি তুলে দেবেন সেন্ট রাফায়েল কুরিয়র কাগজের

BanglaBook.org

সম্পাদকের হাতে। সম্পাদক এমন খবর ছাপাতে চায় যাতে প্রশাসন কেঁপে ওঠে। খবর কাগজে ছাপা হওয়ার পর পুলিশ কমিশনার চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন না।

আমি হেসে বলি, সেক্ষেত্রে আপনার এবং র‍্যানকিনের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, কী বলেন?

আমার কথা পছন্দ হয় না হোল্ডিংয়ের। সে বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রশাসন...।

—থাক, আর বলতে হবে না। আমি উঠে দাঁড়াই, ব্যাপারটা আমি দেখেছি। জজ হ্যারিসনের জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি অনুসন্ধান চালাবো কেননা আমার পার্টনার খুন হয়েছে। আমি চাই অপরাধীর শাস্তি হোক।

মাথা নেড়ে হোল্ডিং বলে, হুঁ...আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি।

আমি আরও বলি, যদিও আমার পার্টনারের খুনের ব্যাপারে আমি স্পর্শকাতর কিন্তু চিরকাল আমি হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারবো না। আমার অনুসন্ধানের ফলে যদি আপনার সমর্থকরা প্রশাসনে ক্ষমতা পায়—আশা করবো তারা আমার খরচ মেটাবে।

—সে ব্যবস্থা হবে। কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে এই খুনের সঙ্গে ক্রিডি জড়িত কিনা।

—সেটার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আমি কি কারুর সাহায্য আশা করতে পারি?

—র‍্যানকিনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। ওর বাড়িতে ফোন করবেন। ওর সব সাহায্য আপনি পাবেন।

—সম্পাদকের নামটা কী?

—রালফ ট্রয়। ওকে বিশ্বাস করতে পারেন। ওকে প্রমাণ সহ খবর দেবেন—ও কাগজে ছাপবে।

হোল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলি, আগে আমাকে খবর যোগাড় করতে দিন। দেখা যাক না কতদূর অগ্রসর হতে পারি।

—সাবধানে থাকবেন।

তিন

বাইরে বসে মনে হলো মার্কাস হানকে এক পলক দেখা যাবে কিনা। ওকে দেখার কৌতূহল মনে মনে টের পাই।

মর্গের অবস্থানটা কোথায় এবং লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিন এখনও আছে কিনা—ডেস্ক সার্জেন্টের কাছে জানতে চাই।

ওর নির্দেশ মতো এগিয়ে যাই। উঠোন অন্ধকার। একটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাই।

BanglaBook.org

টেবিলের ওপর থেলমার ডেডবডি। সাদা চাদরে সমস্ত শরীর ঢাকা। কাছেই দাঁড়ানো র‍্যানকিন। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন লোক। পরনে চেক শার্ট আর জিন্‌সের প্যান্ট। পায়ে বুট। লোকটা সুদর্শন। মাথায় লম্বা চুল। দুটো চোখ বুদ্ধিদীপ্ত।

র‍্যানকিন কথা বলছে। শুনছে লোকটা। মাঝে মাঝে লোকটা অর্থাৎ মার্কাস হান দু'একটা কথার উত্তর দিচ্ছে। র‍্যানকিনের মুখ দেখে মনে হলো আলোচনায় ও খুশি নয়। অবশেষে সে ডেডবডির মুখের ওপর চাদর উঠিয়ে দেয়। এখানেই আলোচনা শেষ। মার্কাস হান যাবার জন্যে দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

দ্রুত আমি অন্ধকারে সরে দাঁড়াই।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে যায় মার্কাস হান।

আমি মর্গে ঢুকি।

আলো নেভাতে যাচ্ছিলো র‍্যানকিন। আমাকে দেখে ও অবাক। জিজ্ঞেস করে, কী চান?

—ওই লোকটাই কি মার্কাস হান?

—হ্যাঁ। দু'নম্বরী কারবার করে। ও কী বলেছে, জানেন? এই মেয়েটা শুধু যে ধার্মিক ছিল, তা নয়। এমনকি কখনও সে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেনি। ওর কোন বয়-ফ্রেন্ডও ছিল না। অবশ্য ওর ধর্মযাজককে যদি বয়-ফ্রেন্ড বলেন, সেকথা আলাদা! ও শুধু মেলামেশা করতো ধর্মযাজকের সঙ্গে। গরিবদের প্রতি ওর দান-ধ্যান ছিল।

একটু থেমে র‍্যানকিন বলতে থাকে, ডাক্তারের রিপোর্টে বলা হয়েছে মেয়েটা ছিল অক্ষতযোনি। ধর্মযাজকের সঙ্গে আগামীকাল আমি কথা বলবো। মোটের ওপর মার্কাস হানের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

—তবুও থেলমা হোটেলে গিয়েছিল শেফির সঙ্গে দেখা করতে!

র‍্যানকিন বলে, আপনার পার্টনার কী মেয়েদের বশে আনার ব্যাপারে এতই ওস্তাদ ছিলেন? থেলমার মতো মেয়েকেও তিনি মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন?

—মেয়েদের বশে আনার ব্যাপারে শেফির অসাধ্য কিছু ছিল না। এ'ব্যাপারে ওর নিজস্ব কায়দা ছিল। ওর এমন বেলেল্লাপনাকে আমি কখনও পছন্দ করিনি। আর শেফি কখনও ধর্মে মতি আছে এমন মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করেনি। হয়তো থেলমা খবরাখবর দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল শেফিকে।

—ওদের মধ্যে মাত্র এমন সম্পর্ক থাকলে কি থেলমা ওর সঙ্গে একত্রে এক কেবিনে থাকতো আর সাঁতার কাটতো?

কাঁধ নেড়ে বলি, জানি না।

র‍্যানকিন মর্গের আলো নেভাতে নেভাতে বলে, সমস্ত ঘটনা বিচার করলে থেলমার বয়-ফ্রেন্ডের খোঁজার কোন দরকার নেই...তাই না? হোল্ডিংয়ের সঙ্গে আপনার

BanglaBook.org

কথাবার্তা হয়েছে তো?

—হ্যাঁ। উনি বলেছেন কোন রকম খবরের জন্যে আপনার সঙ্গে বাড়িতে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে।

—ওঁর সঙ্গে বাড়িতে যোগাযোগ করতে বলেন নি?

—উঁহুঁ।

আমার কাছে এগিয়ে এলো র‍্যানকিন। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে সে বলে, উনি বলবেন না। উনি কখনও সুযোগ দিতে চান না। ওঁর প্রতি নজর রাখবেন। আপনিই প্রথম ব্যক্তি নন যাঁর ওপর ভর করে নিজের কাজ হাসিল করতে চান। ওঁর ওপর নজর রাখতে ভুলবেন না।

মর্গের বাইরে যায় র‍্যানকিন। ওর কথাগুলি ভাবতে থাকি। র‍্যানকিন না বললেও আমি কখনও হোল্ডিংকে বিশ্বাস করতাম না।

মর্গ ছেড়ে বাইরে এলাম। রাত প্রায় দুটো। হোটেলে ফিরে যাই।

লবি পার হবার সময় লক্ষ করি নাইট ক্লার্ক তিরস্কারের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে। বড় ক্লান্ত মনে হয়। লিফ্‌টে চেপে নিজের ঘরে চলে যাই। আলো জ্বালি।

ঘরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সমস্ত ঘরটা। ড্রয়ার খোলা। কার্পেট ছেঁড়া। বালিশ ফুটো। আমার স্যুটকেস খুলে জিনিসপত্র মেঝের ওপর ছড়ানো।

একটা জায়গায় ম্যাচ-ফোল্ডারটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। কার্পেট তুলে দেখি জিনিসটা এক জায়গায় রয়েছে। ম্যাচ-ফোল্ডারটা নেড়ে চেড়ে লক্ষ করতে থাকি। হঠাৎ বুঝতে পারি শেফির ম্যাচ-ফোল্ডারটার বদলে তার জায়গায় অন্য একটা ম্যাচ-ফোল্ডার কে যেন রেখে দিয়েছে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সপ্তম অধ্যায়

পরের দিন বেলা এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোই।

আমার ঘরের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা টেলিফোনে জানিয়েছি নাইট ক্লার্ককে। সে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিয়েছে। সুতরাং আবার ক্যান্ডি এলো।

ওকে ম্যাচ-ফোল্ডারের কথা বলি না। ক্যান্ডি জিজ্ঞেস করে, আমি কিছু হারিয়েছি কিনা। জবাবে বলি হারাবার মতো কিছু দেখছি না।

আমি ওই রাত্রে অন্য একটা ঘরে শুয়েছি। ক্যান্ডি তার লোকজন নিয়ে হাতের ছাপ পাওয়ার জন্যে কাজে লেগে গেছে।

ঘুম থেকে জাগার পর গরমের তীব্রতা টের পাই। টেলিফোনে কফি আর টোস্ট দিতে বলি। তারপর দাড়ি কামিয়ে চান সেরে কফির অপেক্ষায় থাকি।

অনেক কিছু ভাবার আছে। জোড়া লাগাতে হবে অনেক টুক্‌রো টুক্‌রো অংশ।

মাসকেটার ক্লাব আর মার্কাস হানের স্কুল অব সিরামিক্সের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কী? শেফির অনুসন্ধান এদের ঘিরে ছিল কী? স্ত্রীর প্রতি নজর রাখার জন্যে শেফিকে কী নিযুক্ত করেছিলেন ক্রিডি? থেলমার মত ধর্মভীরু একটি মেয়ের সঙ্গে কেবিনে কী করছিল শেফি?

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগেই কফি দিয়ে যায় বেয়ারা। কফি পানের সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

র‍্যানকিন বলে, শুনলাম কাল রাত্রে আপনার ঘর তচনচ হয়েছে।

—হ্যাঁ।

—বলতে পারেন কারা এমন কাজ করেছে?

—জানা থাকলে ক্যান্ডিকে বলতাম। ওরা এর আগে শেফির ঘরেও এমন তল্লাশী চালিয়েছে। একই কায়দায় আমার ঘরও সার্চ করেছে।

—দেখবেন বরফ-কাটার অস্ত্র যেন আপনার ওপর ব্যবহার না হয়!

—সতর্ক আছি।

—ক্যান্ডি কিছুই খুঁজে পায়নি। কিছু খোয়া গেছে কী? এ'ব্যাপারে আপনার ধারণা কী?

—এই মুহূর্তে কিছু ভাবতে পারছি না। আরও ভেবে দেখি। পরে আপনাকে জানাবো।

একটু থেমে র‍্যানকিন বলে, ধর্মযাজকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। মার্কাস হান মিথ্যে বলেনি। মেয়েটা সত্যিই ধর্মভীরু ছিল। ও কখনও একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে মিশবে না।

BanglaBook.org

—কিন্তু থেলমা মিশেছিল শেফির সঙ্গে।

—এ'ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি। তাছাড়া, বরফ-কাটার অস্ত্রটা সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান চালাচ্ছি।

—আঙুলের কোন ছাপ পান নি?

—উঁহুঁ। যে-কোন লোহা-লক্কড়ের দোকান থেকে বরফ-কাটার অস্ত্র কিনতে পারেন। লোক লাগিয়েছি...কোন খবর পেলে জানতে পারবেন।

র‍্যানকিনকে ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশার অতিরিক্ত সাহায্য পাচ্ছি ওর কাছ থেকে।

বিকেলে শেফির মৃত্যুর জন্যে অনুসন্ধান কমিটির সামনে আমাকে হাজির হতে বলে র‍্যানকিন। তারপর সে ফোন ছেড়ে দেয়।

কফি পান শেষ করে সানফ্রানসিসকো অফিসে এলাকে কোন করি। জিজ্ঞেস করি শেফির মৃত্যু ওর স্ত্রী কিভাবে গ্রহণ করেছে। এলা জানায় শেফির স্ত্রী ভেঙে পড়লেও নিজেকে সামলে নিয়েছে।

—আমার চিঠি আজই ওর হাতে পৌঁছবে। এলা, ক্যাশ বাক্সে তালা দিয়ে রাখবে। শেফির স্ত্রী হয়তো কিছু চাইবে। ওকে জানাবে আজ রাত্রেই চেক পাঠাচ্ছি।

এলার সঙ্গে ব্যবসার কিছু কথা হয়। নতুন দুটো কাজ হাতে এসেছে। ওকে বলি, কর্কহিল যদি পারে, সে কাজ দুটো হাতে নিতে পারে। এখানে আমাকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তুমি সামলাতে পারবে তো?

—পারবো।

টেলিফোন ছেড়ে টের পাই ঘরে গুমোট গরম।

সাঁতারের পোশাক সঙ্গে নিয়ে নিচে নামি। ডেস্ক ক্লার্ক চাবি হাতে নিয়ে বলে, মিঃ ব্র্যান্ডন...দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি...।

আমি বলি, আপনাকে আর কষ্ট করে বলতে হবে না। আমাকে আজ রাত পর্যন্ত এ হোটেলে থাকতে দিন।

দুঃখের ভঙ্গিতে সে বলে, অনেক অভিযোগ শুনতে হচ্ছে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় চারবার পুলিশ এসেছে আপনার খোঁজে।

—জানি। আজ রাত্রেই আমি চলে যাব।

—ধন্যবাদ, মিঃ ব্র্যান্ডন।

গাড়িতে চেপে আমি বীচের দিকে এগিয়ে যাই। বেলা বারোটার ওপর...বীচে ভিড় থিক্‌থিক্ করছে। একটা খালি জায়গা দেখে গাড়িটা পার্ক করি।

অনেকক্ষণ স্নান করি। গরম ক্রমশ বাড়ছে। বীচে এখন ভিড় আরও বেড়েছে। মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। হঠাৎ লক্ষ করি একটা মেয়ে ছাতার নিচে বসা—আমাকে হাতের ইশারায় ডাকছে।

মারগট ক্রিডি। সাদা সাঁতারের পোশাক ওর পরনে। ওর কাছে যাই। ওর সুন্দর

BanglaBook.org

মুখে সতর্ক সামান্য হাসি।

—আপনি মিঃ ব্র্যান্ডন, তাই না?

আমি বলি, আমি মিঃ ব্র্যান্ডন কিনা জিজ্ঞেস করছেন? ওই বড় কালো চশমার আড়ালে কি মিস্ ক্রিডি?

হেসে চশমা চোখ থেকে নামায় মারগট। কোন সন্দেহ নেই এই ধনীর দুলালী অপূর্ব সুন্দরী।

—বসবেন না? অথবা অন্য কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত বুঝি?

ওর পাশে গরম বালুর ওপর বসি। তারপর বলি, গতকাল রাত্রে সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।

হাঁটু জড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মারগট বলে, কাল ক্লাবে হঠাৎই চলে যাই। তাছাড়া, আমি কৌতূহলী ছিলাম। একটা খুনের ঘটনায় কৌতূহল কম থাকে না, কি বলেন?

আবার চশমা চোখে লাগিয়ে সে বলতে থাকে, আমি জানতাম আপনার বন্ধু ক্লাবে ঢুকতে পারেননি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি আমার অনুমান সত্য। মেম্বার ছাড়া ওই ক্লাবে প্রবেশ করা শক্ত ব্যাপার।

বালুর ওপর হাত পা ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, আজ সকালে খবর কাগজ দেখেছেন?

—দ্বিতীয় খুনের কথা বলছেন? মেয়েটাকে চেনেন? এই মেয়েটাই কী আপনার বন্ধুর কাছে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—সবাই ওর কথা বলছে। ব্যাগ খুলে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে মারগট বলে, খুবই রহস্যপূর্ণ, তাই না?

—হ্যাঁ। সম্ভবত এর একটা সরল ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

আমি ছাতার নিচে মারগটের কাছাকাছি সরে বসি। ওর মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। এমন সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় দিন রাত। সম্ভবত এত সুন্দরী আর কখনও দেখিনি।

—মেয়েটা কি আত্মহত্যা করতে পারতো?

—সম্ভবত। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। আত্মহত্যার জন্যে বরফ-কাটার অস্ত্র কেন বেছে নেবে? আরও অনেক সহজ পথ ছিল।

—ধরুন, যদি সে আপনার বন্ধুকে খুন করার পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়? শুনেছি মেয়েটি ছিল ধর্মভীরু।

আমি চমকে উঠি। বলি, এসব কি আপনার কল্পনা?

—উঁহুঁ। এ ব্যাপারটা নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। একজন এ'রকম

BanglaBook.org

ধারণা করেছেন। আমি ভেবেছি এমন ঘটনা হলেও হতে পারে।

আমি বলি, মেয়েটা কিভাবে মারা গেছে সেটা নিয়ে মাথা খারাপ করতাম না আপনার জায়গায় আমি হলে।

একটু থেমে আবার বলি, খুনের অনুসন্ধান করা পুলিশের কাজ। স্কুল অব সিরামিক্‌সে মেয়েটা কাজ করতো। ওখানে গেছেন কখনও?

—অনেকবার। হান নানা রকম জিনিস তৈরি করে। ওর কিছু কিছু কাজ আমার পছন্দ। গত সপ্তাহে আমি একটা ছোট ছেলের স্ট্যাচু কিনেছি। অপূর্ব জিনিস!

—মেয়েটিকে ওখানে কখনও দেখেছেন?

—মনে পড়ছে না। ওখানে অনেক মেয়ে কাজ করে।

—ওই জায়গাটাকে টুরিস্টদের একটা এলেবেলে দোকান বলে মনে হয়েছিল।

—মনে হয় তা হবে। কিন্তু দোকানের পেছনে হানের একটা ঘর আছে। সেখানে সে নতুন আর সেরা জিনিসগুলি রাখে। ওই ঘরে ঢুকতে পারে কেবলমাত্র ওর বিশেষ খদ্দেররা।

—সুতরাং হানের রোজগার যথেষ্ট....কী বলেন?

—নিশ্চয়ই। হান একজন বড় দরের শিল্পী।

—মিস্ ক্রিডি, একদিন হানের দোকানে যাব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? হানের সেরা কাজের নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে চাই।

মিস্ ক্রিডি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় না। ওকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়। সে বলে, হ্যাঁ যাব। পরের বার যখন হানের দোকানে যাব, আপনাকে জানাবো। আপনি কী আডেলপি হোটেলে ততদিন থাকবেন?

—এবার মনে পড়ছে। গতকাল রাত্রে যখন ফোন করলেন, আপনি কিভাবে জানলেন আমি ওই হোটেলে আছি?

হাসে মিস্ ক্রিডি। ওর দাঁতের সারি সমান। সুন্দর দাঁত। ওর হাসিতে এক ধরনের মাদকতা আছে।

—মিঃ হামারস্চুল্টের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার দেখা হয়েছে। সে সব খবর রাখে।

—তাই বলুন। শুনুন, আডেলপি হোটেলে আমি থাকছি না। ওরা আমাকে নিয়ে বিব্রত। বারবার পুলিশ আমার খোঁজে হোটেলে হানা দিয়েছে। আজ রাত্রেই আমাকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে।

—নতুন হোটেলে সহজে জায়গা পাবেন না। এখন টুরিস্টে শহর গিজ্‌গিজ্ করছে।

—থাকবার একটা জায়গা আমাকে খুঁজে নিতে হবে।

এ'ব্যাপারটা ভাবতে ভালো লাগছে না। জ্যাক শেফি হলে সহজেই হোটেলে ঘর

BanglaBook.org

খুঁজে নিত। আমি হয়তো দশটা হোটেল ঘুরেও থাকবার মতো ঘর পাব না।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'অল্প ভাড়ায় ঘরের সন্ধান আপনার আছে?' পরমুহূর্তে হেসে বলি, উঁহুঁ, আপনার সন্ধানে থাকতে পারে না। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম কার সঙ্গে কথা বলছি!

—কতদিন এখানে থাকতে চান?

—আমার পার্টনারের খুনের তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত। তদন্ত শেষ হতে এক সপ্তাহ অথবা এক মাসও লাগতে পারে। আমি জানি না কতদিন লাগবে।

—নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই। আপনার সন্ধানে কোন ঘর আছে?

—আপনার পছন্দ হবে কিনা বলতে পারছি না। অ্যারো বে-তে আমার একটা ছোট্ট বাংলো আছে। দু'বছরের লীজে ওটা ভাড়া নিয়েছি। আজকাল ওখানে আমি যাই না। লীজ শেষ হতে আরও এক বছর বাকি। ইচ্ছে হলে ওখানে থাকতে পারেন।

মিস্ ক্রিডির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। তারপর জিজ্ঞেস করি, 'ঠাট্টা করছেন না তো?

—বললাম তো, ইচ্ছে হলে ওখানে আপনি থাকতে পারেন। বাংলোটা সাজানো। সব ব্যবস্থা আছে। শুধু লাইটের বিলটা আপনি পে করবেন। আর অন্য কিছুর জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—মিস্ ক্রিডি, অনেক ধন্যবাদ!

—আপনার কোন কাজ না থাকলে আজ রাত্রে ডিনারের পরে আমরা ওখানে যেতে পারি। ডিনারে আমার নিমন্ত্রণ আছে কিন্তু রাত দশটার পরে আমি যেতে পারবো।

—আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন মিস্ ক্রিডি। শুনুন, আপনাকে আমি বিব্রত করতে চাই না।

—আমি বিব্রত হচ্ছি না।

কালো চশমার আড়ালে মিস্ ক্রিডির চোখের ভাষা আমি বুঝতে পারছি না। ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা আমার পক্ষে ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিস্ ক্রিডি বলে, আমাকে এখুনি যেতে হবে। বাবার সঙ্গে দুপুরে খেতে বসবো। দেরি হলে বাবা রেগে যাবেন।

আমি উঠতে উঠতে বলি, বাংলোতে আমার থাকার ব্যবস্থা করছেন—এ'খবরটা আপনার বাবাকে জানাবেন না। উনি আমাকে ঠিক পছন্দ করেন না।

মিস্ ক্রিডি জবাব দেয়, বাবাকে আমি কখনও কিছু বলি না। রাত দশটায় মাসকেটার ক্লাবের বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। তারপর আপনাকে

BanglaBook.org

বাংলোতে নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে।

—তাহলে এখন বিদায়।

আবার অল্প হাসে মিস্ ক্রিডি। হাসি দেখে আমার মাথা ঘুরে যায়!

বালুর উপর হেঁটে যাচ্ছে মিস্ ক্রিডি। আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকি।

মেয়েদের দেখে মাথা খারাপ করার বয়স পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু মিস্ ক্রিডি যেভাবে পাছা দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে.....ওর ওপর থেকে আমি দু'চোখ সরাতে পারছি না।

সামান্য কিছু খেয়ে হোটেলে ফিরে যাই। স্যুটকেসের মধ্যে আমার পোশাক গুছিয়ে রাখি। বেয়ারাকে ডেকে বলি সে যেন শেফির জিনিসপত্র ওর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। শেফির স্ত্রীকে একটা চেক পাঠাই। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা চিঠি।

শেফির খুনের মামলায় জুরীদের সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্যে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমার গাড়িতে স্যুটকেস রাখি। হোটেলের বিল মেটাই।

গ্রীভসের অফিসে যাই। সে জুতো পরিষ্কার করছে।

—আপনি জুরীদের সামনে উপস্থিত হবেন তো? আমি জিজ্ঞেস করি।

—আমাকে যেতে বলা হয়েছে। আপনার গাড়িতে লিফ্ট দেবেন, না বাসে যাব?

—আমার সঙ্গে আসুন।

করোনারের কোর্টে যাওয়ার সময় জানতে চাই থেলমার ডেডবডি দেখেছে কিনা গ্রীভস।

গ্রীভস বলে, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আসলে আমার জন্যে র‍্যানকিন এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে চায় না। ব্রীওয়ার দেখেছে থেলমাকে...ব্যাপারটা হাসির, তাই না? ও নিজের মা'কেই চিনতে পারবে না মর্গে! অবশ্য থেলমাকে শনাক্তকরণও সোজা ব্যাপার নয়।

কোর্টে উপস্থিত নয় জন। এদের মধ্যে পাঁচ জন ফালতু টাইপের। বাকি চারজনের দিকে আমার নজর যায়।

এদের একজন একটি মেয়ে। চোখে রিমলেস চশমা। সেক্রেটারীর কাজ করে। পোশাক পরার মধ্যে বেশ স্মার্টনেস লক্ষ করা যায়। কোর্টের পেছন দিকটায় বসে সে শর্টহ্যান্ডে কোর্টের বিবরণ লিপিবদ্ধ করছে।

তারপর একজন যুবক। মাথায় ঘন লাল চুল। গগলসে ওর দু'চোখ ঢাকা। কোর্টের একদিকে সে বিজ্ঞের মতো বসে চারদিকে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে এমন ভঙ্গিতে হাই তুলছে যেন ওর চোয়াল দুটো খুলে পড়বে।

বাকি দুজন সুখী চেহারার মানুষ। ওদের পরনে নিখুঁত পোশাক। ওরা করোনারের দিকে মুখ করে বসা। লক্ষ করি করোনার ওদের উদ্দেশে মাথা নাড়েন।

BanglaBook.org

করোনারকে ক্লান্ত মনে হয়। আমাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্যে তাড়া দেন। গ্রীভসের বক্তব্য শোনেন না। অবশেষে র‍্যানকিন আবেদন জানায় যে, অনুসন্ধানের জন্যে পুলিশ আরও এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করছে। পুলিশের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন করোনার।

সাক্ষ্য দেবার পর সিটে ফিরে গ্রীভসকে জিজ্ঞেস করি, ওই নিখুঁত পোশাকের ভদ্রলোক দুজনকে আপনি চেনেন?

গ্রীভস জবাব দেয়, ওরা এসেছে হেসকেথের অফিস থেকে। হেসকেথ মস্ত বড় এটর্নি।

—উনি কি ক্রিডির হয়ে কাজ করবেন?

—হ্যাঁ...হেসকেথ ছাড়া আর কারুর কথা ভাবা যায় না।

—লাল চুল যুবকটিকে চেনেন?

মাথা নাড়ে গ্রীভস।

—পেছনের সিটে বসা মেয়েটিকে?

—উঁহুঁ।

করোনার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লাল চুলের যুবকটিও কেটে পড়ে।

র‍্যানকিনের সঙ্গে দু'এক মিনিট কথা বলে নিখুঁত পোশাকের দুজন ভদ্রলোক চলে যায়।

গ্রীভস জানায় বাসে চেপে সে ফিরবে। ওর সঙ্গে যেন যোগাযোগ রাখি।

কোর্টরুমে এখন শুধু র‍্যানকিন আর আমি। ওর কাছে যাই, জিজ্ঞেস করি, নতুন কোন খবর আছে?

—উঁহুঁ। র‍্যানকিনকে সামান্য বিব্রত মনে হয়। 'এখনও নতুন কোন খবর নেই। বরফ-কাটার অস্ত্রটা সম্পর্কে কোন তথ্য খুঁজে পাইনি। এখন আমরা থেলমা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছি।'

আমি বলি, ধরুন, যদি আপনি ক্রিডি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন...কোন নতুন তথ্য পেতে পারেন। ওই নিখুঁত পোশাকের দুজন ভদ্রলোক কি ক্রিডির হয়ে কাজ করবেন?

—ওরা এখানে সময় কাটাতে এসেছিল!

আমি হেসে বলি, ওঁরা তাই বলেছেন বুঝি? আর আপনি বুঝি তাই বিশ্বাস করেছেন?

র‍্যানকিন একটু রুক্ষ গলায় জবাব দেয়, এখানে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। আমার কাজ আছে।

—লাল চুলের যুবকটিকে দেখেছেন? তার পরিচয় কি?

অন্য দিকে তাকিয়ে র‍্যানকিন জবাব দেয়, স্কুল অব সিরামিক্‌সে যুবকটি কাজ

BanglaBook.org

করে।

—সে এখানে কেন এসেছিল?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে র‍্যানকিন বলে, যুবকটিকে হয়তো পাঠিয়েছে হান। আমাকে এখুনি যেতে হচ্ছে।

—আমাকে আপনি পাবেন অ্যারো পয়েন্টে। ওখানে একটা ছোট্ট বাংলোতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে র‍্যানকিন বলে, অ্যারো পয়েন্টে মাত্র একটি বাংলোই আছে। যতদূর জানি, বাংলোটি মারগট ক্রিডির।

—ঠিক তাই। ওর কাছ থেকে আমি ভাড়া নিয়েছি।

আবার র‍্যানকিন দু'চোখ বড় করে আমার দিকে তাকায়। কিছু বলতে যায়, তারপর মত পরিবর্তন করে মাথা নেড়ে চলে যায়।

একটু অপেক্ষা করি আমি। তারপর এগিয়ে যাই গাড়ির কাছে। সাড়ে চারটে বাজে। একটা পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম কুরিয়র অফিসের ঠিকানা।

পৌনে পাঁচটায় পৌঁছে যাই কুরিয়র অফিসে। ডেস্কেবসা মেয়েটিকে বলি, 'রালফ ট্রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' আমার কার্ড নিয়ে মেয়েটি চলে যায়। পাঁচ মিনিট পরে মুখোমুখি হই রালফ ট্রয়ের।

রালফ ট্রয় বিশাল পুরুষ। ওঁর মুখে পাইপ। উনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, বসুন মিঃ ব্র্যান্ডন। আপনার সম্পর্কে আমি শুনেছি। হোল্ডিং বলেছেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

সিটে বসে বলি, মিঃ ট্রয়, এখনই বিশেষ কিছু বলার নেই। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছি। হয়তো শীঘ্রি আপনাকে কিছু জানাতে পারবো। প্রমাণসহ খবর দিলে কাগজে আপনি ছাপবেন?

মিঃ ট্রয় বলেন, ওর জন্যে আপনি ভাববেন না। সত্য ঘটনা আমি ছাপতে চাই। আপনি আসাতে আমি খুশি হয়েছি। এ'শহর সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

চেয়ারে আরাম করে বসে সিলিংয়ের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে মিঃ ট্রয় বলতে থাকেন, প্রশাসনের পরিবর্তনের জন্যে এক মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে। পাঁচ বছর যাবত যাঁরা ক্ষমতায় আছেন—তাঁদের হয় আবার ক্ষমতায় আসতে হবে অথবা তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হবেন। ক্ষমতার যন্ত্রগুলো ওঁরা আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। নইলে তাঁদের পতন অনিবার্য।

'প্যাসিফিক কোস্টে সেন্ট রাফায়েল শহর থেকে ওঁদের প্রচুর রোজগার। ধনী লোকের বসবাস এখানে। এখানে ওদের জন্যে আনন্দের উপকরণ ছড়ানো। এই শহরে ক্রিডির প্রভাব যথেষ্ট। ভদ্রলোক খারাপ নন, মিঃ ব্র্যান্ডন। সন্দেহ নেই উনি লোভী। অর্থ বিনিয়োগ করে পরিবর্তে উনি লাভ চান।'

BanglaBook.org

আমি জিজ্ঞেস করি, জজ হ্যারিসন চান প্রশাসনকে কলুষমুক্ত করতে, তাই না?

ট্রয় চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে বলেন, জজ হ্যারিসন নির্বাচিত হলে প্রশাসনকে কলুষমুক্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু তিনি পারবেন না। হয়তো কিছুটা সংস্কার হবে। তারপর কিছুদিন পরে দেখা যাবে আগের মতই কলুষিত হয়েছে প্রশাসনের সর্বত্র। জজ হ্যারিসন হঠাৎ আবিষ্কার করবেন তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রহস্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেউ হয়তো তাঁকে উপহার দেবে ক্যাডিলাক গাড়ি। এই ধারা বজায় থাকবে। অর্থের লোভে মানুষের পতন হয়।

আমি বলি, আমার ধারণা ছিল বেআইনীভাবে যারা অর্থ কামায় তাদের নেতা মিঃ ক্রিডি। যদি তিনি না হন...তাহলে কে সেই ব্যক্তি?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ট্রয় বলেন, ক্রিডির অর্থ খাটায় মাসকেটার ক্লাবের মালিক করডেজ। বস্তুত, ওর ক্ষমতা প্রবল। ক্রিডির পতন হলেও করডেজ ক্ষমতায় থাকবে। এমনকি জজ হ্যারিসনের আমলেও। ওর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

আমি বলি, পরিষ্কার ভাবে আমাকে জানতে দিন। মাসকেটার ক্লাব ছাড়াও করডেজের অর্থ রোজগার হয় আরও নানাভাবে, তাই না?

মাথা নেড়ে ট্রয় বলেন, উঁহুঁ। ক্রিডির অর্থ বিনিয়োগ করে করডেজ কামায়। ক্যাসিনো থেকে কামায়। জুয়ো থেকে কামায়। বেশ্যালয় থেকে রোজগার হয়।

ট্রয়ের কথা আমি ভাবি কিছুক্ষণ। তথ্য হিসেবে এসব নতুন কিছু নয়। বড় বড় শহরে এ'ধরনের ব্যাপার ঘটে থাকে। শেফির মৃত্যুর পর ছত্রিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। শেফি কি করডেজকে কোন সাংঘাতিক ব্যাপারে জড়িত থাকতে দেখেছে? সূত্র অনুসন্ধানে ছিল শেফি ওস্তাদ। বরফ-কাটার ধারালো যন্ত্রটার কথা মনে পড়লো। গুণ্ডারা এ'ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে।

ট্রয় আবার বলেন, আপনাকে আমি কোন কোন বিষয়ে অবহিত করলাম। আর একটা কথা মনে রাখবেন। হোল্ডিংকে লক্ষ করতে ভুলবেন না। সাপকে যতটা বিশ্বাস করেন—তার চেয়ে কম, বেশি বিশ্বাস করবেন না হোল্ডিংকে। ওঁর কথা মতো চললে উনি আপনাকে বন্ধু হিসাবে দেখবেন। কিন্তু ওঁর মতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে বিপদে পড়বেন।

এরপর আমি ক্রিডির ব্যাপারে কিছু জানতে চাই। শেফিকে বিশেষ কোন কাজে নিযুক্ত করেছেন ক্রিডি। তারপর ট্রয়কে জানাই রহস্যময় ম্যাচ-ফোল্ডারের ব্যাপারটা।

আমি বলি, ক্রিডির হয়ে অনুসন্ধান চালাতে বিরাট কোন কিছুর হদিশ পায় শেফি। ওই ব্যাপারটা হয়তো ক্রিডি গোপন রাখতে চান। আমি কল্পনা করতে পারি না মিঃ ক্রিডির মতো কেউ কাউকে খুন করাতে পারেন!

মাথা নেড়ে ট্রয় বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। মিঃ ক্রিডি কাউকে খুন করবেন না। হয়তো কেউ ওর বিরাগভাজন হলে, তাকে পোষা গুণ্ডা দিয়ে শায়েস্তা করতে

BanglaBook.org

পারেন। কিন্তু কাউকে খুন...আমি বিশ্বাস করি না। খুনের ব্যাপারটা বেশ রোমহর্ষক, তাই না? কিন্তু প্রমাণ ছাড়া এ'সম্পর্কে কাগজে কিছু ছাপা যাবে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ট্রয় বলতে থাকেন, মিঃ ব্র্যান্ডন, আমার হাতে কাজ আছে। আমাকে উঠতে হচ্ছে। এবার শুনুন, আমি কি করতে যাচ্ছি। হেপল যুবক। কাজের ছেলে। ওকে কাজে লাগাচ্ছি। ওকে আপনি প্রয়োজন মতো কাজে লাগাবেন। খবর সংগ্রহ করতে ও ওস্তাদ। ও পরিশ্রমে ভয় পায় না। শুরুতেই ও হানের সম্পর্কে খোঁজ নেবে।

আমি বলি, আগামীকাল হেপলের সঙ্গে কথা বলবো। ওর নাম হেপল, তাই তো?

—ফ্রাঙ্ক হেপল।

আমি যাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, মাসকেটার ক্লাবের কোন মেম্বারের সঙ্গে আপনার জানাশুনা আছে?

—উঁহুঁ। হাসেন ট্রয়।

—ওই ক্লাবে ঢুকে একটু অনুসন্ধান করতে চাই।

—কোন আশা নেই। মেম্বার ছাড়া ওই ক্লাবে ঢোকা যাবে না। অবশ্য কোন মেম্বারের সঙ্গে যেতে পারেন।

আমি বলি, ঠিক আছে। ভাগ্য সহায় থাকলে দু'একদিনের মধ্যে আপনাকে কিছু জানাতে পারবো।

—ক্রিডি সম্পর্কে কিছু হলে খবরটা পাকা হওয়া চাই। তাছাড়া, কোন লাভ হবে না। ক্রিডি ক্ষমতাবান। উনি ইচ্ছে করলে আমাকে পথে বসাতে পারেন!

আমি বলি, হাতে প্রমাণ ছাড়া ক্রিডি সম্পর্কে কোন খবর আপনাকে দেব না।

পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

এখন অন্তত কারুর ওপর আমি নির্ভর করতে পারবো। এই চিন্তা আমাকে স্বস্তি দেয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অষ্টম অধ্যায়

এক

রিৎজ-প্লাজা হোটেলের সবচেয়ে উঁচু তলায় মাসকেটার ক্লাব। এতে আমি অবাক হই। আমি ভেবেছিলাম এই ক্লাবটা দাঁড়িয়ে আছে নিজস্ব জমির ওপর।

গাড়িতে বসে আমি একটু চিন্তা করি। মনে পড়লো গ্রীভসের কথা। একদা সে রিৎজ-প্লাজা হোটেলে গোয়েন্দার কাজ করতো। ওই বলতে পারবে কিভাবে আমি মাসকেটার ক্লাবে ঢুকতে পারি।

কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকান থেকে গ্রীভসকে টেলিফোনে বলি, যদি একটু সময় দেন—আপনার সাহায্য পেতে পারি। একটা রেস্তোরাঁয় আমার সঙ্গে দেখা করবেন? আপনাকে আমি বিয়ার পানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

গ্রীভস জানায় আলের পানশালায় আধঘণ্টার মধ্যে দেখা করছে।

আলের পানশালায় ঢুকে প্রবেশ-পথের দিকে মুখ করে দেয়াল ঘেঁষে বসি। একটা বিয়ার দিতে বলি। জিজ্ঞেস করি সান্ধ্য কাগজ পাওয়া যাবে কিনা।

বিয়ার এবং কাগজ এনে দেয় বারম্যান।

কাগজে র‍্যানকিন আর থেলমার ছবি। বে-বীচে দ্বিতীয় খুন সম্পর্কে কিছু খবর।

একটু পরে গ্রীভস এলো। ওকে বিয়ার দিতে বলি। মাসকেটার ক্লাবে প্রবেশের জন্যে ওর সাহায্য চাই।

গ্রীভস বলে, হোয়াইট হাউসে প্রবেশের মতই আপনার পক্ষে অসম্ভব মাসকেটার ক্লাবে প্রবেশ করা!

—আপনার কথা আমি মানতে পারছি না। শুনেছি এক সময়ে আপনি রিৎজ-প্লাজা হোটেলে কাজ করেছেন। সুতরাং মাসকেটার ক্লাব সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আছে।

অর্ধেকটা বিয়ার পান করে গ্রীভস বলে, তাতে আপনার কোন লাভ হবে না। উঁচু তলার সবটাই মাসকেটার ক্লাবের দখলে। ওদের আছে নিজস্ব দুটো লিফ্‌ট। লবি পেরিয়ে আপনি হোটেলে ঢুকবেন। প্যাসেজ ধরে বাঁ দিকে এগিয়ে যাবেন। একদম শেষে লোহার গ্রিল। পাহারাদার আছে। ওরা আপনাকে না চিনলে গ্রিল খুলবে না।

'যদি ওরা আপনাকে চিনতে পারে, আপনি ভেতরে ঢুকতে পারবেন। একটা খাতায় আপনাকে সই করতে হবে। ওরা তারপর নিয়ে যাবে আপনাকে লিফ্‌টের কাছে। এর পরে কি ঘটতে পারে—আমি জানি না। কারণ, আমি কখনও যাইনি। সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট করবেন না!'

—ওখানে ওদের রেস্তোরাঁ আছে?

BanglaBook.org

—নিশ্চয়ই। দারুণ রেস্তোরাঁ! তাই শুনেছি। আমি কখনও ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকতে পারিনি। যাই হোক...এ'প্রশ্ন কেন?

—বলবেন না ওরা রেস্তোরাঁয় খাবার-দাবার আনে হোটেলের লবি দিয়ে। আমি বিশ্বাস করি না।

—কে বলেছে ওরা তাই করে? ওরা ব্যবহার করে হোটেলের প্রবেশ-পথ।

আমি হেসে বলি, আশা করেছিলাম আপনি তাই বলবেন। যদি আমি একটা প্যাকেজ সঙ্গে করে নিয়ে যাই—হয়তো সুযোগ পেতে পারি চারদিকে দেখার। আপনি কী বলতে পারেন শহরের কারুর সহযোগিতা আমি পাব না? প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করবো।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে গ্রীভস। তারপর বিয়ার পান শেষ করে বলে, সাধ করে বিপদ ডেকে আনবেন। একজনকে আমি চিনি—হ্যারি। জানি না সে এখনও ক্লাবে কাজ করে কিনা। চতুর্থ নম্বর বারম্যান সে। সব সময় ওর অর্থের অভাব। হয়তো ওর সাহায্য পেতে পারেন।

আমি বলি, হ্যারিকে অর্থের লোভ দেখান। যদি সে আগ্রহ দেখায়—আমি ঠিক সাতটার সময় হাজির হবো।

গ্রীভস আমার প্রস্তাবে খুব উৎসাহ দেখায় না। বলে, আপনি কিন্তু ঝুঁকি নিচ্ছেন। হ্যারি আপনাকে ধোঁকাও দিতে পারে। অপেক্ষা করতে পারে আপনার জন্যে মস্তান বাহিনী। যা শুনেছি ওরা কিন্তু সাংঘাতিক ধরনের!

—ওসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি হ্যারিকে বাগে আনার চেষ্টা করুন।

গ্রীভস উঠে যায় টেলিফোন করতে। আমি আবার বিয়ার দিতে বলি।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এলো গ্রীভস। তারপর সে বলে, হ্যারির সঙ্গে কথা বলেছি। ও নাকি এখন ফালতু রোজগারের জন্যে পাগল! ও রাজি হয়েছে। এখন আপনি যা হয় করবেন। আবার বলছি, হ্যারি কিন্তু আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে।

—কী হবে তাতে? ওরা আমাকে খুন করবে না। বড় জোর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ক্লাব থেকে বের করে দেবে। হ্যারিকে বলেছেন তো ঠিক সাতটায় হাজির হবো?

মাথা নেড়ে গ্রীভস বলে, লিফ্‌টের কাছে সে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। লিফ্‌টের দরজা থেকে সম্ভবত বেশি দূর আপনি অগ্রসর হতে পারবেন না। ডলার হাতে পেয়ে হ্যারি কেটে পড়বে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলি, সব কিছু না দেখা পর্যন্ত হ্যারিকে কিছু দেব না। সঙ্গে কোন কিছু নেব কি যদি আমি বিপদের মুখোমুখি হই?

একটু চিন্তা করে গ্রীভস বলে, একটু অপেক্ষা করুন। এ'ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা দেখছি।

BanglaBook.org

বিয়ার পান শেষ করে বেরিয়ে যায় গ্রীভস।

আমি বিয়ার পান করতে থাকি। কাগজ দেখি। আধঘণ্টা পরে ফিরে এলো গ্রীভস। ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা পার্সেল ওর হাতে।

—আমাকে আপনি কুড়ি ডলার দেবেন। গ্রীভস বলে।

ডলার দিয়ে প্রশ্ন করি, কী আনলেন আমার জন্যে?

—ব্র্যান্ডির ব্যবসা করে এমন একজনকে আমি জানি। সে মাসকেটার ক্লাবে ব্র্যান্ডি সাপ্লাই করতে চায়। ওকে বলেছি ব্র্যান্ডির একটা নমুনা ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে।

একটু থেমে গ্রীভস বলে, এই নিন। শুনুন, এটা পান করবেন না। আর ওই লোকটার কার্ড রাখুন।

কার্ডটা আমি পকেটে রাখি। বলি, ঠিক এই রকম বন্দোবস্ত চেয়েছি আমি। অনেক ধন্যবাদ।

গ্রীভস বলে, আপনার কপালে কি দুর্ভোগ লেখা আছে, জানি না!

পার্সেল হাতে নিয়ে বলি, আমার জন্যে ভাববেন না। জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি।

দুই

জিনিসপত্র দেওয়া-নেওয়ার জন্যে হোটেলের আলাদা প্রবেশ-পথে পাহারায় আছে একজন মোটা লোক। আমাকে দেখে ওর মুখ বেঁকে যায়।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, এখান দিয়ে মাসকেটার ক্লাবে ঢোকা যাবে?

সে বলে, যেতে পারে। আপনার কী দরকার?

—ব্র্যান্ডির নমুনা দেখাতে এসেছি। আগে থাকতেই কথা হয়ে আছে। বড় কাজ। আপনি কিন্তু মিছিমিছি আমার সময় নষ্ট করছেন!

মোটা লোকটা বিদ্রূপের ভঙ্গি করে বলে, ওই দিকে লিফ্‌টের কাছে এগিয়ে যান।

লিফ্‌টে চাপি। সময় লাগে উঠতে।

কোটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারে বাঁট চেপে ধরি।

লিফ্‌ট থামে। ঠিক সাতটা বাজে। আমার সামনে একটা ছোট্ট লবি।

ঠোঁটে সিগারেট চেপে দাঁড়িয়ে হ্যারি। স্থূলকায়। কোট আর কালো প্যান্ট পরনে।

লিফ্‌ট থেকে নেমে ওর দিকে তাকিয়ে হাসি।

হ্যারি বলে, কই, মালকড়ি ছাড়ুন তাড়াতাড়ি!

পঁচিশ ডলার ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

কঠিন মুখে হ্যারি বলে, কী ব্যাপার? গ্রীভস বলেছে পঞ্চাশ ডলার।

আমি জবাবে বলি, গ্রীভস আরও বলেছে আপনাকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। এখন অর্ধেকটা নিন, বাকিটা পরে। আমি এ'জায়গাটা দেখতে চাই। ফেরার পথে বাকি অর্ধেক আপনি পাবেন।

তাড়াতাড়ি হিপ পকেটে ডলার পুরে হ্যারি বলে, ওই দরজার বাইরে গেলে বিপদে পড়বেন।

আমি বলি, আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন আপনি। পঞ্চাশ ডলার কি ফোকটে পাবেন আপনি? ওখানে কেউ আছে?

—এখন কেউ নেই। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা হাজির হবে। বস তাঁর অফিসে।

—করডেজ?

মাথা নাড়ে হ্যারি।

—ওয়াইন-ওয়েটার কোথায়?

—সে-ও অফিসে।

—ঠিক আছে। আপনি এগিয়ে যান—আপনাকে আমি অনুসরণ করবো। কোন ঝামেলা হলে বলবেন, আমি ব্যবসার কাজে ওয়াইন-ওয়েটারের কাছে এসেছি। ওর জন্যে আমি ব্র্যান্ডির নমুনা এনেছি।

হ্যারি মনস্থির করতে পারে না। আমার প্রস্তাব ওর পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু বাকি পঁচিশ ডলারের লোভ ত্যাগ করাও অসম্ভব। আমি জানি লোভকে ও দমন করতে পারবে না।

দরজার দিকে এগিয়ে যায় হ্যারি। একটু পরে আমি ওকে অনুসরণ করি। প্যাসেজ ধরে এগোবার পর আর একটা দরজা পড়ে। তারপর আমরা প্রবেশ করি বিশাল ককটেল লাউঞ্জে। এত সুন্দর পানশালা আগে দেখিনি। তিনশো লোকের বসার জায়গা। টবের ওপর পাম গাছ। বারান্দায় দাঁড়ালে সমুদ্র চোখে পড়ে।

হ্যারি বলে, পানশালার পেছনে অফিস ঘর। ওই দিকে রেস্তোরাঁ। আর কি দেখতে চান আপনি?

আমি বলি, নিদর্শন-স্বরূপ এখান থেকে কিছু নিয়ে যেতে চাই। ছেলে-মেয়েদের যে ম্যাচ-ফোল্ডার বিলি করেন, তার কিছু আমাকে দিন।

হ্যারি আমাকে উন্মাদ মনে করলেও নীরবে সে পানশালায় যায়। একটু পরে সে ফিরে এলো। কয়েকটা ফোল্ডার আমাকে দেয় সে।

ওর হাত থেকে ফোল্ডারগুলি নিয়ে আমি পরীক্ষা করি। সাঙ্কেতিক কোন অক্ষর ছাপা নেই।

—এ'ছাড়া অন্য কিছু নেই?

BanglaBook.org

—কি বলছেন আপনি? এগুলো ম্যাচ-ফোল্ডার নয় কি?

—অন্য কোন ধরনের আছে কি?

হ্যারির মুখে ঘাম। সে বলে, কি শুরু করেছেন? এখানে আপনাকে দেখলে আমার চাকরি চলে যাবে। এবার কেটে পড়ুন!

হ্যারি ক্রমশ নার্ভাস হয়ে উঠছে।

—পাগল আপনি...এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসুন!

পানশালার পেছনের দরজা খুলে এগিয়ে এলো ওয়াইন-ওয়েটার। আমাকে লক্ষ করে ওর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

হ্যারি একদম ভেঙে পড়েনি। সে বলে, 'ইনিই মিঃ গোমেজ। আগে থাকতে না বলে আপনার এখানে আসাটা ঠিক হয়নি।' গোমেজের দিকে তাকিয়ে সে বলে, এই লোকটা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

একটু হেসে আমি বলি, মিঃ গোমেজ, একটু সময় দিতে পারেন? আমার নাম কনোর...ক্যালিফোর্নিয়ান ওয়াইন কোম্পানী থেকে এসেছি।

গোমেজ এগিয়ে এলে ওর সামনে কার্ড রাখি। কার্ডটা তুলে সে দেখতে থাকে। ওর মুখের ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না। চুলে কি একটা তেল মেখেছে। গন্ধটা আমার বিশ্রী লাগে।

কার্ড দেখে সে বলে, আপনার কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের কোন রকম ব্যবসার সম্পর্ক নেই।

—মিঃ গোমেজ, এ'ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। স্পেশাল একটা ব্র্যান্ডি এনেছি নমুনা হিসেবে।

হ্যারির দিকে তাকিয়ে গোমেজ প্রশ্ন করে, এই ভদ্রলোক এখানে কিভাবে এলেন?

হ্যারি কাঁধ নাচায়। বলে, আমি এখানে ছিলাম। এই ভদ্রলোক এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি বলি, লিফ্‌টে চেপে এখানে এসেছি। কোন অন্যায় করেছি?

—আগে থাকতে কথাবার্তা না থাকলে আমি কোন সেলসম্যানের সঙ্গে দেখা করি না।

কাউন্টারের উপর ব্র্যান্ডির বোতল রেখে বলি, মিঃ গোমেজ, আমি দুঃখিত। আগামীকাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি। ব্র্যান্ডিটা পরীক্ষা করে দেখুন। কালকে ব্যবসার কথা হবে।

পেছন থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—এখনই আমরা ব্যবসার কথা বলবো।

গোমেজ এবং হ্যারি কাঠ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পেছনে তাকাই। কুড়ি ফিট দূরে সে দাঁড়িয়ে। ওর মুখের চেহারা ঈগল পাখির মতো। চোখা নাক। দুটো চোখ কালো। দীর্ঘকায়।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, এই লোকটাই করডেজ। সে এগিয়ে গোমেজের হাত থেকে কার্ডটা নেয়। এক পলক লক্ষ করে কার্ডটা দু'টুক্‌রো করে পানশালার বাইরে ফেলে দেয়।

ব্রাউন পেপারে মোড়া ব্র্যান্ডির বোতলের দিকে তাকিয়ে করডেজ বলে, ওটা কী?

গোমেজ তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলে ব্র্যান্ডির বোতল কাউন্টারের উপর রাখে যাতে করডেজ লেবেলটা পড়তে পারে।

আমার দিকে তাকিয়ে করডেজ বলে, এক মাস আগে আমি না বলে দিয়েছিলাম। আবার এনেছেন কেন?

আমি বলি, আমি দুঃখিত। নতুন এসেছি। জানি না এর আগে কেউ আপনাকে দেখিয়েছে।

—এখন তো জানলেন। চলে যান এই ক্লাব থেকে!

আমি বিভ্রান্তির ভান করে বলি, দুঃখিত। বোতলটা রেখে যেতে পারি...হয়তো পরে আপনি মত বদলাতে পারেন।

—বেরিয়ে যান!

পানশালা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেশি দূর অগ্রসর হতে পারি না। টের পাই তিনজন মস্তান উপস্থিত। ওরা আমার পথ আগলে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে।

এদের মধ্যে দু'জনের মুখ অপরিচিত। তৃতীয় ব্যক্তি ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে হচ্ছে হার্টজ।

তিন

হার্টজ আর আমি পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকি। ছোবল মারার আগে সাপের জিহ্বা যেমন বেরিয়ে আসে—সেই ভঙ্গিতে হার্টজ তার মোটা ঠোঁট চেটে নেয় জিহ্বা দিয়ে।

হার্টজ নরম গলায় বলে, এই যে বাছাধন...চিনতে পারছো?

এখানে হার্টজের উপস্থিতি কল্পনা করিনি।

দ্রুত আমি চিন্তা করি। একদিকে আমি সরে দাঁড়াই। একই সঙ্গে করডেজ এবং হার্টজের দিকে দৃষ্টি রাখার জন্যে।

করডেজ ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার?

হার্টজ বলে, এই লোকটার নাম ব্র্যান্ডন...বেসরকারী গোয়েন্দা। শেফির পার্টনার।

বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকায় করডেজ। তারপর নিজের অফিস ঘরের দিকে যাওয়ার আগে হার্টজের উদ্দেশে বলে, ওকে এখান থেকে বের করে দাও!

হেসে হার্টজ বলে, নিশ্চয়ই। শোন, তোমরা আমাকে একটু জায়গা করে দাও। আমি এই শখের গোয়েন্দাকে নিজের ভঙ্গিতে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

অন্য দুজন মস্তানকে দূরে সরে যাবার ইঙ্গিত করে হার্টজ। ওর দুটো চোখ জ্বলছে। সে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

একজনের বিরুদ্ধে পাঁচ জন।

পরিস্থিতি বুঝে আমি রিভলবারটা বের করে বলি, মুর্খের মতো কাজ কর না। আমার হাতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।

দেয়ালে ধাক্কা খাওয়ার মতো হার্টজ হঠাৎ থেমে যায়। আমার কাছে রিভলবারের উপস্থিতি সে কখনও আশা করেনি।

দরজার হাতলে হাত রেখে থমকে দাঁড়ায় করডেজ।

করডেজের দু'জন মস্তান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ওরা জানে আমি গুলি চালাবো পরিস্থিতি বদলে গেলে। কোন রকম দ্বিধা করবো না।

পানশালায় ফিরে এলো করডেজ। তারপর সে বলে, আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে বলিনি কি? চলে যান!

হার্টজের দিকে ইশারা করে বলি, ওই গরিলাটাকে বলুন, আমাকে যেন আর বিরক্ত না করে...আমি ঠিক চলে যাব।

তারপর হঠাৎ আলো নিভে যায়।

হয়তো এটা গোমেজের কারসাজি। আমি কোনোদিন জানতে পারব না। কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শোনা মাত্র আমি রিভলবার থেকে গুলি চালাই। আগুনের ফুলকি বেরোয়। মাথার ওপর একটা আয়না ভেঙে চৌচির।

তারপর টের পাই অনেকে আমাকে চেপে ধরেছে। মেঝের ওপর পড়ে যাই। তারপর আঘাতের পর আঘাত। হাত থেকে খসে পড়ে রিভলবার। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাই। কে যেন বুটের লাথি মারে। আমি অন্ধের মত ঘুষি চালাই। কে যেন যন্ত্রণায় গোঙায়। বেশিক্ষণ লড়তে পারি না। ওরা আমাকে কাবু করে ফেলে।

আবার আলো জ্বলে ওঠে।

মেঝের ওপর শুয়ে আমি করডেজের দুজন মস্তান আর হার্টজের দিকে তাকাই। আমার রিভলবারটা ধরা একজন মস্তানের হাতে।

চোয়ালে অসম্ভব যন্ত্রণা। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। পায়ের শব্দে তাকাই। এগিয়ে এলো করডেজ।

কোন রকমে বসার চেষ্টা করি।

করডেজ আদেশ দেয়, লোকটাকে এখান থেকে সরিয়ে নাও। লক্ষ রাখবে ও যেন ভবিষ্যতে এখানে আর পা না দেয়।

পেছন ফেরে করডেজ। চলে যায়।

পানশালার পেছনে করডেজ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত হার্টজ আর দুজন মস্তান নড়ে না। গোমেজ এবং হ্যারি আগেই কেটে পড়েছে।

BanglaBook.org

মস্তানের হাত থেকে হার্টজ রিভলবারটা নিজের হাতে তুলে নেয়। রিভলবারের ব্যারেলে ওর আঙুল চেপে বসে। ওর মুখে অর্থহীন হাসি।

হার্টজের ঘুষির ধাক্কা এতক্ষণে আমি কাটিয়ে উঠেছি। ওর ভাবভঙ্গি স্পষ্ট বলে দেয় ও আমাকে রিভলবারের আঘাতে অকেজো করতে চায়। এমনভাবে আঘাত করবে যেন আমি বেঁচে থাকবো অথর্ব হয়ে।

ড্রিষ্ট্রিক্ট এটর্নির অফিসে বিশেষ অনুসন্ধানকারী অফিসার হিসেবে পাঁচ বছর কাজ করেছি। হার্টজের মতো বহু মস্তানের সঙ্গে লড়াই হয়েছে। আমাকে যদি কেউ পেছন থেকে হঠাৎ আঘাত করে—সে কথা আলাদা। নইলে ভয়ের কিছু নেই।

হার্টজ রিভলবারটা নাচায়। আমি চোখ মুখে ভীতির ভাব আনি।

গোঙানির সুরে বলি, বাইরে যেতে দাও। কোন ঝামেলা করবো না।

হার্টজ নরম গলায় বলে, বাইরে তুমি যাবে। কিন্তু আমি যেভাবে নিয়ে যাব সেভাবেই যেতে হবে।

আমাকে দাঁড়াবার সুযোগ দেয় হার্টজ। তারপর সে নাচের ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। আমার মাথা লক্ষ করে রিভলবারের বাঁট চালায়।

আমি প্রস্তুত ছিলাম। চকিতে একপাশে সরে দাঁড়াই। হার্টজের হাত আমার বাহু ছোঁয়। ওকে কাছাকাছি পাই। ওর কোট চেপে ধরে। তারপর আমি হাঁটু ভেঙে নিচে ঝুঁকে হার্টজকে দু'হাতে মাথার ওপর দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করি। সশব্দে ওর মুখ আর নাক আছড়ে পড়ে কাচের দরজার ওপর।

তারপর আমি ছুটে যাই একজন মস্তানের দিকে। সে একদিকে সরে যায়। ওর দু'চোখ ঠিক্‌রে বেরোয় কিন্তু সে আমার আক্রমণের লক্ষ্য নয়। শুধু ওকে ধোঁকা দিয়েছি। আমার নজর ওর বন্ধুর দিকে। কাছেই সে অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়ানো।

ওর চোয়ালের এক পাশে আমি সজোরে ঘুষি মারি। প্রচণ্ড জোর ছিল ঘুষিটায়। সে আঘাত সামলাতে পারে না। ওর মাথা সশব্দে ঠুকে যায় দেয়ালে। প্রচণ্ড শব্দ হয়। কিছুক্ষণ সে ঘুমিয়ে থাকবে।

বাকি রইলো অন্য মস্তানটি।

বন্য হাতির মতো সে তেড়ে এলো আমার দিকে। ওর মুখে ভয়ের ছাপ। আমি নিচু হয়ে ঝুঁকে ওর পাঁজরে আঘাত করি। সে পিছিয়ে যায়। তারপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর পায়ের গোড়ালি ধরে ঠেলে দিলাম ওপরে। মেঝের ওপর সে সশব্দে ছিট্‌কে পড়ে। কয়েকবার ওর শরীর কাঁপে। তারপর সে জ্ঞান হারায়।

এবার ফিরে তাকাই হার্টজের দিকে। সে এখনও আবশ্যের তারা গুনছে। বার কাউন্টারের পাশে ওর অসাড় দেহ। এগিয়ে যাই। ওর অবশ হাতের মুঠো থেকে আমার রিভলভারটা উদ্ধার করি।

পেছনে সরে এলাম। চারদিকে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। মাত্র আশি সেকেন্ডে এসব ঘটে

BanglaBook.org

গেছে। নিজের উপর খুশি হই। গত চার পাঁচ বছরে এমন লড়াই করিনি। দেখা যাচ্ছে লড়াই করার ক্ষমতাটা আমার এখনও অটুট।

এখন আমার সামনে দুটো পথ খোলা। হয় এখুনি কেটে পড়া অথবা আড়ালে থেকে আরও কিছু মূল্যবান খবর সংগ্রহের আশা রাখা।

এ'পর্যন্ত ঝুঁকি নেওয়া সত্ত্বেও মূল্যবান কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। মনে হলো আবার হয়তো এ'ক্লাবে ঢোকার সুযোগ হবে না—সুতরাং আরও কিছুক্ষণ থেকে যাওয়াই স্থির করি।

কিন্তু কোথায় লুকোবো?

আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মস্তানদের একজন গোঙায়। সুতরাং আমি এগিয়ে যাই। তারপর নিঃশব্দে নেমে দাঁড়াই ছাদের ওপর। বসে পড়ি। এখান থেকে নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। আমার হাতে রিভলবার।

রাত আটটায় হঠাৎ শুনতে পাই ক্লাবে লোকজনের আনাগোনা। অনেক নিচে হোটেলের প্রবেশ-পথে একে একে থামছে দামী দামী গাড়ি। একটা সিগারেট ধরাই। নাচের শব্দ শুনি। স্থির করি আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখতে।

রাত নটায় ভিড় উপচে পড়ে। ব্যান্ড বাজছে। মানুষের কণ্ঠস্বর আর হাসির শব্দ শুনি। সময় হয়েছে। উঠে দাঁড়াই আমি।

ছাদের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যাই। জানালার দিকে তাকাই। প্রথম দুটো ঘর খালি। তৃতীয় জানালাটা বড়। একপাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাই। চেয়ারে বসে করডেজ হিসেব পরীক্ষা করছে। ওর মুখে সিগারেট।

সম্ভবত দশ মিনিট আমি করডেজকে লক্ষ করছিলাম। তারপর আমার মনে হলো এখানে দাঁড়িয়ে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছি। সেই মুহূর্তে শুনি দরজায় করাঘাতের শব্দ।

করডেজ বলে, 'ভেতরে এসো।' তারপর আবার সে হিসেবের খাতায় চোখ রাখে।

একটু পরে সে মুখ তুলে তাকায়। ওর চোখের ভাব হয়ে ওঠে কঠিন। সে বলে, শোন ডোনাগু, কাছে মালকড়ি না থাকলে কেটে পড়!

ডোনাগুর দু'চোখে ঘৃণার ভাব প্রকাশ পায়। সে বলে, আমি সঙ্গে অর্থ এনেছি। আপনি আমাকে মেজাজ দেখাবেন না! এই নিন এক হাজার ডলার। এবার আমার দুটো চাই।

অর্থ গুনে করডেজ ড্রয়ারে রাখে। তারপর সে এগিয়ে যায় আলমারির দিকে। নিজেকে আড়াল করে আলমারি খুলে কিছু বের করে। তারপর আলমারি বন্ধ করে নিজের চেয়ারে এসে বসে।

দুটো ম্যাচ-ফোল্ডার এগিয়ে দেয় ডোনাগুর দিকে করডেজ।

BanglaBook.org

ছোঁ মেরে ম্যাচ-ফোল্ডার দুটো হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে ডোনাগু। তারপর পকেটে রেখে কোন কথা না বলে বেরিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে করডেজ। তারপর আবার সে কাজে ডুবে যায়।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি সব লক্ষ করি।

চল্লিশ মিনিটে আরও দু'জন লোক ঘরে এলো। ওরা প্রত্যেকে পাঁচশো ডলারের পরিবর্তে একটা করে ম্যাচ-ফোল্ডার নিয়ে চলে যায়। করডেজের ব্যবহারে মনে হয় সে যেন ওদের কৃতার্থ করছে।

একটু ঝুঁকে নিচে তাকাই। রাত দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। মনে পড়ে মিস্ মারগটের সঙ্গে দেখা করার কথা।

দশ ফিট নিচে বাঁ দিকে হোটেলের একটা বেডরুমের ব্যালকনি। জানালা দিয়ে আলো পড়ছে না বাইরে। ওই পথ দিয়ে বাইরে যাওয়া সহজ হবে।

ব্যালকনিতে নেমে দাঁড়াই। একটু পরে ঘরে ঢুকি। দরজার দিকে এগিয়ে যাই। দরজা খুলে বাইরে তাকাই। ফাঁকা প্রশস্ত করিডর।

করিডর ধরে এগিয়ে যাই লিফ্টের খোঁজে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নবম অধ্যায়

এক

হোটেলের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো মারগট ক্রিডি। আলোকিত চাঁদোয়ার নিচে সে থমকে দাঁড়ায়। রাত দশটা বেজে পাঁচ মিনিট।

ওর পরনে স্বচ্ছ সবুজ পোশাক। গলায় বড় আকারের পান্না। ওকে দেখাচ্ছে দারুণ!

হোটেলের প্রবেশ-পথে গাড়ি থামাই। গাড়ি থেকে নেমে বলি, হ্যালো মিস্ ক্রিডি...আপনাকে দারুণ লাগছে! এটা অবশ্য সবটা বলা হলো না। ব্যক্তিগত মতামতটা প্রকাশ করতে গেলে প্রকাশভঙ্গিটা হওয়া দরকার আরও বেশি অন্তরঙ্গ।

অল্প হাসে মারগট। ওর দু'চোখ সজীব। সে বলে, এ'পোশাক আর অলঙ্কার পরেছি শুধু আপনার জন্যে! আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম।

—আপনি অত্যন্ত বিনয় করতে পারেন। আপনি কি সঙ্গে গাড়ি এনেছেন?

—উঁহুঁ! আপনাকে বাংলোটা দেখাবো। সম্ভবত আপনি আমাকে আপনার গাড়িতে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবেন। অসুবিধে হবে কি?

—উঁহুঁ। আপনাকে আমি পৌঁছে দেব।

গাড়িতে বসে মিস্ মারগট বলে, ডান দিকে ঘুরে সোজা গাড়ি চালান।

জায়গাটা বেড়াবার জন্যে সুন্দর। বহু গাড়ি অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোরে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। চারিদিকের পরিবেশ মনোরম। আমি আস্তে আস্তে গাড়ি চালাই।

আমি বলি, মাসকেটার ক্লাব সম্পর্কে শুনেছি জায়গাটা নাকি চমৎকার। আপনি কি প্রায়ই ওখানে যান?

—ওখানে ট্যুরিস্টদের ভিড় নেই। তাই মাঝে মাঝেই আমি যাই। ক্লাবের অর্ধেকটার মালিকানা বাবার—সুতরাং আমাকে খরচের জন্যে চিন্তা করতে হয় না। যদি আমাকে বিল মেটাতে হতো—ওখানে ঘন ঘন যেতে পারতাম না।

—আপনার অনেক দামী অলঙ্কারের একটা বিক্রি করলেই আপনি ক্লাবে ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারবেন বহুদিন।

মিস্ মারগট হেসে বলে, একটা অলঙ্কারেরও মালিক আমি নই। বাবা আমাকে শুধু পরার অনুমতি দিয়েছেন। অলঙ্কার পাল্টাতে চাইলে আমি বাবার কাছে নিয়ে যাই, উনি আমাকে অন্য একটা পরতে দেন। নিজের বলতে আমার কিছুই নেই।

BanglaBook.org

এমনকি এই পোশাকটা পর্যন্ত।

আড় চোখে মিস্ মারগটের দিকে তাকিয়ে বলি, বাংলোটা তো আছে—লীজে নিয়েছেন।

—ওটা বাবা লীজে নিয়েছেন।

—নতুন ভাড়াটে হয়তো উনি পছন্দ করবেন না। আমি বরং বাংলোতে থাকার পরিকল্পনা ত্যাগ করি।

—উনি জানতে পারবেন না। ওঁর ধারণা আমি বাংলোটা এখনও ব্যবহার করি।

—জানতে পারলে উনি কি অবাক হবেন না?

—কখনও বাংলোতে পা দেবেন না উনি।

—আর কি করা যায়...আপনি যখন এতটাই নিশ্চিত এ'ব্যাপারে।

মিস্ মারগট তার পেলব বাহু নেড়ে বলে, বাবা সব কিছুর ওপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে ভালোবাসেন। আমার নিজের বলতে কোন অর্থ কখনও ছিল না। আমাকে বিল পাঠাতে হয়—উনি মিটিয়ে দেন।

—কখনও আমার বিল কেউ মিটিয়ে দেয়নি! আমি মজার ভঙ্গিতে বলি।

মিস্ মারগট জবাবে বলে, কিন্তু কেউ তো আপনাকে বলেনি এটা কিনবে না, সেটা কিনবে না...বলেছে কি?

—শুনুন, এভাবে চললে আপনার জন্যে কিন্তু আমি দুঃখিত হতে শুরু করবো। আপনি নিশ্চয়ই তা চান না, কি বলেন?

আবার হেসে বলে মিস্ মারগট, চাইতে পারি। সহানুভূতি পেলে ভালো লাগবে।

আমি বলি, মন দিয়ে শুনুন...আপনার জন্যে আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে উঠছে!

এবার আমরা হৈ-হট্টগোল পেরিয়ে নিরিবিলি জায়গায় পৌঁছে যাই। গাড়ির স্পীড বাড়াই।

মিস্ মারগট বলে, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন? কখনও কখনও আমি অর্থের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠি।

—আমিও। শুনুন, আপনার মতো মেয়ের পক্ষে কখনও অর্থের জন্যে মরিয়া হওয়ার দরকার নেই। মডেল হিসেবে আপনি মোটামুটি ভালো রোজগার করতে পারেন। কখনও এ'ব্যাপারটা ভেবেছেন?

—বাবা কখনও তা অনুমোদন করবেন না। উনি নিজের মান-সম্মানের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক। উনি নিষেধ করলে মডেল হিসেবে আমি কোথাও কাজ পাব না।

—আপনার কথা মানতে পারলাম না। এখানে আপনার থাকতে হবে না। নিউ ইয়র্ক আপনাকে লুফে নেবে!

—তাই নাকি? বাঁ দিকে ঐ রাস্তা দিয়ে চলুন।

BanglaBook.org

গাড়ির হেডলাইটে চোখে পড়ে রুক্ষ বালির পথ যেন সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। গাড়ির স্পীড কমাই। বালির পথ ধরে অন্ধকারে এগিয়ে চলি। সামনে সাদা রাস্তা।

আমি বলি, আমি শুধু কথার জন্যেই কথা বলছিলাম। কথা বলা সহজ। অন্যের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। নিজেকেই আপনাকে রাস্তা খুঁজে নিতে হবে।

—মনে হয় তাই।

—'রাস্তাটা একটু অন্য রকম, তাই না'? আমি বলি। অসমতল রাস্তায় গাড়িটা ধাক্কা খায়। দু'পাশে পাম গাছের সারিতে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। দু'পাশে চাপ চাপ অন্ধকার।

ব্যাগ খুলে একটা সিগারেট ধরায় মিস্ মারগট। বলে, এমন নির্জন জায়গা দেখেই বাংলোটা লীজ নিয়েছি। এ'শহরে আমার মতো যদি বেশিদিন থাকতেন, আপনিও একটু নির্জনতা চাইতেন। একা থাকতে কি আপনি পছন্দ করেন না?

হার্টজ এবং মস্তান বাহিনীর কথা মনে পড়ায় বলি, একটা সীমারেখা পর্যন্ত একা থাকা যায়।

কিছুক্ষণ আমরা কেউ কথা বলি না। তারপর হেডলাইটের আলোয় সমুদ্র থেকে কুড়ি গজের মধ্যে বাংলোটা চোখে পড়ে।

—আমরা এসে গেছি।

গাড়ি থামাই।

মিস্ মারগট জিজ্ঞেস করে, আপনার কাছে ফ্ল্যাশ-লাইট আছে? আলোর সুইচ না পাওয়া পর্যন্ত দরকার হবে।

বড় একটা ফ্ল্যাশ-লাইট হাতে বাইরে এলাম। বাংলোর দরজা পর্যন্ত আমরা হেঁটে যাই।

আকাশের চাঁদে চারদিক আলোকিত। সামনে বালির দীর্ঘ রাস্তা, পাম গাছের সারি আর সমুদ্র। দূরে পাহাড়ের ওপর একটা বাড়ি থেকে আলোর ঝিলিক দেখা যায়।

মারগট ব্যাগের মুখ খুলে চাবি বের করছে দরজা খোলার জন্যে। আমি জিজ্ঞেস করি, ওটা কি?

—অ্যারো পয়েন্ট।

—হানের বাসস্থান থেকে আলো দেখা যাচ্ছে কি?

—হুঁ।

মারগট দরজা খোলে। আলো জ্বালে। বেশ বড় ঘর। কোণের দিকে একটা ছোট্ট ধরনের পানশালা। একটা রেডিওগ্রাম আর টেলিভিশন। বেশ কয়েকটা সুদৃশ্য চেয়ার।

আমি বলি, চমৎকার! এখানে কি সত্যিই আমার থাকার ব্যবস্থা হবে?

মারগট এগিয়ে যায়। জানালা খুলে দেয়। সমুদ্রের অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে।

BanglaBook.org

—জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়েছে?

মারগট ফিরে এলো দরজার কাছে। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসে। মোহময় হাসি। আমার রক্ত তোলপাড় করে ওঠে। আমি বলি, দারুণ জায়গা!

পানশালার দিকে তাকাই। সমস্ত রকম পানীয় মজুত।

—এ সব কি আপনার বাবার অথবা আপনার?

—বাবার। বাড়ি থেকে এনেছি। এক সঙ্গে চার বোতল। হেসে মারগট বলে, বাবার সব আছে। সুতরাং মাঝে মাঝে আমিও দামী পানীয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হব কেন?

ফ্রিজ খুলে শ্যাম্পেনের বোতল বের করে মারগট। বলে, আসুন, একটু পান করা যাক। আপনি ছিপি খুলুন...আমি গ্লাস আনছি।

বোতলের ছিপি খুলে দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে মারগটকে জিজ্ঞেস করি, উৎসব কিসের জন্যে?

মারগটের দু'চোখ উজ্জ্বল দেখায়। সে বলে, আমাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাতের জন্যে। আপনিই প্রথম ব্যক্তি যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যে আমার অর্থ আছে কি নেই, সেটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

—একটু অপেক্ষা করুন। কেন একথা ভাবলেন?

শ্যাম্পেন পান করে মারগট বলে, আমি জানি। এবার আপনি আপনার নতুন বাসস্থান ঘুরে ফিরে দেখে বলুন কেমন লাগছে।

গ্লাস নামিয়ে জিজ্ঞেস করি, কোন জায়গা থেকে শুরু করবো?

—বাঁ দিকে শোবার ঘর।

পরস্পরের দিকে আমরা তাকাই। মারগটের চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যার অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে।

শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াই। আমার নিঃশ্বাস পড়ে আস্তে আস্তে।

চমৎকার শোবার ঘর। দুজনের উপযোগী শোবার ব্যবস্থা। মোজায়েক করা মেঝে। ডানদিকের দরজা খুললেই বাথরুম। ঝক্‌ঝক্ করছে।

লাউঞ্জে ফিরে এলাম আমি।

জানালার কাছে ডিভানে শোয়া মারগট। মাথার নিচে দুটো বালিশ। সমুদ্রের দিকে সে তাকিয়ে।

আমার দিকে না তাকিয়ে মারগট জিজ্ঞেস করে, পছন্দ হয়েছে শোবার ঘরটা?

—হুঁ। আপনি কি সত্যিই চান আমি এখানে থাকি?

—কেন থাকবেন না? এখন আমি এখানে থাকছি না।

—কিন্তু আপনার অনেক জিনিস এখনও রয়েছে এখানে।

BanglaBook.org

—এই মুহূর্তে ওসবের কোন দরকার নেই। বরং আমি ওসব নিয়ে একটু ক্লান্ত। পরে আবার ব্যবহার করবো। আমার পরনের পোশাক না হয় কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নেবে। আপনার জিনিস রাখার জন্যে আরও অনেক ঘর আছে।

ওর কাছাকাছি চেয়ারে বসি আমি। বাংলোয় ওকে একা পেয়ে মনে মনে আমি তীব্র উত্তেজনা টের পাই। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে মারগট জিজ্ঞেস করে, খুনের তদন্তের ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হলেন?

—তেমন কিছু নয়। যা ঘটছে তাতে কাজে মন বসাতে পারা যায় কী?

—কি ঘটেছে?

—এই বাংলো...তারপর অবশ্যই আপনি...।

—তাহলে আমি আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি?

—হুঁ।

মারগট আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনিও কম যান না!

অনেকক্ষণ আমরা কথা বলি না। মারগট পা নাচাতে নাচাতে বলে, সাঁতার কাটতে যাচ্ছি। যাবেন?

—নিশ্চয়ই। আমি বলি, গাড়িতে আমার ব্যাগ রয়েছে—নিয়ে আসি।

বাইরে এলাম। অন্ধকার। গাড়ির ভেতর থেকে ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলাম।

শোবার ঘরে ঢুকে লক্ষ করি মারগট প্রমাণ-সাইজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। পোশাক খুলে ফেলেছে। পরনে শুধু সাদা ব্রা। সে ব্রা খোলার চেষ্টা করছে।

ব্যাগ নামিয়ে বলি, মারগট, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।

'তুমি' সম্বোধনে মারগট কোন আপত্তি জানায় না। সে আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। ওর চোখের ভাষা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

মারগট জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আমাকে সুন্দরী মনে কর?

ওর অন্তরঙ্গ সম্বোধনে আমি খুশি হই। ওকে বলি, শুধু সুন্দরী নও....আরও অনেক কিছু।

মনে হলো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। ব্যাপারটা এখানে থামিয়ে দিলে মঙ্গল। কিন্তু মনকে বশ করতে পারলাম না। শুধু প্রকাশ্যে বলি, জানি, পরে কিন্তু আমাদের অনুশোচনা...।

মাথা নেড়ে মারগট বলে, ওকথা বলো না। আমি যা করি তার জন্যে পরে কোন অনুতাপ করি না।

BanglaBook.org

দুই

অন্ধকার থেকে মারগটের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, একটা সিগারেট দাও।

হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশে টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট তুলে মারগটের ঠোঁটে গুঁজে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলাম।

লাইটারের আলোয় লক্ষ করি মারগট বালিশের ওপর থেকে মাথা তুলেছে। ওর মুখে তৃপ্তির ছাপ। আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসে।

লাইটার বন্ধ করি।

অন্ধকারে মারগট বলে, কি ভাবছো আমার সম্পর্কে? আমি কোন রকম কৈফিয়ত দিচ্ছি না। অবশ্য আমি এতটা সহজলভ্যা নই। কখনও কখনও এমন ব্যাপার ঘটে। আমার প্রয়োজন হয়।

'যে মুহূর্তে তোমাকে দেখেছি—আমার মনের মধ্যে আলোড়ন ঘটেছে। বহু বছর এমনটা হয়নি। ফলে আজকের এই পরিণতি । আমার কথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু সত্য কথা বলছি।'

আমার হাত ধরে মারগট আবার বলে, যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি আনন্দ তুমি আমাকে দিয়েছো। প্রেমিক হিসেবে তোমার তুলনা নেই!

হঠাৎ যা ঘটে গেল তার জন্যে আমি এখনও বিভ্রান্ত আর বিস্মিত। ওর কথা শুনে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি মারগটের যৌবনের হাতছানিতে সাড়া দিলাম।

আমি একটু ঝুঁকে মারগটের মুখে চুমু খাই। বলি, তুমিও আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছো...তুমি অতুলনীয়া!

আমার মাথার চুলে আঙুল বোলায় মারগট। বলে, আমাদের মধ্যে এমন ভালোলাগার সম্পর্ক যেন বজায় থাকে।

বিছানা ছেড়ে ওঠে মারগট। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ওকে অনুসরণ করে বাইরে এলাম আমি। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মারগট বাইরে সমুদ্র দেখছে। চাঁদের আলোয় ওকে মনে হচ্ছে ক্ল্যাসিক শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি অসাধারণ ছবি।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, এখন কি করা যায়? কি ভাবছো?

আমার হাত ধরে মারগট বলে, এখন চলো, সাঁতার কাটবো। তারপর আমাকে ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে। কটা বাজে?

—রাত দুটোর বেশি।

—তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে ফিরতে হবে।

BanglaBook.org

এগিয়ে যায় মারগট। প্রায় ছোটে সে। ওকে ধরার জন্যে আমিও ছুটি। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে বীচে ফিরে এলাম আমরা। তারপর হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাই বাংলোর দিকে।

বাংলোর কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায় মারগট । পেছন ফিরে মুখ তোলে। ওকে জড়িয়ে ধরি। কিছুক্ষণ এভাবে থাকি আমরা। তারপর মারগট আমাকে সরিয়ে দেয়।

মারগট বলে, চমৎকারভাবে সময়টা কাটলো, লিউ। আবার আমি আসছি। তুমি কিছু মনে করবে না তো?

—অদ্ভুত প্রশ্ন! কিভাবে ভাবলে আমি কিছু মনে করবো?

—যাই....পোশাক পরবো। আমাকে পৌঁছে দিতে তোমার খারাপ লাগবে কি?

—আমি চাই ভোর পর্যন্ত তুমি থাক। থাকবে না?

মাথা নেড়ে মারগট বলে, উঁহুঁ। আমিও থাকতে চাই...কিন্তু আমার পরিচারিকার কথা ভেবে থাকতে পারছি না। ওর খরচা যোগান বাবা। সারা রাত বাইরে থাকলে বাবা জানতে পারবেন।

আমি বলি, বাবার ভয়ে তুমি মরলে! ঠিক আছে...ভেতরে চলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি পোশাক পরে বেরুবার জন্যে তৈরি হই। মারগট মাথার চুল ঠিকঠাক করতে থাকে।

আমি বলি, এখানে থাকার জন্যে কিছু ভাড়া দেব ভাবছি। সপ্তাহে তিরিশ ডলার। তোমার কাজে লাগবে।

মাথা নাড়ে মারগট। হেসে বলে, এখানে থাকার জন্যে তোমাকে কিছু দিতে হবে না। চল, যাওয়া যাক ।

—ঠিক আছে....তুমি যখন কিছুতেই থাকবে না।

ফেরার পথে আমার মন চিন্তায় ভরে ওঠে। এ মুহূর্তে প্রশ্ন করার পক্ষে উপযোগী। মারগটের মনটা এখন খুশিতে ভরপুর। হয়তো কাঙ্খিত জবাব পেয়ে যাব।

সুতরাং আমি আলগোছে প্রশ্ন করি, তুমি কি বলতে পার কেন তোমার বাবা একজন বেসরকারী গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলেন?

গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে বসেছিল মারগট। আমার প্রশ্নটা শুনে সে একটু চমকে উঠে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আশা করছো, তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব?

—উঁহুঁ। জবাব দিতে হবে না। তাতে আমি কিছু মনে করবো না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মারগট বলে, তোমার প্রশ্নের সঠিক জবাব আমি জানি না কিন্তু অনুমান করতে পারি। যদি বাবা তোমার পার্টনারকে নিয়োগ করে থাকেন—

BanglaBook.org

সেটা করেছেন তাঁর স্ত্রীর ওপর নজর রাখার জন্যে।

—স্ত্রীর ওপর নজর রাখা...তার কি কোন কারণ আছে?

—যথেষ্ট কারণ আছে। অনেক আগে কেন করেননি, তাই আমার কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার । বাবার স্ত্রীর সব সময় প্রয়োজন একজন প্রেমিকের। এখন যেমন আছে থ্রিসবি নামে জঘন্য লোকটা! সম্ভবত বাবা এসব ব্যাপারে ক্লান্ত! স্ত্রীকে ডিভোর্স করুন বাবা। তাহলে আমি বাড়ি ফিরতে পারি।

—বাড়ি ফিরতে চাও তুমি?

—বাড়ি থেকে কেউ বাইরে থাকতে চায় না। ব্রিজিতের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা যাচ্ছে না বলেই আমি বাইরে ফ্ল্যাট নিয়েছি।

—থ্রিসবির ব্যাপারটা কি?

—সব কিছু। সংসার নষ্ট করতে লোকটা ওস্তাদ! জঘন্য টাইপের!

—তোমার উপর নজর রাখার জন্যে তো আমার পার্টনার শেফিকে কাজে লাগাননি তোমার বাবা?

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে সিগারেটের ছাই ফেলে মারগট বলে, তার জন্যে কোন গোয়েন্দাকে কাজে লাগাবেন না বাবা। আমার পরিচারিকার মাধ্যমে উনি আমার সব গতিবিধি জানতে পারবেন। পরিচারিকাকে কাছে রাখি—একমাত্র এই শর্তে ফ্ল্যাটের ভাড়া উনি মিটিয়ে দেন। সুতরাং আমার ধারণা ব্রিজিতের ওপর নজর রাখার জন্যেই তোমার পার্টনার শেফিকে নিয়োগ করেছিলেন বাবা।

—আমারও তাই মনে হয়।

এক মাইল নীরবে গাড়ি চালাই। তারপর মারগট বলে, ব্রিজিতের ওপর কি তুমি নজর রাখবে?

—উঁহুঁ। শেফির খুনের সঙ্গে ব্রিজিতের কোন সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয় ব্রিজিতের ওপর নজর রাখার সময় শেফি কিছু আবিষ্কার করেছিল। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানতে পেরেছিল শেফি...সুতরাং সে খুন হয়। এ'শহরে মস্তানদের আধিপত্য খুব বেশি। এই মাসকেটার ক্লাবের কথাই ধরা যাক। ওখানের কোন গোপন ব্যাপার হয়তো নজরে এসেছিল শেফির। ক্লাবটা চালায় একজন মস্তান।

—তুমি সত্যিই তাই মনে কর?

—এটা আমার অনুমান। হয়তো ভুল হতে পারে। আরও বেশি কিছু না জানা পর্যন্ত এ'ধারণাকে আঁকড়ে থাকবো।

—শেফি যদি কিছু জানতে পারে, বাবা তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স করবেন—ব্রিজিত কিছুই পাবে না। নিজের বলতে ওর কোন অর্থ নেই। যদি বাবা ওকে ডিভোর্স করেন—ও রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাবে!

BanglaBook.org

—তুমি নিশ্চয়ই ইঙ্গিত করছো না যে ব্রিজিতই খুন করেছে শেফিকে?

—নিশ্চয়ই না! কিন্তু এ'কাজ করতে পারে থ্রিসবি। ওকে আমি দিনের পর দিন দেখেছি। তুমি ওকে চেন না। সাংঘাতিক টাইপের। যদি সে মনে করে শেফি কিছু জানার ফলে ব্রিজিতের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোন অর্থ পাবে না—সেক্ষেত্রে সে খুন করতে পারে শেফিকে।

—এ'ব্যাপারটা নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি।

—মনে হয় থ্রিসবিকে একবার বাজিয়ে দেখা দরকার। ওকে কোথায় পাব?

—ক্রেস্টে ওর একটা ফ্ল্যাট আছে। শহরের পেছন দিকটায়। মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করার মতো জায়গাই বটে!

মারগটের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা চাপা থাকে না।

মারগট বলতে থাকে, থ্রিসবি তার ফ্ল্যাটে কেবলমাত্র ব্রিজিতকে নিয়ে স্ফূর্তি করে না...যে সমস্ত স্ত্রীলোক অর্থ খরচ করতে পারে, তাদেরও জায়গা হয় ওখানে।

আমি জবাবে বলি, থ্রিসবিকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ'শহরে এমন ব্যাভিচারে লিপ্ত আরও অনেক পুরুষ!

মারগট বলে, হুঁ। ডানদিকে গাড়ি ঘোরাও। ফ্র্যাঙ্কলিন আর্মসে পৌঁছে যাবে।

মারগটের বাসস্থানের কাছে পৌঁছে গাড়ি থামাই।

আমার হাত স্পর্শ করে মারগট বলে, গুড নাইট। পরে তোমাকে ফোন করবো। থ্রিসবি লোকটা সম্পর্কে সাবধান!

আমি বলি, আমার জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। থ্রিসবিকে আমি ম্যানেজ করবো। তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকবো আমি।

গাড়ি থেকে নামার উদ্যোগ করতেই মারগট বলে, উঁহুঁ, নেমো না। সম্ভবত জানালা দিয়ে আমার পরিচারিকা লক্ষ করছে। গুড নাইট, লিউ।

আমার গালে ঠোঁট ছোঁয়ায় মারগট। তারপর সে চলে যায়।

আমি গাড়ি চালাই। সিগারেট ধরাই। আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাই।

চিন্তায় মন ভরপুর। করডেজের কথা ভাবি। শেফির স্যুটকেসে পাওয়া ম্যাচ-ফোল্ডারগুলির দাম হবে পাঁচশো ডলার। এ'রকম তিনটে ফোল্ডার তিনজন লোককে দিয়েছে করডেজ। ওরা প্রত্যেকে দিয়েছে পাঁচশো ডলার করে।

হয় শেফি ম্যাচ-ফোল্ডার দেখেছে অথবা কারুর কাছ থেকে নিয়েছে। সেই লোকটা ম্যাচ-ফোল্ডারের সন্ধানে শেফির এবং আমার ঘর তছনছ করেছে। আমার ঘরে ফোল্ডারের সন্ধান পেয়ে বদলে দিয়েছে। ভেবেছে আমি ধরতে পারবো না। হয়তো এই রহস্যময় ম্যাচ-ফোল্ডারের জন্যেই খুন হয়েছে শেফি।

সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে আমাকে আরও খবর সংগ্রহ করতে হবে।

BanglaBook.org

রাত তিনটের পরে বাংলোয় পৌঁছে যাই। সামনের দরজা খুলে আলো জ্বেলে লাউঞ্জে ঢুকি।

অল্প পরিমাণে হুইস্কি পানের জন্যে পানশালার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে টেবিলের ওপর পড়ে আছে মারগটের ব্যাগ। আস্তে আস্তে ব্যাগটা খুলি। মেয়েদের প্রসাধনের কয়েকটা জিনিস। একটা রুমালের নিচে ম্যাচ-ফোল্ডার।

ম্যাচ-ফোল্ডারটা খুলি। তেরটা ম্যাচ। প্রত্যেকের পেছনে নম্বর। যেমন সি ৪৫১১৪৮ থেকে সি ৪৫১১৬০।

এই ম্যাচ-ফোল্ডারটাই ছিল শেফির স্যুটকেসে। এটা আমি আমার হোটেলের বেডরুমে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এটা চুরি হয়।

টেলিফোন বেজে ওঠে। ম্যাচ-ফোল্ডারটা পকেটে রেখে টেলিফোন তুলি।

—কে কথা বলছেন? জানা সত্ত্বেও আমি জিজ্ঞেস করি।

—লিউ কী কথা বলছো?

মারগটের কণ্ঠস্বরে একটু ব্যস্ততা চাপা থাকে না।

—মারগট, তোমার কিছু হারিয়েছে?

—আমার ব্যাগটা....নজরে পড়েছে?

—এখানে একটা টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে।

—হায় ঈশ্বর! জানতাম না ব্যাগটা ক্লাবে অথবা তোমার গাড়িতে ফেলে এসেছি। জান, আমি শুধু এখানে-ওখানে আমার জিনিস ফেলে আসি। যদি ব্যাগটা আমাকে পৌঁছে দিতে না পার সেক্ষেত্রে কাল সকালে আমি নিজেই যাব। তুমি কী পারবে ব্যাগটা পৌঁছে দিতে?

—ঠিক আছে। কাল সকালে কোন এক সময়ে ব্যাগটা নিয়ে যাব।

—ধন্যবাদ ডার্লিং। শোন লিউ...।

—বলো।

—তোমার কথা ভাবছি।

—আমিও ভাবছি তোমার কথা।

—গুড নাইট, লিউ।

—গুড নাইট, সুন্দরী।

ওপাশ থেকে ফোন রেখে দেয় মারগট।

BanglaBook.org

তিন

পরের দিন প্রায় সকাল দশটায় ঘুম ভেঙে যায়। শুয়ে শুয়ে আমি সিলিংয়ের ওপর সূর্যের বাহারি খেলা দেখতে থাকি। তারপর আড়মোড়া ভেঙে গায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে উঠে পড়ি।

ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ স্নান করার পর দু'চোখ থেকে ঘুম সম্পূর্ণ চলে যায়।

পাজামা পরে রান্নাঘরে গিয়ে কফি বানাই।

বারান্দায় বসে কফি পান করি। এখান থেকে চোখে পড়ে পেনিনসুলা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত স্কুল অব সিরামিক্স।

পোশাক পরার সময় মনে মনে স্থির করি টুরিস্টদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে ঘুরে দেখবো।

এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে গাড়ি চেপে বেরিয়ে পড়ি। টুরিস্টরা এ'সময়ে ভিড় করে। পাঁচ মিনিট গাড়ি চালাবার পর একটা সাইনবোর্ড নজরে পড়ে। স্কুল অব সিরামিক্সে যাওয়ার রাস্তা।

গাড়ি চালাবার সময় পেছনে বাসের হর্ণ শুনি। টুরিস্টরা যাচ্ছে। রাস্তার এক পাশে গাড়ি রাখি। বাসটা বেরিয়ে যায়। অনেক ধুলো ওড়ে।

পার্কিং-লটে ইতিমধ্যেই ছটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। বয়স্ক একজন লোক এগিয়ে এলো। পার্কিং টিকিট দিয়ে সে এক ডলার চায়।

লোকটার সঙ্গে সময় কাটাবার জন্যে কথা বলি কিছুক্ষণ। বাস থেকে টুরিস্টরা নেমে পড়লে ওদের সঙ্গে মিশে যাই। আমরা এগিয়ে চলি বিল্ডিংয়ের দরজার দিকে। দরজার মুখে আর একটা লোক দাঁড়িয়ে। ওকেও এক ডলার দিতে হয় ভেতরে ঢোকার জন্যে।

একটা ঘরে আমরা ঢুকি। বেশ বড় ঘর। চিনা মাটির তৈরি নানা আকারের মূর্তি চোখে পড়ে। ঘরের দু'পাশে লম্বা কাউন্টার। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে সাদা কোট পরিহিতা মেয়েরা। ওরা টুরিস্টদের উপর লক্ষ রাখছে ক্লান্ত চোখে। মনে হলো ঠিক এভাবেই ক্লান্ত চোখে টুরিস্টদের ওপর নজর রাখতো থেলমা।

কাউন্টারের পেছনে প্রায় একই পোশাকে কুড়িটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। ওরা টুরিস্টদের কাছে মূর্তি বিক্রি করার জন্যে প্রস্তুত।

ঘরের একদম শেষে একটা খোলা দরজা। লাল পর্দা ঢাকা। কাছেই একটা চেয়ারে বসা রুক্ষ চেহারার মেয়েটা। ওর দুটো হাত কোলের ওপর রাখা। ওর মুখ দেখে মনে হলো অনেকক্ষণ এভাবে বসে আছে সে।

লক্ষ করি টুরিস্টদের অনেকেই চড়া দামে বাজে ধরনের মূর্তি কিনছে।

BanglaBook.org

আমার দু'চোখ লাল পর্দায় ঘেরা ঘরটার দিকে। পর্দার আড়ালেই আসল ঘটনা লুকিয়ে আছে। হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন বয়স্ক মহিলা। ওর আঙুলে দামী আংটি। সে মাথা নাড়ায় রুক্ষ চেহারার মেয়েটার দিকে। তারপর সে বেরিয়ে যায়। একটা বড় জানালা দিয়ে লক্ষ করি মহিলাটি এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাডিলাক গাড়ির দিকে। গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে চালক।

কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো একটা মিষ্টি চেহারার মেয়ের দিকে এগিয়ে যাই আমি। ওকে জিজ্ঞেস করি, আপনাদের এখানে ভালো কোন মূর্তি নেই? বিয়েতে উপহার দেওয়া যায় এমন সুন্দর কোন মূর্তি আমি খুঁজছি।

মেয়েটি অবাক হওয়ার ভান করে জিজ্ঞেস করে, এখানে আপনার পছন্দ মতো কিছুই কি নেই?

আমি বলি, নিজেই দেখুন। আপনি নিজে কি এখান থেকে কিছু নিয়ে বিয়েতে উপহার দেবেন?

—আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। একটু অপেক্ষা করবেন?

কাউন্টার ছেড়ে মেয়েটি যায় রুক্ষ চেহারার মেয়েটির কাছে। ওকে কিছু বলে। রুক্ষ চেহারার মেয়েটি আমার দিকে তাকায়। ওকে তেমন উৎসাহিত মনে হয় না। আমার পোশাক সাধারণ। আঙুলে দামী আংটি নেই।

মিষ্টি চেহারার মেয়েটি ফিরে এসে বলে, মিস্ ম্যাডোক্সের সঙ্গে কথা বলুন।

মিস্ ম্যাডোক্স অর্থাৎ রুক্ষ চেহারার মেয়েটি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?

আমি বলি, বিয়েতে উপহার দেওয়ার জন্যে সুন্দর কোন মূর্তি খুঁজছি। এখানে যা আছে তা কি অতি সাধারণ মানের নয়?

মেয়েটি তার সাজানো ভুরু নাচিয়ে বলে, আমাদের স্টকে আরও সুন্দর ডিজাইনের জিনিস আছে—অবশ্য ওদের দাম বেশি।

—তাই নাকি? কিন্তু আপনাদের এখানে নতুন বিবাহিত লোকজন মনে হয় ঘন ঘন আসেন না। নতুন ডিজাইন দেখান।

পর্দা তুলে মিস্ ম্যাডোক্স বলে, ভেতরে যান।

ওর পাশ দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকি। এ ঘরটা কিছুটা ছোট। মিঃ হ্যানের বাছাই করা শিল্প-সামগ্রীর সমাবেশ। সংখ্যায় ষাটটা হবে। এসবের জন্যে পাগল ছিল মারগট।

মিস্ ম্যাডোক্স জিজ্ঞেস করে, সম্ভবত এসব জিনিস আপনি খুঁজছেন?

—এর চেয়েও ভালো কিছু খুঁজছি। ওই ঘরটায় যেতে পারি?

মিস্ ম্যাডোক্স আমার কাছ থেকে সরে যায়। আমার দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে থাকে।

BanglaBook.org

এ'ঘরের জিনিস প্রকৃত অর্থে ভালো। একটি নগ্ন মেয়ের তামার মূর্তির দিকে আমার চোখ স্থির । অতি জীবন্ত লাগছে। মনে হলো মেয়েটি যেন হঠাৎ লাফ মেরে নিচে নেমে এ'ঘর থেকে বাইরে চলে যাবে।

মিস্ ম্যাডোক্সকে বলি, খুব সুন্দর মূর্তি...কত দাম?

নিরাসক্ত গলায় জবাব দেয় মিস্ ম্যাডোক্স, দু'হাজার ডলার।

—এত দাম? আমার পক্ষে দামটা বেশি হয়ে যাচ্ছে।

মিস্ ম্যাডোক্সের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের আভাস। সে আরও দূরে সরে যায়।

পর্দা তুলে একটা মোটা লোক ঘরে ঢোকে। ওর মুখে লম্বা সিগার। ওকে দেখেছি করডেজের ডেরায়। ওর নাম ডোনাগু। দুটো ম্যাচ-ফোল্ডারের জন্যে এ'লোকটা দু'হাজার ডলার দিয়েছিল করডেজকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশম অধ্যায়

এক

ঘরের মধ্যে আমি আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকি। একটা মাটাডোরের মূর্তির সামনে দাঁড়াই। ওর হাতে সোর্ড। আড় চোখে আমি লক্ষ করি ডোনাগুকে।

আমাকে লক্ষ করে ডোনাগু হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়।

অত্যন্ত নার্ভাস দেখা যায় ডোনাগুকে। ও ফেরার জন্যে এগিয়ে যায় কিছুটা পথ। তারপর আমার কাছে ফিরে এলো। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ায়। বুঝতে পারি—ডোনাগু কি করবে, সে ব্যাপারে মন স্থির করতে পারছে না।

মাটাডোরের মূর্তি দেখিয়ে মিস্ ম্যাডোক্সকে জিজ্ঞেস করি, এর দাম নিশ্চয়ই কিছুটা কম হবে, তাই না?

আমার দিকে না তাকিয়ে মিস্ ম্যাডোক্স বলে, ওর দাম তিন হাজার পাঁচশো ডলার।

ডোনাগু পর্দা সরিয়ে অন্য একটা ঘরে ঢুকে যায়।

আমি ঘুরে বেড়াই। ছোট কোন মূর্তি চোখে পড়ছে না। কম দাম অথচ সুন্দর এমন জিনিস খুঁজি। টের পাই মিস্ ম্যাডোক্স আর অন্য একটা মেয়ে লক্ষ করছে আমাকে।

অবশেষে আমি এসে দাঁড়াই একটি লোমওয়ালা সুন্দর ছোট্ট কুকুরের মূর্তির কাছে। অনেকক্ষণ ধরে আমি মূর্তিটাকে লক্ষ করতে থাকি।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মিস্ ম্যাডোক্স একটু কড়া গলায় বলে, এর দাম সতেরো শো ডলার।

আমি হেসে বলি, এত সস্তা? এই মূর্তিটা প্রায় জীবন্ত, তাই না? এটা নিতে পারি কিনা ভাবছি।

পর্দা তুলে ডোনাগু ঘরে ঢোকে। আমার দিকে চমকে তাকায়। তারপর সে চলে যায় অন্য একটা দরজা দিয়ে।

এখানে আর বেশি অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। মারগটের ব্যাগে পাওয়া ম্যাচ-ফোল্ডার থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার।

লাল চুলের মেয়েটার কাছে যাই। সে আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকায়।

পকেট থেকে ম্যাচ-ফোল্ডারটা বের করি। মেয়েটার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে মিস্ ম্যাডোক্সের দিকে উত্তেজিত চোখে তাকিয়ে এক হাতে পর্দা তুলে দেয়।

BanglaBook.org

—ধন্যবাদ। আমি বলি, আমাকে কেউ লক্ষ করছে না—এ'ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম।

ওর শীতল চোখ দেখে মনে হলো আমার কথাটা বলা ভুল হয়েছে। আমি বাইরে আসি। লম্বা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যাই। বিপদের গন্ধ টের পাই। সঙ্গে রিভলবারটা থাকলে ভালো হোতে।

প্যাসেজের শেষে আমার সামনে একটা দরজা। একটা শেলফের ওপর মাটির তৈরি বাটি। বাটির মধ্যে এক ডজন লাল কাগজে তৈরি ম্যাচ-ফোল্ডার। মাথার দিকটা পোড়ানো।

আর দাঁড়ানো ঠিক হবে না। মাসকেটার ক্লাব আর হানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কিন্তু ম্যাচ-ফোল্ডারের মাথাগুলি পোড়ানো কেন?

বাইরে এলাম। টুরিস্টদের সঙ্গে মিশে যাই। ওরা বেরুবার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্কুল অব সিরামিক্স ত্যাগ করে গাড়ি চালাই ফ্র্যাঙ্কলিন এভেনিউর দিকে। মারগটের ব্যাগ হাতে ওর বাসস্থানের কাছে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যাই।

কাউন্টারে বসা করণিককে আমার নাম বলি। মারগট করণিককে জানায় সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পানশালায় আমার সঙ্গে দেখা করবে।

পানশালায় একটা কোণের টেবিলে আমি বসি। মারগট এলো দশ মিনিট পরে। দুপুর বারোটা বেজে গেছে। মারগটের পরনে সাঁতারের পোশাক। ওর হাতে মস্ত বড় ব্যাগ।

অনেকেই লক্ষ করতে থাকে মারগটকে। ওর দিকে না তাকিয়ে থাকা যায় না।

ওকে দেখে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম। চেয়ারে বসতে বসতে মারগট হেসে বলে, লিউ, দশ মিনিটের বেশি আমি থাকতে পারবো না। শহরের অন্য দিকে আমার দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণ আছে।

মারগট জিন পান করে। আমি হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলি, জান, তোমাকে দেখাচ্ছে কিন্তু দারুণ। অবশ্য এসব কথা শুনতে শুনতে তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত।

হেসে বলে মারগট, যে বলছে তার ওপর সব কিছু নির্ভর করে। আমার ব্যাগটা এনেছো?

ওকে ব্যাগটা ফেরত দিয়ে বলি, এর জন্যে পুরস্কার পরে দাবি করবো।

মারগট দু'চোখে মদির হাসি ছড়িয়ে বলে, লিউ, আমি পুরস্কার দেব। ধন্যবাদ। জান, আমার জিনিস সম্পর্কে আমি ভীষণ অসতর্ক।

মারগট হাত-ব্যাগটা তুলে বড় ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয়।

—মারগট, একটু অপেক্ষা কর। আগে দ্যাখ, তোমার ব্যাগে সব কিছু ঠিকঠাক

BanglaBook.org

আছে কিনা।

মারগট জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, কী হারাতে পারে?

ওর দু'চোখের ভাষায় এমন কিছু ছিল না যাতে ওকে কোন ভাবে সন্দেহ করতে পারি।

—মারগট, তোমার ব্যাগের মধ্যে ম্যাচ-ফোল্ডার আমার নজর কেড়েছে।

মারগটের অবাক লাগে। জিজ্ঞেস করে, তাই নাকি? ম্যাচ-ফোল্ডার? এই জিনিসটা নিয়ে তুমি এত ভাবছো কেন?

ফোল্ডার বের করে মারগট জিজ্ঞেস করে, এটার কথা বলছো?

—হ্যাঁ। কোত্থেকে পেলে?

—জানি না। এমনকি আমি জানি না এটা ব্যাগের মধ্যে আছে। লিউ, তোমার এত আগ্রহ কেন?

—এ'রকম ম্যাচ-ফোল্ডারই তো আমি শেফির ব্যাগে দেখেছি। কারা যেন আমার ঘর তছনছ করে ম্যাচ-ফোল্ডারটা নিয়ে তার পরিবর্তে অন্য একটা রেখে যায়। এখন দেখছি শেফির ঘরে পাওয়া ম্যাচ-ফোল্ডার তোমার ব্যাগের মধ্যে রয়েছে।

—একই ম্যাচ-ফোল্ডার...তুমি কি নিশ্চিত? মাসকেটার ক্লাবে এ'রকম বহু ম্যাচ-ফোল্ডার আমি দেখেছি।

—একবার লক্ষ কর। উল্টোদিকে অনেক সংখ্যা দেখবে। শেফির ঘরে পাওয়া ম্যাচ-ফোল্ডারেও এই নম্বর লক্ষ করেছি।

মারগট ম্যাচ-ফোল্ডার পরীক্ষা করে বলে, ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? হয়তো সব ম্যাচ-ফোল্ডারেই এই নম্বর রয়েছে।

—তা নয়। আমি পরীক্ষা করেছি। তুমি এটা কোত্থেকে পেয়েছো?

—কাল রাত্রে ক্লাব থেকে পেয়েছি। ওখানে ডিনার খেয়েছি।

একটু ভেবে মারগট আবার বলে, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, কাল আমি লাইটার নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। লাইটার ছাড়া আমি কখনও ম্যাচ ব্যবহার করি না। মনে হয় ট্রে-র ওপর থেকে ম্যাচ-ফোল্ডারটা তুলে নিয়েছিলাম।

মাথা নেড়ে বলি, উঁহুঁ...তুমি তা করনি। মারগট, এই ম্যাচ-ফোল্ডারটা বিশেষ ধরনের। এই ফোল্ডারের জন্যে কেউ খুন হয়েছে! সুতরাং ট্রে-র ওপর থেকে এটা তুমি তুলে নাওনি।

মারগটকে একটু উদ্বিগ্ন দেখায়। সে বলে, তাহলে আমি ঠিক বলতে পারবো না। যদি না লাইটার চাওয়াতে কেউ আমাকে ম্যাচ-ফোল্ডারটা দেয়।

—এমনটা আমি ভাবতে পারছি না। কার সঙ্গে তুমি নৈশভোজে বসেছিলে?

—সেদিন পার্টি ছিল। আমি ছাড়া আরও পাঁচজন ছিলাম পার্টিতে। ব্রিজিত এবং

BanglaBook.org

আমি। থ্রিসবি আর ডোনাগু। হ্যারি লুকাস—যার সঙ্গে আমি টেনিস খেলি মাঝে মাঝে। এ'ছাড়া আমার একজন বান্ধবী ডোরিস লিটল্।

—এর মধ্যে যে-কোন একজন অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর ম্যাচ-ফোল্ডারটা রেখে দেয় আর তুমি তুলে নাও...তাই কি?

—হয়তো। তুলে নিয়েছি কিনা মনে করতে পারছি না।

—ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। ম্যাচ-ফোল্ডারের অর্থ মূল্য অনেক। কেউ টেবিলের ওপর রেখে দেবে তোমার নেওয়ার জন্যে....উঁহুঁ, ভাবা যায় না!

—হয়তো ওরা ভেবেছে ম্যাচ-ফোল্ডারটার দাম সামান্য। বেয়ারা তো প্রত্যেক টেবিলে রেখে দেয়।

—হতে পারে। মারগট, ফোল্ডারটা আমার দরকার...লেফটেন্যান্ট র‍্যানকিনকে দেখাবো।

মারগটের দু'চোখ বিস্ফারিত দেখায়। বলে, তাহলে এ'ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িয়ে যাব। লিউ ডার্লিং...পুলিশের কোন ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না। বাবা পছন্দ করবেন না।

—র‍্যানকিনকে ব্যাপারটা বলতেই হবে। কোত্থেকে ম্যাচ-ফোল্ডারটা পেয়েছি, সে জানতে চাইবে। তোমাকে ভাবতে হবে না। র‍্যানকিনকে জান না...সে তোমার বাবাকে কখনও চটাবার সাহস পাবে না।

—কিন্তু র‍্যানকিন যদি আমাকে ঘটনার সঙ্গে জড়ায়? শোন, তুমি র‍্যানকিনকে কিছুই জানাবে না। আমার ব্যাগে কিভাবে ম্যাচ-ফোল্ডারটা পাওয়া গেল—র‍্যানকিন জানতে চাইবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলি, ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি নিজেই সামলে নেব। র‍্যানকিনের সঙ্গে দেখা করার আগে থ্রিসবির সঙ্গে কথা বলবো। হয়তো থ্রিসবির কাছে কোন খবর পেতে পারি।

মারগট আমার হাতে ম্যাচ-ফোল্ডারটা তুলে দেয়। বলে, লিউ, দয়া করে এ'ব্যাপারের সঙ্গে আমাকে জড়াবে না। খবর কাগজের লোকেরা জানতে পারলে...।

মারগটের হাতে চাপ দিয়ে বলি, উত্তেজিত হবে না। ঠিক আছে, এ'ঘটনার সঙ্গে তোমাকে জড়াবো না। এর পরে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, মনে করে বলবে কি কোত্থেকে তুমি ম্যাচ-ফোল্ডারটা পেয়েছো? যদি তোমার মনে পড়ে আমাকে ফোন করবে কি? ব্যাপারটা কিন্তু গুরুতর।

হাত ঘড়ি দেখে মারগট জবাব দেয়, নিশ্চয়ই ফোন করবো। এখন আর থাকতে পারছি না। দেরি হয়ে গেছে। তুমি কি এখন থ্রিসবিকে জেরা করতে যাবে?

—ভাবছি। ওর সঙ্গে কথা বলার এই তো উপযুক্ত সময়।

BanglaBook.org

—ওর কাছে যাবার রাস্তা তোমার জানা আছে কি? ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্দ দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে যাবে। তারপর পাহাড়ের ওপর রাস্তা। পাঁচ মাইল ওপরে উঠতে হবে। একটা সাইনবোর্ড দেখবে। লেখা আছে—দি ক্রেস্ট। লিউ, তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

মারগট আর দাঁড়ায় না। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়। লাউঞ্জে বসে থাকা পুরুষদের নিবিড় চাহনি মারগটের সুঠাম দু'পায়ের দিকে।

বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে বাইরে এলাম। তারপর গাড়িতে উঠি। ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্দ দিয়ে গাড়ি চালাই। আস্তে আস্তে চালাই। মনের মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খায়। রোদের তেজ উপভোগ করি।

এই মুহূর্তে নানা সূত্র থেকে পাওয়া খবরগুলির কোন পূর্ণাঙ্গ ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। কিন্তু শীঘ্রি একটা ছবি পাওয়া যাবে।

পাহাড়ের ওপর অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার পর সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ে—দি ক্রেস্ট। অনেক নিচে সেন্ট রাফায়েল সিটি। ডান দিকে সূর্যের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে বালুকারাশি, পাম গাছের সারি, দামী হোটেল এবং সমুদ্রসৈকতে মানুষের ভিড়।

দুই

রাস্তার মুখে সদ্য পেন্ট করা সাইনবোর্ডে লেখা—এ'রাস্তায় গাড়ি পার্ক করা নিষিদ্ধ। এবং রাস্তাটা জনসাধারণের জন্যে নয়—ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে সীমাবদ্ধ।

একটা ক্যাডিলাক গাড়ির পাশে আমার বুইক গাড়িটা পার্ক করি। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে তাকাই। নানা রকম ফুল গাছ এবং পাম গাছের সারিতে বাড়িটা ঢাকা।

কাঠের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকি। কিছুটা হাঁটার পর লন পেরিয়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়াই।

ছোট্ট বাড়ি। দেয়ালের রঙ সাদা। চওড়া বারান্দা। জানালার নিচে ফুলের টব।

বারান্দার দরজা খোলা। এগিয়ে যাই। বাঁ দিকে সামনের দরজা। একটা লোকের গলার আওয়াজ ভেসে এলো, যদি তুমি পান করতে না চাও...আমাকে করতে দাও।

থমকে দাঁড়াই আমি।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনি, এখন আর মদ্যপান সুরু কর না, জ্যাক। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—ডার্লিং...সে'কারণেই আমি মদ্য পান করতে চাই। তুমি কি মনে কর খালি পেটে বসে বসে তোমার কথা আমি শুনতে পারবো? শোন, অবুঝ হয়ো না।

BanglaBook.org

—জ্যাক, তুমি এক নম্বরের খচ্চর!

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে ক্রোধ চাপা থাকে না। আস্তে আস্তে আমি বারান্দা দিয়ে এগিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়াই।

পুরুষটি হাল্কা গলায় জবাব দেয়, যা খুশি বলতে পার আমাকে। এতদিনে আমাকে বরদাস্ত করা উচিত ছিল তোমার।

এক ধরনের আওয়াজ শুনে টের পাই পুরুষটি পানীয় তৈরি করছে। আর একটু এগিয়ে যাই। ঘরের দৃশ্যটা চোখে পড়ে।

ঘরটা বড়। মেঝের ওপর নীল কার্পেট পাতা। ওক কাঠের তৈরি আসবাব চোখে পড়ে। অনেকগুলি চেয়ার।

একটা চেয়ারের ওপর বসা ছত্রিশ অথবা সাঁইত্রিশ বছরের স্ত্রীলোকটি। সুন্দরী স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোকটির পরনে সাঁতারের পোশাক। ফলে শরীরের অনেক অংশ অনাবৃত।

স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারি। ব্রিজিত ক্রিডি—লী ক্রিডির স্ত্রী। একদা সিনেমার অভিনেত্রী।

থ্রিসবিকে দেখা যায়। বিশাল চেহারা। সুপুরুষ। ওর ডান হাতে মদের গ্লাস। ঠোঁটে গোঁজা সিগারেট।

—জ্যাক, গত রাত্রে কোথায় ছিলে? ব্রিজিত রাগত গলায় জিজ্ঞেস করে।

—কতবার এক কথা বলবো? এখানে বসে টিভিতে বক্সিং লড়াই দেখছিলাম।

—ক্লাবে দু'ঘণ্টা তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি।

—জানি। অন্তত পাঁচবার একথা জানিয়েছ। আমি দুঃখপ্রকাশ করেছি। আর কি করতে বল? আমাদের দেখা হওয়ার ব্যাপারটা ঠিক নিশ্চিত ছিল না। ফলে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

থ্রিসবি গ্লাসে চুমুক দেয়। তারপর গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখে।

ব্রিজিত বলে, দেখা হওয়ার ব্যাপারটা ঠিকই ছিল। তোমাকে টেলিফোন করাতে তুমি ক্লাবে যাওয়ার কথা বলেছো।

—তোমার কথা মিথ্যে নয়। তবুও আমি ভুলে গেছি। এ'ব্যাপারের জন্যে এখনও আমি দুঃখিত। বারবার কি এসব একঘেয়ে কথাবার্তাই আমরা বলতে থাকবো?

—জ্যাক, তুমি টিভি দেখছিলে না। এখানে টেলিফোন করেছিলাম...কেউ সাড়া দেয়নি।

—শোন ডার্লিং ব্রিজিত, সর্বদা আমি টেলিফোন তুলি না। আমাকে ক্লান্ত করার জন্যে অনেকে টেলিফোন করে—আমি সাড়া দেই না।

ব্রিজিতের নাকের পাটা ফুলে যায়। জিজ্ঞেস করে, আমি তাহলে তোমাকে শুধু

BanglaBook.org

ক্লান্ত করি?

হেসে থ্রিসবি বলে, শোন, এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে এসো না। তুমি তো জান অনেকে তোমাকে শুধুই ক্লান্ত করার জন্যে টেলিফোন করে।

—আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না।

হাসি মুখে থ্রিসবি দেখতে থাকে ব্রিজিতকে। অবশেষে বলে, ব্রিজিত, এখন কিন্তু তুমি আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছো। তোমাকে বলেছি কাল রাত্রে কি ঘটেছে। এখানে বসে টিভি দেখছিলাম। টেলিফোন বেজেছে—আমি তুলিনি। টিভি দেখা শেষ হলে শুতে গেছি। আমাদের দেখা হওয়ার তারিখটা ভুলে গেছি...সেজন্য আমি ভীষণ দুঃখিত!

হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে ব্রিজিত বলে, মিথ্যে বলছো! তুমি এখানে ছিলে না। আমি এখানে এসে কাউকে দেখিনি। অন্ধকারে ডুবেছিল বাড়িটা। গ্যারেজে তোমার গাড়ি ছিল না। কোন্ মুখে মিথ্যে বলছো! কি করছিলে তুমি?

হঠাৎ থ্রিসবির মুখের হাসি নিভে যায়। ওর মুখের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। এখন আর ওকে সুপুরুষ প্লেবয় মনে হচ্ছে না। মুখোশের আড়ালে একটা নির্দয় মুখের চেহারা প্রকটিত।

—হুঁ...তুমি তাহলে এখানে এসেছিলে? নিজেকে আর কত খেলো করবে তুমি? প্রথমত, একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা ভাড়া করেছিলে আমার ওপর নজর রাখার জন্যে। লোকটা খুন হওয়ার পর তুমি নিজেই আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছো। শোন, অনেক হয়েছে...আর সহ্য করা যায় না। এসব বন্ধ কর!

নগ্ন হাঁটুর ওপর আঙুল রাখে ব্রিজিত। জিজ্ঞেস করে, স্ত্রীলোকটি কে ছিল?

থ্রিসবি জবাবে বলে, আর কোন কথা নয়...অনেক হয়েছে। আমার অনেক কাজ করার আছে। আমাদের এখন পরস্পরের কাছে বিদায় নেওয়াই ভালো, তাই না?

—মারগটের সঙ্গে ছিলে কি? ওর সঙ্গে আবার তুমি ফষ্টি-নষ্টি শুরু করেছো?

—মারগট অথবা তুমি...তোমরা দুজনেই অত্যন্ত যৌন ক্ষুধায় আক্রান্ত। তোমরা পুরুষদের শুধু ক্লান্ত করে তোলো! এখন তুমি চলে যাও। যাবে না?

—মারগটের সঙ্গে ছিলে, তাই না? ও তোমার প্রেমে এখনও হাবুডুবু খাচ্ছে কি? আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে ও সব রকম প্রচেষ্টা চালাবে।

কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলে ব্রিজিত।

—শোন, এখন কোন নাটক কর না। বলতে বলতে থ্রিসবি আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। বোতলের ছিপি খোলার শব্দ শুনি। 'ব্রিজিত, এখনই কি চলে যেতে পার না?'

BanglaBook.org

—যতক্ষণ না জানতে পারছি কাল রাত্রে কোন্ স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুমি সময় কাটিয়েছ—এখান থেকে আমি মোটেও নড়ছি না!

—ঠিক আছে, তাহলে শোন। সে ছিল যুবতী, সোনালী চুলের যৌবনে ভরপুর। বেচারী একা একা রাস্তায় ঘুরছিল। তুমি তো জান এমন মেয়েদের আকর্ষণ আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য!

থ্রিসবিকে আবার দেখা যায়। ওর হাতে মদের গ্লাস। সে আবার বলে, সুতরাং মেয়েটি সম্পর্কে আমার মনে সহানুভূতি জাগে। ওকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আমি আশ্চর্য হয়েছি ওর তরফ থেকে উষ্ণ সাড়া পেয়ে।

—একটা লম্পট তুমি! কর্কশ গলায় বলে ব্রিজিত। ওর মুখের চেহারা বদলে যায়। চোখের উজ্জ্বলতা নিভে যায়। 'তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ! অন্য কেউ না...তোমার সঙ্গে মারগট ছাড়া আর কেউ ছিল না!'

হেসে থ্রিসবি বলে, তুমি যদি না যাও...ঠিক আছে, আমিই বেরিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই অপবাদ যেন না শুনতে হয়—আমি আমার প্রাক্তন প্রেমিকাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি! তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থাক। বেশি মদ্যপান কর না। আশা করি আমি ফিরে এসে আর তোমাকে দেখতে পাব না।

ব্রিজিত জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তাই না?

—চমৎকার তোমার বোঝার ক্ষমতা। গত দশ মিনিট এই কথাই বলতে চেয়েছি। হ্যাঁ ব্রিজিত, চিরকালের জন্যে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেছে। আমরা দুজনে জীবনটাকে নানাভাবে উপভোগ করেছি। এখন যে-যার পথে চলে যাওয়াই মঙ্গল।

ব্রিজিত ঠাণ্ডা গলায় বলে, জ্যাক, যদি তাই হয়—তুমি ঋণ পরিশোধ কর। তোমার কাছে আমি তের হাজার ডলার পাই।

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে থ্রিসবি বলে, তের হাজার ডলার...এত অর্থ? মনে হয় তুমি অর্থের পরিমাণ খাতায় টুকে রেখেছ, তাই না?

—হ্যাঁ। তুমি আমাকে অর্থ ফেরত দাও।

—ঠিক আছে... তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। অত অর্থ আমার কাছে নেই। তোমাকে নিয়ে নানা জায়গায় গেছি। খানাপিনায় কম অর্থ ব্যয় হয়নি। হ্যাঁ, তোমাকে অর্থ ফেরত দেব। তবে তার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

ব্রিজিত নিষ্প্রাণ গলায় বলে, অর্থ ফেরত আমি এখনই চাই!

—আমি দুঃখিত। শোন, আমি এখন যাচ্ছি। আমি কি তোমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব?

গলা চড়িয়ে ব্রিজিত বলে, তের হাজার ডলার আমাকে এখনই দিতে হবে!

BanglaBook.org

থ্রিসবি হেসে বলে, শোন, যদি জেদ কর...তাহলে তোমাকে আদালতে যেতে হবে। জানি, এ'ব্যাপারে তোমার স্বামী তোমাকে কি পরামর্শ দেবেন। যখন শুনবেন আমাকে এত অর্থ দিয়েছ—উনি তোমাকে ডিভোর্স দেবেন। তোমার স্বামী বুদ্ধিমান। উনি বুঝবেন যে আমার কাছ থেকে কিছু না পেলে তুমি আমাকে এত অর্থ দিতে না। যাকগে, মনে হচ্ছে স্বামীকে নিয়ে তুমি ক্লান্ত...যেমনভাবে ইদানীং তোমাকে নিয়ে আমিও!

অনেকক্ষণ থ্রিসবিকে লক্ষ করে ব্রিজিত। ওর দু'চোখের ভাবভঙ্গি দেখে আমি উদ্বিগ্ন হলেও থ্রিসবি থাকে অবিচলিত।

অবশেষে ব্রিজিত বলে, মনে হয় তোমার মতো লোকের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। মাথা খারাপ না হলে তোমার মতো লোকের সঙ্গে এতদিন মেলামেশা কেন করলাম!

থ্রিসবি জবাব দেয়, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। তুমি অতৃপ্তিতে ভুগছিলে। আমি তোমাকে আনন্দ দিয়েছি। পরিবর্তে তোমার কিছু করণীয় ছিল। আমরা দু'জনে জীবনটাকে নানাভাবে উপভোগ করেছি। এখন সময় হয়েছে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার।

'ব্রিজিত, অবুঝ হয়ো না। অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে আমাদের বিদায় নেওয়াটা ঠিক হবে না। আমার মতো বলশালী আর সুদর্শন যুবক তুমি অনেক পাবে। ভেবে দ্যাখ, নতুন প্রেমিকের সঙ্গে তোমার প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দময় হয়ে উঠবে। এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে ভুলে যাবে তুমি!'

অনেকক্ষণ থ্রিসবিকে লক্ষ করে বড় ব্যাগটা টেনে নেয় ব্রিজিত। তারপর ব্যাগের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। হাত আড়ালে রেখে সে বলে, জ্যাক, সত্যিই কি তুমি মনের কথা বলেছ? আমরা কি সত্যি সত্যিই আলাদা হয়ে যাচ্ছি?

হঠাৎ কর্কশ গলায় থ্রিসবি বলে, হ্যাঁ...হ্যাঁ! আর কতবার একই কথা তোমাকে বলতে হবে?

ব্রিজিত জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমাদের মধ্যে আর দেখা হচ্ছে না?

দু'চোখে আগুন জ্বেলে থ্রিসবি বলে, ঠিক আছে...বুঝতে পারছি তুমি মিষ্টি কথার মানুষ নও। বেরিয়ে যাও এখান থেকে! তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না...বেরিয়ে যাও...নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব!

বিষাক্ত হাসির সঙ্গে থ্রিসবির দিকে তাকায় ব্রিজিত। তারপর বলে, জ্যাক, তোমাকে আমি খুন করতে যাচ্ছি। যদি তোমাকে আমি না পাই—আর কেউ তোমার দখল নিতে পারবে না!

ব্যাগের ভেতর থেকে অটোমেটিক পিস্তল বের করে থ্রিসবির দিকে উঁচিয়ে ধরে ব্রিজিত।

BanglaBook.org

একাদশ অধ্যায়

এক

হঠাৎ বারান্দায় নির্জনতা নেমে এলো। সূর্যের উত্তাপ টের পাই। দূর থেকে ভেসে এলো সমুদ্র-সৈকতে ঢেউয়ের সশব্দ আস্ফালন। চতুর্দিকে নির্জনতার মধ্যে সেই শব্দ তীব্র মনে হয়।

লাউঞ্জে হঠাৎ নেমে এল নিস্তব্ধতা। থ্রিসবি দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুর মতো। ওর দু'চোখের দৃষ্টি ব্রিজিতের হাতে ধরা পিস্তলের দিকে। মুখে হাসি নেই।

আস্তে আস্তে ব্রিজিত উঠে দাঁড়ায়। ওর পরনে সাঁতারের পোশাক, হাতে পিস্তল—ওকে একটু অদ্ভুত দেখায়।

—হ্যাঁ, জ্যাক...। আস্তে আস্তে বলে ব্রিজিত, আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি। অনেক কষ্ট দিয়েছ তুমি আমাকে। এখন তোমার পালা কিছুটা দুঃখ ভোগ করার।

—ব্রিজিত, পাগলামী কর না। থ্রিসবি আস্তে আস্তে বলে, পিস্তলটা নামিয়ে রাখ। আমাকে খুন করে তোমার কোন লাভ নেই। পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করবে। সবাই জানে আমি তোমার প্রেমিক। প্রথমেই তোমার কথা ভাববে পুলিশ।

—তুমি কি মনে কর আমি ওসব নিয়ে ভাবি? তোমাকে খুন করার পর আমি নিজেও আত্মঘাতী হবো! তোমার মতো আমিও মরতে ভয় পাই না।

ঠোঁট দিয়ে জিভ চেটে থ্রিসবি বলে, ব্রিজিত, পিস্তলটা সরিয়ে রাখ। তারপর এসো কথা বলা যাক । হয়তো আমি তাড়াহুড়া করেছি। আলোচনার রাস্তা খোলা আছে।

করুণার ভঙ্গিতে ব্রিজিত বলে, ভীতু কোথাকার! আমি জানতাম একবার তোমাকে কোণঠাসা করলে তুমি এভাবে কথা বলবে। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে!

আস্তে আস্তে পিছু হটে থ্রিসবি। ওর দু'চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে এলো। ওর মুখ ঘামে ভরে যায়। একইভাবে ব্রিজিত এগোতে থাকে।

আস্তে আস্তে আমি লাউঞ্জে ঢুকি।

ব্রিজিতের দিকে মুখোমুখি ছিল থ্রিসবি। সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে দেখতে পায়। আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানো ব্রিজিত। থ্রিসবি হাত ওপরে তোলে। কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়। ওর ভয় হয়তো অকস্মাৎ চমকে ব্রিজিত ওকে গুলি করতে পারে।

আমি এক লাফে এগিয়ে ব্রিজিতের হাত চেপে ধরি। ওর পিস্তল ধরা হাত জোরে মেঝের উপর নামাই।

গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে জানালা। কার্পেট ফুটো হয়।

BanglaBook.org

ব্রিজিতের মুঠো থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলাম। ব্রিজিতের সবুজ দু'চোখ বিস্ফারিত দেখায়। অনেকক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মুখে ভয়ের চিহ্ন। তারপর সে আমার পাশ কাটিয়ে বড় ব্যাগটা হাতে তুলে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে যায়।

চেয়ারের ওপর হঠাৎ ধপ্ করে বসে পড়ে থ্রিসবি। তারপর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকে।

একটা টেবিলের ওপর পিস্তলটা রেখে রুমাল দিয়ে মুখ এবং কবজি মুছি।

লাউঞ্জের নীরবতাকে খান্‌খান্ করে ভেঙে একটা গাড়ি স্টার্ট করে।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলি না। দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি থ্রিসবিকে।

শান্ত গলায় বলি, আমার সন্দেহ ছিল আপনাকে খুন করবে কিনা ব্রিজিত। সম্ভবত সে আপনার পায়ে গুলি করতে চেয়েছিল।

আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রাখতে থ্রিসবি ; হঠাৎ সে দাঁড়ায়। ওর দু'চোখে এখনও ভয়ের চিহ্ন।

থ্রিসবি বলে, উন্মাদিনী কোথাকার! ব্রিজিত পিস্তলটা কিভাবে যোগাড় করলো?

আমি বলি, এভাবেই স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই প্রতিশোধ নেয়। পৃথিবীর সর্বত্র এমন ব্যাপার লক্ষ করা যায়। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেলে পুরুষদের এভাবে গুলি করে স্ত্রীলোকেরা। ব্রিজিতকে প্রত্যাখানের আগে আপনার এসব ভাবা উচিত ছিল।

আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকায় থ্রিসবি। তারপর সে জানতে চায়, আপনি কে? কোত্থেকে হঠাৎ উদয় হলেন?

আমার কার্ড এগিয়ে দিলাম থ্রিসবিকে। সে কার্ডটার ওপর চোখ বোলায়। হাতে ধরে না। কারণ, ওর হাতের প্রচণ্ড কাঁপুনি আমাকে দেখাতে চায় না।

—দি স্টার এজেন্সি...ওই ভদ্রলোকই তো...। হঠাৎ থেমে যায় থ্রিসবি। আমার কাছ থেকে দূরে সরে বসে সে। ওর চোখ মুখে স্পষ্ট হয় ভীতি ভাব।

আমি বলি, আপনি ঠিকই ধরেছেন...শেফি ছিল আমার পার্টনার।

আমার দিকে না তাকিয়ে থ্রিসবি জিজ্ঞেস করে, আমার ওপর নজর রাখার জন্যে কি আপনাকে কাজে লাগিয়েছে ব্রিজিত?

—উঁহুঁ। আমি এসেছিলাম আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

রুমাল দিয়ে মুখ মোছে থ্রিসবি। তারপর সে গ্লাস হাতে পানশালার দিকে যেতে যেতে বলে, এক পাত্তর চলবে নাকি?

—ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেব।

থ্রিসবি গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কি গলায় ঢেলে আবার দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালে।

BanglaBook.org

আমার দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে সে চেয়ারে বসে সিগারেট ধরায়।

গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে থ্রিসবি বলে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমাকে চমকে দিয়েছিল ব্রিজিত। ওর দু'চোখের ভাব-ভঙ্গি আপনি লক্ষ করেছিলেন? ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল...যদি না আপনি সঠিক সময়ে এসে...।

আমি জানি ব্রিজিত খুন করতে চেয়েছিল থ্রিসবিকে। তবুও প্রকাশ্যে বলি, আমি জানি না। সম্ভবত ব্রিজিত আপনাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। আপনার জীবন তো একেবারে ঘটনাবহুল।

শয়তানের হাসিতে বলে থ্রিসবি, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। মধ্য বয়স্কা ছিটগ্রস্ত মহিলাদের সংস্পর্শে আর যাচ্ছি না। ভবিষ্যতে শুধু যুবতীদের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখবো। ওরা যে-কোন ব্যাপার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে।

টেবিলের উপর পড়ে থাকা পিস্তলের দিকে তাকিয়ে থ্রিসবি জিজ্ঞেস করে, বলুন তো, ব্রিজিত ওই যন্ত্রটা কোত্থেকে সংগ্রহ করলো?

পিস্তলটা আমার ট্রাউজার্সের হিপ পকেটে রেখে বলি, আজকাল যে-কেউ এমন যন্ত্র সংগ্রহ করতে পারে। আপনার ওপর নজর রাখার জন্যে শেফিকে কাজে লাগিয়েছিল ব্রিজিত—কথাটা কি সত্য?

থ্রিসবির চোখ মুখের ভাব হঠাৎ অন্য রকম হয়ে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করে, তাই বলেছে নাকি ব্রিজিত? আমি জানি না। ব্রিজিত আমাকে ওর বিশেষ সম্পত্তি হিসেবে মনে করতো।

—এর জন্যে ব্রিজিতকে কম অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। আপনার কাছে সে পায় তের হাজার ডলার।

বিশাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে থ্রিসবি জবাব দেয়, মাথা খারাপ ব্রিজিতের। ওর কাছ থেকে অত পরিমাণ অর্থ আমি ধার করিনি। অবশ্য গত ছ'মাসে আমাদের মেলামেশায় কিছু ব্যয় করেছে ব্রিজিত। ওর জন্যেই সব খরচ-খরচা। তবে তের হাজার ডলার নয়।

—আপনি ওকে বলেছেন, আপনার ওপর নজর রাখার জন্যে সে বেসরকারী গোয়েন্দা নিয়োগ করেছে। শেফিই সেই গোয়েন্দা, তাই নয় কি?

—আমি তাই বলেছি নাকি? আগেই আপনাকে বলেছি—আমি জানি না, কে সেই গোয়েন্দাটি?

আমি বলি, পুলিশের কথা ভেবে যদি ভয় পান, আমি বলছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি নিজেই অনুসন্ধান চালাচ্ছি। আমার প্রশ্নের জবাব দিন—পুলিশকে আমি কিছুই বলবো না।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে থ্রিসবি। তারপর সে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি জানতে চান?

BanglaBook.org

—আপনার ওপর নজর রাখার জন্যে ব্রিজিত অর্থাৎ মিসেস ক্রিডি কি শেফিকে নিয়োগ করেছিল?

একটু দ্বিধার পরে থ্রিসবি জানতে চায়, পুলিশের কোন ঝামেলায় পড়বো না তো?

—উঁহুঁ।

—ঠিক আছে। হ্যাঁ, ব্রিজিত আমার ওপর নজর রাখার জন্যে কাজে লাগিয়েছিল শেফিকে।

—কেন?

—কারণ, ব্রিজিতের ধারণা ছিল আমি মারগটের সঙ্গে প্রেম করছি।

—ব্যাপারটা কি সত্যি?

—না না! মারগটের সঙ্গে আমার ব্যাপার-স্যাপার বহু আগেই চুকে গেছে।

গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করি, তাহলে কোন্ মেয়েটার সঙ্গে আপনাকে ঘুরতে দেখা গেছে।

থ্রিসবির মুখে হাসি ফোটে। ইতিমধ্যে তার ভীতি ভাবটা কেটে গেছে। তাছাড়া, কিছু পরিমাণে সে নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে।

—একটা মেয়ে বলতে পারেন।

—শেফি কি মেয়েটার ওপর নজর রাখছিল?

মাথা নেড়ে থ্রিসবি জবাব দেয়, হ্যাঁ। ব্রিজিত মেয়েটার মনে ধর্মভাব জাগাবার চেষ্টা করেছিল।

—কাজ হয়েছিল তাতে?

—হয়তো। কারণ, পরে আর মেয়েটার দেখা পাইনি।

—তাহলে আসলে কি ঘটেছিল?

—আসলে ব্রিজিত সম্পর্কে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। বাকিটা তো আপনি জানেন।

মনে হলো আমি অর্ধসত্য জানতে পারছি। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার অজানা থেকে যাচ্ছে।

আমি বলি, থ্রিসবি শুনুন, এটা জানা দরকার—থেলমা নামে মেয়েটির ওপর কি নজর রাখছিল শেফি?

বিস্ময়ে দু'চোখ ঝলসে ওঠে থ্রিসবির। সে বলে, শুনুন ভাই, পুলিশের খপ্পরে আমি পড়তে চাই না। আগেই বলেছি, সে ছিল একটি মেয়ে।

আমি বলি, আরও মুখ খুলুন। ইতিমধ্যেই অনেক কথা বলেছেন। মেয়েটা কি

BanglaBook.org

থেলমা ছিল?

অধৈর্যভাবে বলে থ্রিসবি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মেয়েটার নাম ছিল থেলমা। এখন আপনি খুশি তো?

উত্তেজিত বোধ করি আমি। অবশেষে জট খুলতে যাচ্ছে।

—যা শুনেছি থেলমা সম্পর্কে তা হলো, সে কখনও পুরুষদের সঙ্গে ঘুরতো না।

হেসে বলে থ্রিসবি, বাইরে থেকে তাই মনে হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই থেলমা আমার নাগালের মধ্যে চলে এসেছিল। আমরা যখন এক রাত্রে একত্রে মজা করার জন্যে তৈরি হই—সে সময়ে আপনার পার্টনারের আবির্ভাব।

—কিভাবে আপনি থেলমার সঙ্গে দেখা করলেন?

—মূর্তি তৈরির জায়গায়। ব্রিজিতের সঙ্গে ওখানে কয়েকবার গেছি। থেলমা আমার সঙ্গে মজা করতে এসেছিল। কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে তাকে আমি খুশি করি।

থ্রিসবির এ'ধরনের কথাবার্তায় আমি ক্লান্ত হয়ে উঠি। আমি জিজ্ঞেস করি, কিভাবে টের পেলেন আপনাকে আর থেলমাকে নজরবন্দী রেখেছে শেফি?

—থেলমাই বলেছে। ওকে নাকি শেফি সাবধান করে দিয়েছে আমার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি এটা ব্রিজিতের কাজ। জানতাম থেলমাকে দূরে না সরালে ঝামেলা করবে ব্রিজিত।

—আপনি বললেন না ব্রিজিত দেখা করেছিল থেলমার সঙ্গে?

থ্রিসবি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, থেলমাকে আগে আমার সম্পর্কে সাবধান করে দেয় শেফি। তারপর ব্রিজিত দেখা করে থেলমার সঙ্গে। অন্তত এটাই আমি জানতে পারি থেলমার কাছ থেকে।

এ'পর্যন্ত কোন গণ্ডগোল ছিল না। কিন্তু এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে থ্রিসবির বিবৃতির মধ্যে কোথাও ভুল আছে। সত্যের কাছাকাছি আমি পৌঁছতে পারছি না।

থ্রিসবিকে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করি, থ্রিসবি, ওদের কে খুন করেছে?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থ্রিসবি বলে, আমি জানি না। স্নানের কেবিনে শেফির সঙ্গে কেন থেলমা গিয়েছিল—আমি অবাক হয়ে ভেবেছি। শুধু এটুকু বলতে পারি থেলমার কাছ থেকে আমি বিদায় নেওয়ার পর সে চলে গিয়েছিল শেফির সঙ্গে।

হয়তো তাই সম্ভব। শেফি ছিল মেয়েদের ব্যাপারে খুব দুর্বল। যদি থেলমা আঘাত পেয়ে থাকে থ্রিসবির কাছ থেকে—তার পক্ষে শেফির সঙ্গে প্রমোদভ্রমণে যাওয়াটা বেমানান নয়।

—কে থেলমাকে খুন করেছে...অনুমান করতে পারেন?

BanglaBook.org

একটু দ্বিধার পর থ্রিসবি বলে, ব্যাপারটা নিয়ে আমি মনে মনে অনেক ভেবেছি। সম্ভবত খুনীর লক্ষ ছিল না শেফির দিকে। থেলমাকেই সরাতে চেয়েছিল সে। হয়তো শেফি চেষ্টা করেছে থেলমাকে বাঁচাতে—ফলে সে খুন হয়ে যায় থেলমার পরিবর্তে। আরও প্রমাণ হলো থেলমা ওখানে পোশাক ফেলে পালিয়ে যায়।

—তাহলে পুলিশকে কেন থেলমা কিছু জানায়নি?

—আপনি নিজেই ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। থেলমা ছিল ধার্মিক প্রকৃতির। স্নানের কেবিনে যায় একমাত্র স্বামী-স্ত্রীরা। থেলমা কী পুলিশকে জানাতে পারে সে ওখানে গিয়েছিল একজন পুরুষের সঙ্গে? মনে হয় পালিয়ে গিয়ে বালির পাহাড়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়েছিল থেলমা। শেফিকে খুন করার পর খুনী বেরিয়ে পড়ে থেলমার খোঁজে। ওর সন্ধান পেয়ে ওকে দূরে কোথাও নিয়ে যায় খুনী। তারপর ওকে খুন করে ওর মৃতদেহটি এনে ফেলে দেয় কেবিনের মধ্যে।

থ্রিসবিকে জিজ্ঞেস করি, আপনার কি মনে হয় ব্রিজিত খুন করেছে শেফি এবং থেলমাকে?

ভ্রূ কুঁচকে জবাব দেয় থ্রিসবি, আমি তা বলিনি। শেফির শরীরে বরফ-কাটার যন্ত্র ফুঁড়ে দিচ্ছে ব্রিজিত—এমন ব্যাপার আমি নিজের চোখে দেখিনি। আপনি দেখেছেন? ব্রিজিতের পক্ষে এমন কাজ কি সম্ভব?

মনে হলো এমন ব্যাপার ব্রিজিতের পক্ষে করা অসম্ভব। সুতরাং বলি, কিন্তু ব্রিজিত অন্য কাউকে কাজে লাগাতে পারে। যেমন ওর স্বামীর পোষা গুণ্ডাদের দিয়ে...যেমন হার্টজ।

—ঐ গুণ্ডাটা! হ্যাঁ, হার্টজকে কাজে লাগাতে পারে ব্রিজিত। আমি আশ্চর্য হবো না যদি সে আমার পেছনেও হার্টজকে লেলিয়ে দেয়। হয়তো এভাবেই সে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে।

থ্রিসবিকে চিন্তান্বিত দেখায়। বলে, এ'শহর থেকে কেটে পড়াই ভালো আমার পক্ষে।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা উঁকি মারে।

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজি। তারপর শার্ট পকেট থেকে মাসকেটার ক্লাব থেকে পাওয়া ম্যাচ-ফোল্ডারটা বের করি। দু'আঙুলের ফাঁকে ধরি যাতে দেখতে পায় থ্রিসবি। তারপর জিজ্ঞেস করি, আপনি হার্টজ সম্পর্কে কি জানেন?

বলতে বলতে ফোল্ডার থেকে একটা ম্যাচ খুলে ফেলি। থ্রিসবিকে লক্ষ করতে থাকি। ওর সেই মুহূর্তের ভাবভঙ্গি নজর এড়ায় না। সে এমন ভঙ্গি করে যেন আমি ম্যাচটা না জ্বালাই। কিন্তু পর মুহূর্তে সে নিজেকে সংযত রাখে।

BanglaBook.org

সিগারেট ধরিয়ে ম্যাচটা টেবিলের ওপর রাখি।

থ্রিসবির শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে।

—কি ব্যাপার? বলে আমি ম্যাচ-ফোল্ডারটা হিপ পকেটে গুঁজে দিলাম।

নিজেকে সামলে থ্রিসবি বলে, ও কিছু না। জানতাম না আপনি মাসকেটার ক্লাবের মেম্বার।

—আমি মেম্বার নই। ম্যাচ ফোল্ডারের কথা বলছেন তো? আমি এটা পেয়েছি।

—হুঁ । রুমাল দিয়ে মুখ মোছে থ্রিসবি। তারপর দাঁড়িয়ে বলে, এবার আমাকে উঠতে হবে। দুপুরে একজনের সঙ্গে লাঞ্চের ডেট আছে।

—আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। হার্টজের সম্পর্কে কী জানেন?

—ক্রিডি প্রয়োজনে ওকে ব্যবহার করে। এ'ছাড়া হার্টজ সম্পর্কে আর কিছু জানি না। এবার আমাকে যেতে হবে।

আমিও দাঁড়িয়ে বলি, ঠিক আছে, পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

থ্রিসবির কাছে বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

লনের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় টের পাই পর্দার আড়াল থেকে আমাকে এক দৃষ্টিতে দেখছে থ্রিসবি।

দুই

সেন্ট রাফায়েল সিটিতে ফেরার সময় আমি আস্তে আস্তে গাড়ি চালাই। নানা রকম চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন। মনে হচ্ছে আমাকে দু'ভাবে অনুসন্ধান চালাতে হবে। একদিকে শেফির খুনীকে খুঁজে বের করা আর অন্য দিকে ম্যাচ-ফোল্ডারের রহস্য উন্মোচন।

থ্রিসবির মতে শেফি খুন হয়েছে ভুলবশত। এই ধারণা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। ব্রিজিতের যেমন ভয়ঙ্কর চেহারা দেখেছি—ওর পক্ষে সম্ভব কোন ভাড়াটে খুনীকে দিয়ে থেলমাকে খুন করানো। হয়তো শেফি মেয়েটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল—ফলে সে খুন হয়ে যায়।

ব্রিজিতের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু আগে প্রয়োজন কিভাবে ওর সঙ্গে আলোচনা করা যায়, সেটা ঠিক করা।

দেড়টা বাজে। খিদে পেয়েছে। একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকি। বেশ সুস্বাদু খাবার। খাবার খেতে বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। প্রায় আড়াইটে বাজে। রেস্তোরাঁ ত্যাগ করে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে মিঃ ক্রিডির

BanglaBook.org

বাড়িতে টেলিফোন করি।

বাটলার টেলিফোন ধরে। ওকে বলি, মিসেস ক্রিডির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বাটলার জবাব দেয়, একটু অপেক্ষা করুন...আগে মিসেস ক্রিডির সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলুন।

সেক্রেটারীর গলা শুনে তাকে বলি, মিসেস ক্রিডির সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওর সঙ্গে আজ সকালে দেখা হয়েছে। ওর কিছু জিনিস আমার কাছে আছে। ওকে জিজ্ঞেস করবেন কি কখন ওর সঙ্গে দেখা হতে পারে?

—দয়া করে আপনার নামটা বলবেন কি?

—নামের দরকার নেই। যা বলেছি, তাই ওকে জানাবেন।

—একটু ফোনটা ধরে থাকুন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। একটু পরে শুনি সেক্রেটারীর কণ্ঠস্বর, মিসেস ক্রিডি আপনার সঙ্গে তিনটের সময় দেখা করবেন।

—ঠিক আছে। বলে আমি টেলিফোন ছেড়ে দিলাম।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাই। রাস্তায় ভিড়। দামী দামী গাড়ির সমাবেশ। এক সময়ে আমি মিঃ ক্রিডির বাসস্থানের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। অপেক্ষা করি। একটা সিগারেট ধরাই।

তিনটে বাজার পাঁচ মিনিট আগে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করি। গেটের সামনে দুজন গার্ড। একজনের উদ্দেশে বলি, মিসেস ক্রিডির সঙ্গে দেখা করার কথা।

গেট খুলে দেয় গার্ড। গাড়ি চালিয়ে যাই। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে এগিয়ে যাই সামনের দরজা পর্যন্ত।

বেল পুশ করার পর দু'মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। বাটলার দরজা খুলে জিজ্ঞেস করে, মিঃ ব্র্যান্ডন?

—হুঁ...মিসেস ক্রিডির সঙ্গে দেখা করার কথা।

বাটলারের পেছন পেছন কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা দরজার সামনে আমরা দাঁড়াই। বাটলার দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ায়। একটু পরে সে চলে যায়।

একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকি। অফিস ঘর। একটা মেয়ে চোখে চশমা পরে কাজ করছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করে, মিঃ ব্র্যান্ডন?

—আমাকে চিনলে কিভাবে?

—চিনতে পেরেছি।

—হ্যাঁ, মনে পড়ছে....করোনারের অফিসে তোমাকে দেখেছি।

—আপনি দয়া করে বসবেন? মিসেস ক্রিডি আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

BanglaBook.org

চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আমি নিজেকে এমন ভাবে দর্শনীয় করার চেষ্টা করি যাতে আমাকে টুরিস্টের মতো না মনে হয়। একবার মনে হয় বাংলোয় ফিরে ভালো পোশাক পরে আবার এখানে আসি। এখানে একটা শার্ট আর শ্ল্যাক্স পরে আসা বেমানান।

সওয়া তিনটের সময় মনে হলো আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

উঠে দাঁড়াই। বন্ধুত্বের হাসি ছড়িয়ে বলি, তোমার সঙ্গে এ'ঘরে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পেরে আমি আনন্দিত। তোমার দ্রুত ভঙ্গিতে টাইপ করা দেখে আমি খুশি। মিসেস ক্রিডিকে বলবে তিনি যেন অ্যারো পয়েন্টে বাংলোয় যে-কোন সময়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

এই বলে আমি দরজার দিকে এগিয়ে যাই।

এতে কাজ হবে বলে আমার মনে হলো। বাস্তবিক তাই হয়।

—মিঃ ব্র্যান্ডন...।

থমকে পেছন ফিরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাই।

—হুঁ...কিছু বলবে?

—মনে হয় মিসেস ক্রিডি এখন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

—ঠিক আছে...খবর দাও। দু'মিনিটের বেশি অপেক্ষা করবো না।

মেয়েটা অন্য একটা ঘরে ঢুকে যায়।

একটু পরেই ফিরে এলো সে। তারপর বলে, মিসেস ক্রিডির সঙ্গে দেখা করুন।

ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চোখের ইশারা করি। ওর দু'চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

ব্রিজিত ক্রিডি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকে গোলাপ বাগান দেখা যায়। ওর পরনে হাল্কা সবুজ রঙের শার্ট আর হলুদ রঙের শ্ল্যাক্স।

হলিউডের পড়তি অভিনেত্রীর মতো ব্রিজিত আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে চেয়েছেন। এ'ব্যাপারে কোন ভুল হয়নি তো?

একটা লাউঞ্জ চেয়ারে আমি বসি। ছিটগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আমি একটু ক্লান্ত। অতীতে এ'ধরনের স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আমি এসেছি। এদের সম্পর্কে আমার মনে কোন রকম সহানুভূতি নেই।

—আপনাকে আমি বসতে বলিনি। ব্রিজিত হলিউডের অভিনেত্রীর ঢংয়ে কথা বলে।

আমি বলি, জানি, আপনি আমাকে বসতে বলেননি কিন্তু আমি ক্লান্ত। একদিনে যথেষ্ট উত্তেজনার সম্মুখীন আমি হয়েছি। উত্তেজনা আমাকে ক্লান্ত করে তোলে।

BanglaBook.org

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

একটু ইতস্তত করে ব্রিজিত পিস্তলটা হাতে তুলে নেয়। বলে, মনে হয় এখন আপনি কিছু অর্থ দাবি করবেন।

হেসে বলি, আপনার তো অন্য কিছু দেবার নেই, তাই না?

একথা শুনে ব্রিজিত ক্ষেপে ওঠে। তাই চেয়েছিলাম। পিস্তল থেকে গুলি বের করে নিয়েছি নইলে ও আমায় গুলি করতো!

প্রায় আমার গায়ে থুথু ছিটোনোর মতো ব্রিজিত বলে, আপনার কি স্পর্ধা যে আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছেন! যদি ভেবে থাকেন আমাকে ব্ল্যাকমেল করবেন...।

আমি বলি, নিশ্চয়ই আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারি। ফিল্মি তারকার মতো অযথা ভাবভঙ্গি করবেন না! চুপচাপ বসে আমার কথা শুনুন।

ব্রিজিত যেন তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকায়।

ব্রিজিত বলতে শুরু করে, আমার স্বামী...।

আমি হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে বলি, স্বামীর ভয় দেখাবেন না। এমনকি যদিও তিনি এই শহরের সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোক তবুও এই কেলেঙ্কারী তিনি ধামাচাপা দিতে পারবেন না। 'কুরিয়র' কাগজে এই কেচ্ছা ফলাও করে বের হবে।

ব্রিজিত একটু দূরে সরে চেয়ারে বসে। তারপর কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনি কি বলতে চান?

—আমি কি বলতে চাইছি, আপনি তা জানেন। ঠিক সময়ে ওখানে উপস্থিত না হলে থ্রিসবি এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেত! মিঃ ক্রিডির স্ত্রী খুনের দায়ে অভিযুক্ত এই সংবাদ সাগ্রহে প্রকাশিত হতো এ'শহরের সমস্ত সংবাদপত্রে।

ব্রিজিত রাগী গলায় বলে, ওরা ছাপতে সাহস পেত না।

—এ'ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হবেন না।

রাগ চেপে আমাকে অনেকক্ষণ লক্ষ করে ব্রিজিত। তারপর বলে, ঠিক আছে...কত অর্থ চান?

—আমি আপনার প্রেমিকদের মতো নই যে অর্থ ছাড়া আর কিছু বুঝি না। আপনার কাছ থেকে আমি কিছু খবর চাই।

ব্রিজিত দু'চোখ ছোট করে বলে, কি ধরনের খবর?

—আমি জানি থ্রিসবির ওপর নজর রাখার জন্যে আপনি আমার পার্টনার শেফিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

চমকে ওঠে ব্রিজিত। বলে, থ্রিসবি যদি বলে থাকে—সে মিথ্যে বলেছে। এমন

BanglaBook.org

কিছুই আমি করিনি।

—থ্রিসবি কিন্তু আপনার নাম করেছে।

ক্রোধের ভঙ্গিতে ব্রিজিত বলে, থ্রিসবি সব সময় মিথ্যে বলে। থ্রিসবির ওপর নজর রাখার জন্যে আমি কাউকে কাজে লাগাইনি।

—আপনি কি শেফিকে কারুর ওপর নজর রাখার জন্যে নিয়োগ করেছিলেন?

—না!

আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি কি জানেন থেলমা নামে কোন মেয়ের সঙ্গে থ্রিসবি মেলামেশা করছিল?

ব্রিজিত দু'চোখ কুঁচকে বলে, না।

—আপনি কি থেলমার সঙ্গে দেখা করে ওকে সতর্ক করেছিলেন থ্রিসবির কাছ থেকে দূরে থাকতে?

—উঁহুঁ। ওই নামের কোন মেয়েকে আমি জানি না।

—আমাকে বোকা বানাবেন না। থেলমাকে গতকাল কারা খুন করেছে? ওর ফটো-সমেত এই খুনের খবর সব কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রিজিতের দু'চোখ ভয়ঙ্কর দেখায়। ওর বুকের ধুক্‌ধুক্ শব্দ যেন আমি শুনতে পাই। সে বলে, আমি ওই মেয়েটিকে কখনও দেখিনি অথবা ওর কোন রকম খবর জানি না।

ব্রিজিতের দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। ওকে কাবু করা শক্ত। ও বুঝতে পেরেছে থ্রিসবির মুখের কথা ছাড়া আমার কাছে আর কোন রকম প্রমাণ নেই।

আমি বলি, থিসবি যা বলেছে তা যদি আমি লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিনকে জানাই—আপনার তাতে কোন রকম আপত্তি হবে না তো? যদি আপনি শেফিকে কাজে না লাগিয়ে থাকেন এবং থেলমা সম্পর্কে যদি কিছু না জানেন—সেক্ষেত্রে আপনার চিন্তার কোন রকম কারণ নেই—তাই নয় কি?

ব্রিজিত কড়া গলায় বলে, র‍্যানকিনকে আপনি যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—আমাকে যদি কোন রকম ঝামেলায় ফেলেন, আপনার বিরুদ্ধে আমি আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। আপনার ফালতু কথা শোনার সময় নেই...আপনি এখন যেতে পারেন!

শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্যে ম্যাচ-ফোল্ডারটা বের করি। কিন্তু ব্রিজিতের কোন ভাবান্তর দেখা যায় না ওর চোখে-মুখে।

—মিসেস ক্রিডি, এই ম্যাচ-ফোল্ডারটা কি আপনার?

—জানি না। আপনি কি বলতে চান?

—মনে হয় এটা আপনার। আপনি এটা ফেরত চান?

BanglaBook.org

—আপনি এখন চলে যান!

ব্রিজিত এগিয়ে যায়। বেল পুশ করে।

ওর সেক্রেটারী ঘরে ঢোকে। তারপর দরজা খোলে আমার চলে যাবার জন্যে।

আমি বলি, মিসেস ক্রিডি, সম্ভবত আমাদের আবার দেখা হবে।

ব্রিজিত আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

সেক্রেটারীকে অনুসরণ করে আমি বেরিয়ে এলাম। মেয়েটি বলে, প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যান। হিলটন আপনাকে বাইরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যাই। দরজা খোলার পর বাটলার হিলটন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

সে বলে, মিঃ ক্রিডি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

আমি চমকে বলি, তাই নাকি? তুমি ঠিক বলছো?

—হ্যাঁ, মিঃ ব্র্যান্ডন।

—মিঃ ক্রিডি কেন দেখা করতে চান...বলেছেন কিছু?

—উঁহুঁ। উনি জানালেন যে মিসেস ক্রিডির সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার পর আপনি যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করেন।

—এখনই যাব অথবা আমাকে পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে?

—যতদূর জানি মিঃ ক্রিডি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—হুঁ...চল তাহলে।

অনেক প্যাসেজ আর ঘর পেরিয়ে একটা বড় দরজার কাছে পৌঁছে আমরা থামি। হিলটন দরজায় টোকা মেরে হাতল ঘুরিয়ে বলে, স্যার, মিঃ ব্র্যান্ডন এসেছেন।

আমি ঘরে ঢুকি। মিঃ ক্রিডি চোয়ারে বসে চশমার কাচ পরিষ্কার করতে থাকেন। ওঁর মুখ ভাবলেশহীন।

আমি এগিয়ে মিঃ ক্রিডির টেবিলের সামনে পৌঁছে একটা চেয়ারে বসে পড়ি।

চশমা মুছে দু'চোখে লাগিয়ে আমাকে কিছুক্ষণ লক্ষ করেন মিঃ ক্রিডি। তারপর ক্লান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন, আমার বাড়িতে আপনি কি প্রয়োজনে এসেছিলেন, মিঃ ব্র্যান্ডন?

আমি জবাবে বলি, এমন কিছু প্রয়োজন নয়...কারুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার বলতে পারেন।

—কার সঙ্গে?

—মিঃ ক্রিডি, আমি রূঢ়ভাষী হতে চাই না...কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার কাছে আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।

ঠোঁট ওল্টান মিঃ ক্রিডি। মনে হয় ইতিপূর্বে কেউ তাঁর সঙ্গে এমন ভাবে কথা

BanglaBook.org

বলেনি।

—আপনি কি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন?

—আপনি জানতে যখন এতই আগ্রহী, সেক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীকে আমার জিজ্ঞেস করা উচিত। এসব জানতেই কী আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? যদি তাই হয়, আমি আর অপেক্ষা করবো না। আমাকে কাজ করে খেতে হয় এবং আমার সময় মূল্যবান!

কিছুক্ষণ আমাকে লক্ষ করে মুখ নিচু করে বলেন মিঃ ক্রিডি, আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমি খোঁজ খবর নিয়েছি। জানতে পেরেছি আপনার ব্যবসা থেকে রোজগার খারাপ হয় না। তিন হাজার ডলার রোজগার...মন্দ নয়।

মিঃ ক্রিডির দিকে তাকিয়ে হেসে বলি, রোজগার আরও বেশি।. কাগজে কলমে অবশ্য তিন হাজার ডলারই দেখানো হয়। আমার ব্যবসার মূলধন হচ্ছে সুনাম।

হঠাৎ আমার দিকে দু'চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে মিঃ ক্রিডি বলেন, দুর্বল কোন প্রতিষ্ঠানকে কিনে নেওয়ার ব্যাপারে আমার উৎসাহ আছে। আপনার প্রতিষ্ঠান কেনার ব্যাপারে আমি আগ্রহী। দশ হাজার ডলার দিতে চাই। রাজী আছেন?

আমি জিজ্ঞেস করি, যদি আমি আমার প্রতিষ্ঠান আপনার কাছে বিক্রি করে দেই...আমার কি হবে?

—আপনি যেমন কাজ করছেন, তাই করবেন। অবশ্যই আমার নির্দেশে।

—সহজে আমি কারুর নির্দেশ মানি না, মিঃ ক্রিডি। আর দশ হাজার ডলার তো কিছুই নয়!

মিঃ ক্রিডি বলেন, আপনাকে আমি পনেরো হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে রাজী।

—ধরে নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমি আমার পার্টনারের খুনের অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকবো, তাই না?

—মিঃ ব্র্যান্ডন, ওটা পুলিশের কাজ। ওই কাজের জন্যে আপনাকে কেউ পারিশ্রমিক দেবে না। মনে হয় যদি আমি আপনার প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে যাই—আমি চাইবো লাভজনক কোন কাজে আপনি আপনার প্রতিভাকে কাজে লাগাবেন।

আমি কাঁধের পেছনে মৃদু চাপড় মারতে মারতে বলি, আমি দুঃখিত। আপনার প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ। অনুসন্ধান আমি চালিয়ে যাব—তাতে লাভ অথবা লোকসান যাই হোক না কেন!

অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন মিঃ ক্রিডি। তারপর বলেন, মিঃ ব্র্যান্ডন, আপনার প্রতিষ্ঠান কিনতে আমি আগ্রহী। সম্ভবত দামটা আপনি বলবেন।

—দামটা যদি অনেক হয়?

—সময় নষ্ট করবেন না। অনেক কাজ আমার হাতে। আপনার দাম বলুন?

BanglaBook.org

—প্রতিষ্ঠানের মূল্য অথবা অনুসন্ধান থেকে বিরত হওয়ার জন্যে?

—প্রতিষ্ঠানের মূল্য বলুন।

—আমি বিক্রি করছি না। বলে আমি দাঁড়াই। বলি, অনুসন্ধান আমি চালিয়ে যাব আর কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

মিঃ ক্রিডি বলেন, এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসবেন না। আপনার পার্টনার সম্পর্কে আমি কিছু খোঁজ খবর নিয়েছি। শুনেছি সে ছিল সম্পূর্ণ অপদার্থ। আপনার মেধা এবং পরিশ্রমের জন্যে ব্যবসাটা এখনও পর্যন্ত টিকে আছে। আপনার পার্টনার স্ত্রীলোকের পেছনে সময় নষ্ট করতো। অনুসন্ধানের কাজেও তার সুনাম ছিল না। এমন একজন মানুষের জন্যে চমৎকার সুযোগটা নিশ্চয়ই আপনি হাতছাড়া করবেন না। মিঃ ব্র্যান্ডন, আপনার ব্যবসাটা আমি কিনতে চাই। পঞ্চাশ হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে রাজী।

মিঃ ক্রিডির দিকে আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকি। ওঁর কথা আমি সঠিক শুনেছি কিনা বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি বলি, উঁহুঁ...আমি বিক্রি করছি না।

মিঃ ক্রিডি বলেন, এক লক্ষ ডলার দেব।

—উঁহুঁ। টের পাই আমার হাত ঘেমে যাচ্ছে।

—এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার!

—এসব তামাশা বন্ধ করুন! মিঃ ক্রিডির টেবিলে দু'হাত রেখে ওঁর ভাবলেশহীন দু'চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, শুনুন, খুব সস্তা বাজির খেলায় মেতে উঠেছেন। এ'শহরে কেলেঙ্কারীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে দেড় লক্ষ ডলার খরচ করা কি খুব বেশি? এক কোটি ডলার হলে না হয় বোঝা যেত...কিন্তু এমন প্রস্তাব দেবেন না, কারণ আমি অত বিশাল অঙ্কের অর্থও গ্রহণ করবো না!

'অনুসন্ধান আমি চালিয়ে যাব। আপনি অথবা আপনার অর্থবল আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আমি যাতে অনুসন্ধান থেকে বিরত হই, তার জন্যে আপনার পোষা গুণ্ডা হার্টজকে কয়েক'শ ডলার দিচ্ছেন না কেন? ওকে বলছেন না কেন আমাকে শায়েস্তা করতে? হয়তো এ'কাজের জন্যে হার্টজ সামান্য অর্থ পেলে খুশি হবে।'

'শেফি আমার পার্টনার ছিল। ও ভালো ছিল কিনা সেটা আমার কাছে বিচার্য বিষয় নয়। আমাদের ব্যবসার জগতে কেউ কোন অনুসন্ধানকারীকে খুন করে অব্যাহতি পেতে পারে না! যেমন পারে না পুলিশকে খুন করে কেউ পালিয়ে বাঁচতে। কথাটা মনে রাখবেন। আর আমাকে অর্থমূল্যে কেনার চেষ্টা করবেন না!'

এরপর আর আমি দাঁড়াই না।

BanglaBook.org

দ্বাদশ অধ্যায়

এক

গাড়ি চালিয়ে বাংলোয় ফিরে যাই এক রাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে। গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে সামনের দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে উপস্থিত হই।

সাঁতারের পোশাক পরে আমি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলি।

কুড়ি মিনিট সাঁতার কাটি। তারপর বাংলোয় ফিরে শেডের তলায় বারান্দায় বসি। রেলিংয়ে পা দিয়ে সমস্ত দিনের ঘটনাগুলি পর্যালোচনা শুরু করি।

আগে স্থির করতে হবে ব্রিজিত অথবা থ্রিসবি—কে মিথ্যে কথা বলেছে। থ্রিসবির গল্প বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ব্রিজিত যে মিথ্যেবাদী সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।

আমার মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর জন্যে থেলমার প্রসঙ্গ আমার সামনে তুলে আনা হয়েছে কি না, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। আমি জানি ব্রিজিতের কাছে ম্যাচ-ফোল্ডারের গুরুত্ব কিছুই না কিন্তু থ্রিসবির কাছে অনেকখানি।

থ্রিসবির ফ্ল্যাট সার্চ করলে কোন লাভ হবে কিনা ভাবতে থাকি। হয়তো কিছু পেয়ে যেতে পারি যার ফলে রহস্যের মূলে পৌঁছে যাব। থ্রিসবির সঙ্গে কোন চাকর থাকে কিনা জানি না। আজ রাত্রেই থ্রিসবির ফ্ল্যাটে হানা দিলে মন্দ হয় না।

একটা সিগারেট ধরাচ্ছি এমন সময়ে টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোন তুলে জিজ্ঞেস করি, কে কথা বলছেন?

—লিউ কি?

মারগটের কণ্ঠস্বর।

আমি বলি, তোমাকে এখন আমি আশা করিনি। কোত্থেকে কথা বলছো?

—আমার ফ্ল্যাট থেকে। ম্যাচ-ফোল্ডারের ব্যাপারে আমি ভাবছিলাম।

চেয়ারের হাতলে বসে আমি টেলিফোনটা হাঁটুর ওপর রাখি।

মারগট বলে, ম্যাচ-ফোল্ডারটা থ্রিসবির...এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

—কেন একথা বলছো, মারগট ?

—মনে হচ্ছে সে আমার উল্টোদিকে চেয়ারে বসেছিল। মনে পড়ছে সে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করছিল। সঙ্গে লাইটার লাগানো ছিল। কিন্তু লাইটার কাজ করছিল না। তারপর সে ওই ম্যাচ-ফোল্ডারটা পকেট থেকে বের করেছিল। ওয়েটার এসে একটা ম্যাচ-ফোল্ডার আমাকে দিয়ে যায়। টেবিলের ওপর থ্রিসবি তার সিগারেট কেস আর ম্যাচ-ফোল্ডারটা রেখে ডোরিসের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়।

'এখন আমার মনে হচ্ছে সিগারেট ধরাবার সময় আমি থ্রিসবির ম্যাচ-ফোল্ডারটা

BanglaBook.org

ব্যবহার করেছি। তারপর মনে হয় কোন কিছু না ভেবে আমি আমার নিজের ব্যাগে ওই ম্যাচ-ফোল্ডারটা রেখে দিয়েছি। এ'সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু থ্রিসবি যে টেবিলের ওপর ম্যাচ-ফোল্ডারটা রেখেছিল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

আমি জবাবে বলি, এবার অনেকটা বুঝতে পারছি। আজ বিকেলে যখন থ্রিসবির সঙ্গে কথা হয় ওকে ম্যাচ-ফোল্ডারটা দেখাই। ওর প্রতিক্রিয়া ছিল দেখবার মতো!

—লিউ, তুমি কি থ্রিসবির সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছো?

—ব্রিজিত ওখানে ছিল। নাটকীয় মুহূর্তে আমি ওখানে প্রবেশ করি যখন থ্রিসবিকে গুলি করতে উদ্যত ব্রিজিত।

মারগট চড়া গলায় বলে, থ্রিসবিকে গুলি করতে যাওয়া? উঁহুঁ লিউ...এ হতেই পারে না!

—হয়তো ব্রিজিত ভয় দেখাতে চেয়েছিল থ্রিসবিকে। আমার কিন্তু মনে হয়েছে থ্রিসবিকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছে ব্রিজিত। কারণ, ওই সময়ে ব্রিজিতের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করছিল থ্রিসবি।

—ব্রিজিতের নিশ্চয়ই মাথার ঠিক ছিল না! লিউ, এ'ব্যাপারে তুমি কী করতে যাচ্ছ? পুলিশকে নিশ্চয়ই এ'ঘটনা বলনি?

—উঁহুঁ। আমার সন্দেহ পুলিশের কাছে থ্রিসবি স্বীকার করবে কিনা যে, ওকে গুলি করতে চেয়েছিল ব্রিজিত। মাঝখান থেকে নিজেকে আমি ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে ফেলবো। তাছাড়া, ব্রিজিতের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনছে না পুলিশ। ব্রিজিতের কাছে কোন পিস্তল আছে কিনা জান তুমি?

—উঁহুঁ।

—মনে হয় শেফিকে নিয়োগ করেছিল ব্রিজিত। তাই বলেছে থ্রিসবি। আজ বিকেলে এ'ব্যাপারে ব্রিজিতের সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলেছে থ্রিসবির কথা মিথ্যে। থ্রিসবি জানিয়েছে ওর সঙ্গে থেলমা নানা জায়গায় বেড়াতে গেছে। থেলমা অর্থাৎ যে মেয়েটা খুন হয়েছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে থ্রিসবির ওপর নজর রাখার জন্যে শেফিকে কাজে লাগিয়েছে ব্রিজিত। এই গল্প হচ্ছে থ্রিসবির—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা অস্বীকার করেছে ব্রিজিত।

—দারুণ ব্যাপার! পুলিশ কি এ'ব্যাপারটা জানতে পারবে?

—ওরা হয়তো জানতে পারে। মারগট, এসব ব্যাপারের মুখোমুখি হ'তে হয়। ভুলে যেও না—এটা খুনের মামলা!

—তোমার কি মনে হয় শেফির খুনের পেছনে ব্রিজিতের কোন হাত আছে?

—এ'মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছি না।

—তুমি কি করতে যাচ্ছ?

BanglaBook.org

মারগটের কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের আভাস টের পাই।

—আবার থ্রিসবির কাছ থেকে খবর বের করার চেষ্টা করবো। মারগট, তুমি কি জান থ্রিসবির ফ্ল্যাটে কোন চাকর থাকে কিনা?

—হ্যাঁ, একজন ফিলিপোনদেশীয় যুবক...কিন্তু সে থ্রিসবির ফ্ল্যাটে রাত্রে থাকে না। খুব সকালে সে আসে—আর নিজের বাসস্থানে ফিরে যায় রাত আটটার মধ্যে।

—আজ রাত্রে থ্রিসবির ফ্ল্যাটে হানা দেব। দেখা যাক কিছু তথ্য যোগাড় করা যায় কিনা।

—লিউ, তুমি থ্রিসবির ফ্ল্যাটে হানা দেবে...কি পাবে ওখানে?

—জানি না। জান তো, কষ্ট করলে আখেরে কিছু লাভ হতে পারে। মারগট, আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

—দেখা করতে চাও?

—দ্যাখ, এসব ফালতু কথা বলো না। রাত সাড়ে দশটার পরে এখানে আসবে কি? থ্রিসবির ফ্ল্যাটে কি আবিষ্কার করলাম, সে সম্পর্কে তোমাকে বলতে পারবো।

একটু দ্বিধার পরে মারগট বলে, আসতে পারি।

আজ রাত্রে ওর সঙ্গে দেখা হবে—এ চিন্তায় আমি মনে মনে উত্তেজনা বোধ করি।

—তাহলে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তোমাকে আশা করছি।

—ঠিক আছে। লিউ, খুব সাবধান! আগে নিশ্চিত হবে যে, থ্রিসবি ফ্ল্যাটে নেই, তারপর তুমি ভেতরে ঢুকবে। মনে রেখ, থ্রিসবি কিন্তু সাংঘাতিক ধরনের আর দয়ামায়াহীন।

মারগটকে আশ্বস্ত করি। সে ফোন রেখে দেয়।

একটু চিন্তার পর টেলিফোন করি সেন্ট রাফায়েল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিনের খোঁজ করি।

র‍্যানকিন ভারী গলায় জিজ্ঞেস করে, কী চান?

আমি জিজ্ঞেস করি, বরফ-কাটার যন্ত্রটার সন্ধান পেলেন কি?

—কি ভাবেন আমাকে? আমি কি যাদু জানি? শহরের যে-কোন জায়গায় আপনি ওই যন্ত্র কিনতে পারেন। প্রচুর দোকান আছে।

—মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে আপনি মোটেও অগ্রসর হতে পারেননি।

—ঠিক কথা। কিন্তু ব্যস্ত হবেন না। তাড়াতাড়ির কাজ নয়। আপনি কিছু নতুন তথ্য পেলেন?

আমি বলি, আমার মনে হচ্ছে শেফিকে কাজে লাগায়নি মিঃ ক্রিডি। ওঁর স্ত্রীই কাজে লাগিয়েছে শেফিকে।

—কেন একথা বলছেন?

BanglaBook.org

—জানতে পেরেছি। আপনি কি জানেন মিসেস ক্রিডির পিস্তল রাখার লাইসেন্স আছে?

র‍্যানকিন একটু রেগে বলে, ব্র্যান্ডন, আপনি কি বলতে চান? ক্রিডির ব্যাপারে নাক গলানো আর আগুনে হাত দেওয়া এক ব্যাপার—এটা কি আপনি জানেন না?

—জানি। কিন্তু আগুনকে আমি ভয় পাই না। মিসেস ক্রিডির কি পিস্তলের লাইসেন্স আছে? লেফ্‌টেন্যান্ট, এটা জানা খুব দরকার।

—অটোমেটিক পিস্তলের লাইসেন্স আছে। ক্রমিক নম্বর ৪৫৫৭৯৯৩। তিন বছরের পারমিট।

ক্রমিক নম্বরটা একটা প্যাডে আমি টুকে নিলাম। তারপর বলি, লেফ্‌টেন্যান্ট, ধন্যবাদ...আরেকটা জিনিস জানতে চাই। থেলমার ব্যাপারে কিছু জানতে পারলেন?

—না। ওর কোন পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার খোঁজ পাইনি। চারদিকে খোঁজ নিয়েছি। মনে হচ্ছে হানের কথাই ঠিক। থেলমা বাইরে যেত না পুরুষদের সঙ্গে। সুতরাং শেফির সঙ্গে ওর মেলামেশার ব্যাপারটা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—লেফ্‌টেন্যান্ট, আপনার কাছে থেলমার সর্বশেষ ঠিকানা আছে কি?

—৩৭৯ নম্বর ম্যারিল্যান্ড রোডে ওর একটা ঘর আছে। বাড়িউলির নাম মিসেস বিচাম। ওর কাছে কোন খবর পাবেন না। ক্যান্ডি ওর সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা বলেছে। কিছুই জানতে পারেনি ক্যান্ডি।

—ধন্যবাদ। আমি বলি, নতুন কোন খবর থাকলে আপনাকে ফোনে জানাবো। বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

শোবার ঘরে পৌঁছে পোশাক পরে নিলাম। সঙ্গে নিলাম রিভলবারটা। তারপর গাড়ি বের করে বেরিয়ে পড়ি।

সওয়া পাঁচটা বাজে। রাস্তায় একজন পুলিশের কাছে ম্যারিল্যান্ড রোডের হদিশটা জেনে নিলাম।

মিসেস বিচাম স্থূলকায়া। ওর কাছে পরিচয় দিলাম 'কুরিয়র' কাগজের সংবাদদাতা হিসেবে। থেলমার খবর জানতে চাই।

মিসেস বিচাম বলে, পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করেছিল থেলমার কোন ছেলে বন্ধু আছে কিনা। নেই। থেলমাকে বলেছি ভালো একটা ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কিন্তু ধর্মের বাইরে ওর কোনদিকে মনোযোগ ছিল না।

—মিসেস বিচাম, হয়তো গোপনে থেলমা কোন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো, তাই না? ব্যাপারটা তো জানেন। অনেক মেয়ে এসব ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে।

মিসেস বিচাম মাথা নেড়ে বলে, থেলমাকে আমি গত পাঁচ বছর যাবত জানি।

BanglaBook.org

ছেলে বন্ধু থাকলে আমাকে ঠিক বলতো। তাছাড়া, ও বাইরে যেত খুব কম। একমাত্র মঙ্গলবার আর শুক্রবার ছাড়া।

—হয়তো থেলমা চার্চে যাওয়ার নাম করে বেড়াতে গেছে কোনও ছেলে বন্ধুর সঙ্গে। এটা কি সম্ভব হতে পারে না?

—না, না! মিসেস বিচামকে আহত দেখায়, ওরকম ধরনের মেয়ে ছিল না থেলমা। ওরকম কাজ কখনও সে করবে না।

—মিসেস বিচাম, কোন লোকজন কি দেখা করতে আসতো থেলমার কাছে?

—মাঝে মাঝে ওর বান্ধবীরা আসতো। স্কুল অব সিরামিক্স থেকে দুটো মেয়ে আর একটা মেয়ে যে চার্চের কাজ করতো।

—কোন পুরুষ?

—উঁহুঁ।

—কখনও কি কোন পুরুষ দেখা করতে আসেনি থেলমার সঙ্গে?

—না। এসব ব্যাপারে আমি কখনও প্রশ্রয় দিতাম না। আমি চাই না কোন যুবতী তার ঘরে পুরুষ বন্ধু ডেকে আনুক। তাছাড়া, থেলমা কখনও এসব কাজ করতো না।

পকেট থেকে শেফির ফটো বের করে জিজ্ঞেস করি, এই ভদ্রলোক কি কখনও থেলমার সঙ্গে দেখা করেছে?

শেফির ফটো ভালোভাবে দেখে মিসেস বিচাম বলে, একে আমি কখনও দেখিনি। কোন পুরুষ কখনও দেখা করেনি থেলমার সঙ্গে।

—কখনও স্বর্ণকেশী স্মার্ট পোশাক-পরিহিতা কোন স্ত্রীলোক দেখা করেছে থেলমার সঙ্গে? ধরুন, তার বয়স প্রায় ছত্রিশ...আর রীতিমতো ধনী?

মিসেস বিচামকে বিমূঢ় দেখায়।

—উঁহুঁ। শুধু ওর তিন বান্ধবী আর ফাদার ম্যাথু। আর কারুকে থেলমার কাছে আসতে দেখিনি।

মনে হচ্ছে থ্রিসবি মিথ্যে বলেছে। দেখা যাচ্ছে থেলমার কাছে ব্রিজিত এবং শেফি কখনও দেখা করতে যায়নি।

আমি জিজ্ঞেস করি, থেলমার মৃত্যুর দিনে অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটেছে? থেলমাকে দেখতে কেউ এসেছিল? ও কি কোন চিঠি পেয়েছিল? অথবা ওকে কেউ টেলিফোন করেছিল?

—এসব বিষয় নিয়ে পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটেনি। থেলমা স্কুল অব সিরামিক্সে নটার মধ্যে পৌঁছবার জন্যে যথারীতি বাড়ি থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়েছিল। দুপুরে খাওয়ার জন্যে সে রোজ ফিরে আসতো। যখন সে যথারীতি ফিরে এলো না, আমি চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। যখন সে

BanglaBook.org

কাজের শেষেও ফিরে এলো না, আমি খবর দিয়েছি ফাদার ম্যাথুকে। তারপর পুলিশকে।

র‍্যানকিন ঠিকই বলেছিল। পাথরে মাথা ঠোকার মতো ব্যাপার! মিসেস বিচামকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ক্লান্ত মনে গাড়ির কাছে ফিরে যাই। কোন কাজই হলো না! কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত—থ্রিসবি মিথ্যে কথা বলেছে!

দুই

সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিস এনেছি। একটা যন্ত্র দিয়ে দরজাটা খুলি। কান খাড়া করি। কোন শব্দ নেই। অন্ধকার ঘর। ফ্লাশ-লাইট জ্বালাই।

গ্যারেজে প্যাকার্ড গাড়িটা দেখার পর একটু অস্বস্তি হচ্ছে। হয়তো থ্রিসবি গাড়ি থেকে বেরোয়নি। কিন্তু ফ্ল্যাটটা অন্ধকারে ডুবে কেন?

লাউঞ্জে প্রবেশ করি। আলো জ্বালি সুইচ টিপে। তারপর বিমূঢ় হয়ে উঠি। ঘরের এক কোণে টেবিলের ড্রয়ার খোলা। কাগজপত্র টেবিলের ওপর ছড়ানো। মেঝের ওপর পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কাগজপত্র।

মনে হচ্ছে আমার আগে কেউ এখানে ঢুকে সার্চ করেছে।

লাউঞ্জ পেরিয়ে আমি ঢুকি বড় হলঘরে। সামনেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। কাছাকাছি আরও দুটো দরজা। একটা দরজা দিয়ে সিঁড়ির ভেতরে ঢুকি। বেশ বড় ডাইনিং রুম। এখানেও টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়ানো।

আর একটা দরজা খুলে উঁকি মারি। দারুণ সাজানো রান্নাঘর। এখানে কোন রকম বিশৃঙ্খলা নেই।

হলঘরে ফিরে এলাম। আমার আগে যে এসেছিল, সে কিছু খুঁজে পেয়েছে কিনা ভাবতে থাকি।

অনেক ভেবে স্থির করি ফ্ল্যাটের বাকি ঘরগুলি খুঁজে চলে যাব। ফলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। তারপর যখন ফ্ল্যাশ-লাইট জ্বালিয়ে চারদিকে দেখতে থাকি—হঠাৎ চোখে পড়ে একটা লোককে। সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

পেছনে লাফ দিলাম। হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে ফ্ল্যাশ-লাইটটা। ডুবে যাই অন্ধকারে।

দাঁড়িয়ে থাকি। বুক কাঁপে। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা চেপে ধরি। তারপর অস্ত্রটা বের করি। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করি, কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

কোন সাড়াশব্দ নেই। অন্ধকারে দু'চোখ খুলে সামনে কোন মূর্তির অবয়ব দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

BanglaBook.org

শেফির হত্যাকারী কি? হঠাৎ আমার পায়ে কি যেন লাগে। নার্ভ ফেল হয়। আমি অন্ধকারে হঠাৎ গুলি চালাই।

গরগর আওয়াজ শুনি। টের পাই বিড়ালটা আবার পা ঘষছে।

সিগারেট লাইটার বের করে বলি, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানেই থাক। নড়লেই গুলি করবো।

রিভলবার উঁচু করে সিগারেট লাইটার জ্বালাই।

সিগারেট লাইটারের অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ করি সিঁড়ির কোণে দাঁড়ানো লোকটা নড়ছে না। বাদামী রঙের ছোট্ট-খাট্টো মানুষটি। মুখের চামড়া কোঁচকানো।

লোকটার নিথর চেহারা দেখে অস্বস্তি হয়। একমাত্র মৃত ব্যক্তি ছাড়া ওভাবে কেউ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি। ফ্ল্যাশ-লাইটটা তুলে লোকটার মুখের ওপর জ্বালাই। এবার মনে হয় লোকটা হলো থ্রিসবির চাকর। কেউ সরাসরি ওর বুকে গুলি করে হত্যা করেছে।

আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে যাই। ওর মুখের একপাশ ছুঁয়ে দেখি আঙুল দিয়ে। কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছে।

হঠাৎ নজরে পড়ে বিড়ালটা একটা দরজার গায়ে আঁচড় দিচ্ছে। গ্‌রগ্‌র শব্দ করছে মুখ দিয়ে।

আমি এগিয়ে একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে যায়।

বিড়ালটার উপর ফ্ল্যাশ-লাইট ফেলি। বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠেছে বিড়ালটা। ফ্ল্যাশ-লাইটের আলো ফেলি বিছানার ওপর। বিছানায় শুয়ে থ্রিসবি।

বাইরেটা দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। থ্রিসবিকে কেউ পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করেছে!

তিন

ঘরের চারদিকে তাকাই। সর্বত্র বিশৃঙ্খলার চিহ্ন। বিছানার কাছে এগিয়ে যাই আমি। বিড়ালটা আমাকে দেখে রাগে গরগর করে। থ্রিসবির হাত স্পর্শ করি। শক্ত আর ঠাণ্ডা। অন্তত পাঁচ ছয় ঘণ্টা আগে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

আমার পায়ে কি যেন লাগে। নিচু হয়ে জিনিসটি হাতে তুলি। একটা রিভলবার। এই অস্ত্রটা ফেরত দিয়েছিলাম ব্রিজিতকে। ম্যাগাজিন খুলে লক্ষ করি চারটে গুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

রিভলবারটা এখানে কেন? পুলিশের নজরে পড়ার জন্য কি? হঠাৎ কি মনে করে

BanglaBook.org

অস্ত্রটা আমি পকেটে রেখে ঘরের আলো নিভিয়ে নিচে লাউঞ্জে এলাম।

মিঃ ক্রিডির বাড়িতে টেলিফোন করি।

হিলটনের গলার আওয়াজ শুনি, কে কথা বলছেন?

—মিসেস ক্রিডিকে লাইনটা দিন।

—একটু অপেক্ষা করুন...মিসেস ক্রিডির সেক্রেটারীকে লাইনটা দিচ্ছি।

একটু পরে সেক্রেটারী জিজ্ঞেস করে, কে কথা বলছেন?

—লিউ ব্রান্ডন। মিসেস ক্রিডির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—মনে হয় না উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

—তাকে কথা বলতেই হবে! ফালতু কথা ছেড়ে ওকে ডাকুন।

—একটু ধরুন...দেখি উনি কথা বলবেন কিনা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সেক্রেটারী বলে, মিঃ ব্র্যান্ডন, আমি দুঃখিত। মিসেস ক্রিডি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান না।

—ওকে বলতেই হবে! ওকে বলুন যে, ওর একজন পুরনো বন্ধু একটু আগে মারা গেছে। কেউ ভদ্রলোককে গুলি করে হত্যা করেছে। পুলিশও কিন্তু এ'ব্যাপারে কথা বলতে আসবে মিসেস ক্রিডির সঙ্গে।

—আপনি এসব কি বলছেন?

—ফালতু সময় নষ্ট করবেন না। মিসেস ক্রিডিকে ডেকে দিন।

একটু পরে শুনি ব্রিজিতের কণ্ঠস্বর, যদি আপনি আমাকে আরও ঝামেলায় ফেলতে চান—এবার আমি আমার স্বামীকে অবশ্যই সব জানাবো।

আমি বলি, জানাতে পারেন। উনি শুনে খুশি হবেন। শুনুন, থ্রিসবিকে আমি মৃতাবস্থায় দেখেছি। কেউ ওকে গুলি করে হত্যা করেছে! আর ওর বিছানার পাশে পড়ে রয়েছে আপনার রিভলবারটা।

—মিথ্যে বলছেন!

—ঠিক আছে। পুলিশের জন্যে তাহলে অপেক্ষা করুন।

এবার দীর্ঘ বিরতি। শুনতে পাই ব্রিজিতের দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ। একটু পরে ব্রিজিত বলে, থ্রিসবি কি সত্যিই খুন হয়েছে?

—হ্যাঁ। এখন শুনুন...আজ সন্ধ্যায় পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে কোথায় ছিলেন আপনি?

—আমার ঘরে এখানে।

—কেউ আপনাকে দেখেছে?

—উঁহুঁ...আমি একাই ছিলাম।

—আপনার সেক্রেটারী আপনাকে দেখেনি?

BanglaBook.org

—সে বাইরে বেরিয়েছিল।

—যে রিভলবারটা আপনাকে আমি ফেরত দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়?

—শোবার ঘরে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছি।

—ওখান থেকে ওই অস্ত্রটা কে নিতে পারে?

—জানি না, যে কেউ পারে। আমি শুধু ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছি।

—কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

—না।

ভ্রু কুঁচকে বলি, জানি না, কেন আপনার জন্যে এসব আমি করছি। কিন্তু আমি রিভলবারটা সরিয়ে নিয়েছি। গুলি পরীক্ষা করে ওরা অস্ত্রটার হদিশ করতে পারে। যদি তাই হয়—আপনি বিপদে পড়বেন। হয়তো ওরা হদিশ না-ও পেতে পারে। মনে হয় কেউ থ্রিসবির খুনের সঙ্গে আপনাকে জড়াতে চাইছে। হয়তো এ'ব্যাপারে আমার ভুল হতে পারে। চুপচাপ থাকুন। প্রার্থনা করুন ঈশ্বরের কাছে! হয়তো আপনি এ'ঘটনা থেকে দূরে থাকতে পারেন...জানি না শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়!

থ্রিসবির বাড়ি থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে চলে এলাম মারগটের বাংলোয়। পাম গাছের নিচে পার্ক করা একটা ক্যাডিলাক ।

বাংলোর সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যাই। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খোলার আগে এক মুহূর্ত কি ভেবে দরজার হাতল ধরে ঘোরাই। খুলে যায় দরজা। অন্ধকার হলঘরে আমি প্রবেশ করি।

আলো জ্বেলে কান পেতে শুনি। রিভলবারের বাঁটে চেপে ধরি আঙুল। অনেকক্ষণ কারুর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তারপর শুনি মারগটের কণ্ঠস্বর, লিউ, তুমি কি এসেছ?

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করি, ওখানে অন্ধকারে বসে তুমি কি করছো?

হলঘর থেকে ভেসে আসা আলোয় মারগটের চেহারার আভাস টের পাই। জানালার সামনে ডিভানে শুয়েছিল সে। বললো, তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি। চাঁদের আলোয় আমি শুয়ে থাকতে ভালোবাসি। লিউ, আলো জ্বালিয়ো না।

সামনের দরজার কাছে একটা ড্রয়ারে আমি দুটো রিভলবার রেখে মারগটের কাছে এগিয়ে যাই।

মারগটের পরনে একটা কালো সিল্কের ঢিলে পোশাক। ওর খোলা হাঁটু নজরে পড়ে। সে হাত বাড়িয়ে বলে, লিউ, এখানে আমার কাছে বসো। এ'জায়গাটা বড় সুন্দর, তাই না? সমুদ্রের দিকে তাকাও...দ্যাখ, চাঁদের উজ্জ্বলতা।

মারগটের কাছাকাছি বসি কিন্তু ওর হাত ধরি না। থ্রিসবির মৃত মুখ এখনও আমি ভুলতে পারছি না। এখন মারগটের নিবিড় সান্নিধ্যে যাওয়ার মতো মানসিকতা নেই।

BanglaBook.org

মারগট কিন্তু বুদ্ধিমতী। সে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার...কোন কিছু ঘটলো নাকি?

একটু দ্বিধার পরে বলি, মারগট, এক সময়ে তুমি থ্রিসবিকে ভালোবাসতে, তাই না?

—হ্যাঁ। একদা। তখন থ্রিসবির প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। যদিও বেশিদিন ওকে সহ্য করতে পারিনি। এটা আমার জীবনের একটা মারাত্মক ভুল। কী বোকাই না ছিলাম!

—হ্যাঁ, মারগট...জীবনের বহু ব্যাপারের জন্যে পরে আমরা অনুতপ্ত হই।

একটা সিগারেট ধরাই।

মারগট জিজ্ঞেস করে, কিছু ঘটেছে, তাই না? তুমি কি থ্রিসবির ওখানে গিয়েছিলে? থ্রিসবির কি কিছু হয়েছে?

—হ্যাঁ। সে মৃত...কেউ তাকে গুলি করে হত্যা করেছে!

দু'হাতে মুখ ঢেকে সামান্য গোঙানির সুরে মারগট বলে, মৃত? হায় লিউ! একদা আমার সঙ্গে সে খারাপ ব্যবহার করেছিল কিন্তু এমন কিছু আকর্ষণ ছিল ওর মধ্যে...। 'নিশ্চয়ই এটা ব্রিজিতের কাজ!'

—জানি না কে থ্রিসবিকে গুলি করেছে।

হঠাৎ ডিভানের উপর উঠে বসে মারগট। বলে, ব্রিজিত ছাড়া আর কেউ নয়। আজ বিকেলে সে থ্রিসবিকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল, তাই না? যদি তখনই তুমি বাধা না দিতে, ব্রিজিতের গুলিতে খুন হতো থ্রিসবি! তুমি কী রিভলবারটা ফেরত দিয়েছো ব্রিজিতকে?

একটু থেমে মারগট আবার বলে, থ্রিসবির বাড়িতে গিয়ে ওকে গুলি করেছে ব্রিজিত! এবারে সে রেহাই পাবে না।

আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি এ'ব্যাপারে কি করতে যাচ্ছ?

—বাবাকে অবশ্যই জানাবো। ব্রিজিতের কাছ থেকে বাবা প্রকৃত ঘটনা জানতে পারবেন।

—পেলে কি হবে?

—উনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন ব্রিজিতকে। ব্রিজিতের বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনবেন।

আমি আস্তে আস্তে বলি, আমার ধারণা ছিল তুমি এসব ব্যাপার গোপন রাখবে পুলিশের কাছ থেকে।

—পুলিশ? পুলিশকে অবশ্যই কিছু জানানো হবে না। পুলিশকে কিছুই বলবেন না বাবা।

—মারগট, পুলিশকে হয়তো তুমি দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা ইতিমধ্যেই এখানে এসে পড়েছে।

BanglaBook.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এক

চাঁদের আলোয় লক্ষ করি পুলিশের গাড়ি থেকে নামছে লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিন। ওর পেছনে সার্জেন্ট ক্যান্ডি। চালকের আসনে বসে থাকে য়ুনিফর্ম পরিহিত ড্রাইভার।

ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি বারান্দায় যাই। র‍্যানকিনের পথ আগলে দাঁড়াই।

র‍্যানকিন বলে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। চলুন, ভেতরে যাই।

ক্যান্ডি যাতে না শুনতে পায় এমন ভঙ্গিতে বলি, লেফ্‌টেন্যান্ট, পেছনে তাকান...তারপর আপনার মত পরিবর্তন করুন।

পেছন ফিরে প্রথমে ক্যাডিলাক, তারপর বুইক গাড়ি দেখতে পায় র‍্যানকিন। তারপর সে আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকায়।

—কি ব্যাপার? প্রশ্ন করে র‍্যানকিন।

আমি বলি, ক্যাডিলাকের মালিক কে, আপনাকে আমি অনুমানে বলতে পারি। এখনও আপনি প্রমোশন পাননি। যদি আপনি মিস্ ক্রিডির বাংলোয় ঢোকেন, আপনার প্রমোশনের বারোটা বাজবে!

তিন পা পিছিয়ে র‍্যানকিন বলে, আসুন। আমরা গাড়িতে বসে কথা বলবো। থ্রিসবির বাসস্থানে আমরা যাচ্ছি।

আমি বলি, আপনি যান। এখন আমি ব্যস্ত।

হঠাৎ র‍্যানকিন কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন অথবা আপনাকে জোর করে নিয়ে যেতে হবে?

এগিয়ে এল ক্যান্ডি। কোটের পকেটে ওর হাত ঢোকানো। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে বলি, ঠিক আছে, চলুন। লেফ্‌টেন্যান্ট, কি ভাবছেন?

হিংস্র গলায় র‍্যানকিন বলে, ফালতু বকবেন না! একটু আগে কী আপনি থ্রিসবির বাসস্থানে ছিলেন না?

পুলিশের গাড়িতে র‍্যানকিন আর ক্যান্ডির সঙ্গে উঠে বলি, প্রমাণ করা শক্ত হবে।

র‍্যানকিনের আদেশে গাড়ি চলতে শুরু করে।

র‍্যানকিন হঠাৎ বলে, আপনার রিভলবারটা দিন।

—সঙ্গে নেই। জবাবে বলি।

—কোথায়?

BanglaBook.org

—বাংলোয়।

—ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও।

বাংলোয় গাড়ি পৌঁছলে ক্যান্ডির দিকে তাকিয়ে র‍্যানকিন বলে, ব্র্যান্ডনের সঙ্গে যাও। ওর রিভলবারটা আমি চাই।

হলঘরে ক্যান্ডির সঙ্গে প্রবেশ করি। ক্যান্ডিকে বাধা দিতে পারি না। ড্রয়ার খুলে আমার রিভলবারটা তুলে নেয় সে। জিজ্ঞেস করে, এটাই তো?

—হ্যাঁ।

খালি ড্রয়ারের দিকে তাকিয়ে বুক কাঁপে। ব্রিজিতের রিভলবারটা উধাও।

ক্যান্ডি জিজ্ঞেস করে, ওখানে যে ক্যাডিলাক গাড়িটা দেখলাম, ওর মালিক কে?

আমি বলি, লেফ্‌টেনান্ট র‍্যানকিনকে জিজ্ঞেস করুন।

কাঁধ নামিয়ে ক্যান্ডি বলে, চলুন।

—এসব কি ব্যাপার? আমি জিজ্ঞেস করি। ভাবছিলাম আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে কিনা মারগট।

বিরক্তির সুরে ক্যান্ডি জবাব দেয়, কাকে ভোলাচ্ছেন আপনি? থ্রিসবির ওখানে আপনাকে যেতে দেখেছি। ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তা-ও আমাদের নজরে পড়েছে।

—তাই নাকি? সার্জেন্ট, তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করছেন না কেন?

ক্যান্ডি বলে, তেমন আদেশ ছিল না। কিন্তু এখন পেয়েছি।

—কার আদেশ?

—ক্যাপটেনের।

—হোল্ডিং কি জানে?

ক্যান্ডি মুখের একপাশে চুইংগাম ঠেলে বলে, হোল্ডিংয়ের কথা ভুলে যান। এ' শহরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিস্থিতি বদলে যায়। চলুন, ক্যাপটেনকে আমরা আর অপেক্ষার মধ্যে রাখতে চাই না।

পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় ক্যান্ডির উদ্দেশে র‍্যানকিন বলে, ওটা পেয়েছ?

—হ্যাঁ, স্যার। আমার রিভলবারটা র‍্যানকিনের হাতে দিয়ে ক্যান্ডি বলে, সম্প্রতি গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

আমি বলি, তার ব্যাখ্যা করতে পারি। ওই দুজনকে আমিই হত্যা করেছি, এটাই কি আপনারা প্রমাণের চেষ্টা করছেন?

ক্লান্ত গলায় র‍্যানকিন জবাব দেয়, কিছুই প্রমাণের চেষ্টা করছি না। চুপ করবেন কি? আপনাকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ পেয়েছি...তাই নিয়ে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

—হোল্ডিংয়ের কি খবর?

—দেখতে পাবেন। আর কথা বলবেন না।

চুপ করে ভাবতে থাকি। হঠাৎ মনে হয় জটিলতার উন্মোচন হতে যাচ্ছে। বিদ্যুত-ঝলকের মতো অনেক সময় প্যাঁচ খুলে যায়।

থ্রিসবির বাড়ির সামনে পৌঁছে যাই। গাড়ি থেকে আমরা নামি।

ক্যান্ডিকে বলে র‍্যানকিন, গাড়িটা নিয়ে বাংলোয় ফিরে যাও। সঙ্গে জ্যাকসনকে নেবে। জায়গাটা সার্চ করবে। যদি কিছু পাও—নিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি যাও।

ক্যান্ডিকে অবাক দেখায় কিন্তু সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

র‍্যানকিন জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণে সে কি চলে গেছে?

—হ্যাঁ। হোল্ডিংয়ের কি হয়েছে?

—শুনুন, বিচারক হ্যারিসনের সঙ্গে দ্রুত বোঝাপড়ায় এসেছেন ক্রিডি। প্রশাসনে আবার ফিরে গেছে হোল্ডিং। এখন আর কোন বাধা নেই।

খবরটা শুনে আমি প্রকৃতপক্ষে ঘাবড়ে যাই।

র‍্যানকিন বলে, আসুন। ক্যাপ্টেনকে আর অপেক্ষায় রাখা ঠিক হবে না। আপনাকে আগেই বলা হয়েছিল দূরে সরে থাকতে। সুতরাং বলতে পারবেন না, আপনাকে সাবধান করা হয়নি।

—হোল্ডিং আমাকে অগ্রসর হতে বলেছিল।

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে র‍্যানকিন বলে, হোল্ডিংকে আপনি কী আপনার পরিত্রাতা ভেবেছিলেন নাকি? চলুন।

লন পেরিয়ে আমরা বাড়িটার দিকে এগিয়ে যাই।। চারদিকে আলোর মালা। য়ুনিফর্ম-পরা পুলিশ ঘোরাফেরা করছে।

দরজা পেরিয়ে আমরা লাউঞ্জে প্রবেশ করি। অনেকে চুপচাপ বসে কাজ করছে। কেউ তাকায় না আমাদের দিকে। ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করে র‍্যানকিন, ক্যাপটেন কি এখানে?

—ওপরে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি। থ্রিসবির শোবার ঘরে ঢুকি। বিছানায় থ্রিসবির মৃতদেহ এখনও তেমনি পড়ে আছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন ক্যাচেন।

অনেকক্ষণ ক্যাচেন কোন কথা বলেন না। তারপর রাগের গলায় জিজ্ঞেস করেন, ব্র্যান্ডনের রিভলবারটা এনেছেন?

র‍্যানকিন এগিয়ে এলে তার জায়গায় দাঁড়ায় একজন গোয়েন্দা। ওরা আমাকে নজরবন্দী করে রাখতে চায়। ক্যাচেনের হাতে আমার রিভলবারটা দেয় র‍্যানকিন।

রিভলবারটা খুলে ক্যাপটেন নানাভাবে পরীক্ষা করে ফেরত দেন র‍্যানকিনকে।

BanglaBook.org

তারপর জিজ্ঞেস করেন, ব্র্যান্ডনের হাতে হাতকড়ি লাগানো হয়েছে?

লক্ষ করি র‍্যানকিনের মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠেছে।

—উঁহুঁ...ক্যাপটেন।

—কেন নয়?

—প্রয়োজন মনে করিনি।

—চিন্তা করার জন্যে আপনাকে মাইনে দেওয়া হয় না। ব্র্যান্ডনের হাতে হাতকড়ি লাগান!

র‍্যানকিন এগিয়ে এসে আমার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দেয়। তারপরে দূরে সরে যেতে যেতে সে বলে, পরানো হয়েছে, ক্যাপটেন।

আস্তে আস্তে ক্যাচেন ঘুরে দাঁড়ান। ওর দু'চোখ লাল। মুখের ভাব রুক্ষ আর কঠিন। আমার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে তিনি বলেন, ভেবেছিলেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে পারবেন। হোল্ডিং আমাকে ঠেকাতে পারবে মনে করেছিলেন। আপনি কোথায় ভুল করেছেন বুঝতে পারবেন।

কথা বলতে বলতে আমার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে থাকেন ক্যাচেন। বলেন, আপনাকে আমি দুটো খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করবো!

ক্যাচেনকে লক্ষ করতে করতে জবাবে বলি, আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনতে পারবেন না। কারণ, ওরা মারা গেছে পাঁচ ছয় ঘণ্টা আগে আর এটা আপনার জানা।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে ক্যাচেন আমাকে ঘুষি মারেন।

আঘাতের ধাক্কায় আমি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাই। মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপর শুনি ক্যাচেনের চিৎকার, ওকে দাঁড় করাও!

একজন গোয়েন্দা এসে আমাকে দাঁড় করায়। টলতে থাকি আমি।

দাঁতে দাঁত চেপে ক্যাচেন বলেন, আপনাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে একটা সেলে পোরা হবে। সেখানে আপনাকে মেরামত করবে আমার কয়েকজন কর্মী। তারপর দেখবো, দুটো কেন চারটে খুনের স্বীকারেক্তি আপনার কাছ থেকে আদায় হয় কিনা।

জানি, কথা বললে আমাকে আবার আঘাত করবেন ক্যাচেন।

ক্যাচেন বলতে থাকেন, যদি আপনার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা না যায়, বাড়ির ভেতর অবৈধভাবে প্রবেশের জন্যে আপনার তিন মাস সাজা হবে। আর ওই তিন মাস রোজ আমার কর্মীরা আপনাকে মেরামত করবে। আপনাকে সাবধান করেছিলাম দূরে সরে থাকতে। কথা শোনেননি...এখন ফলভোগ করুন!

র‍্যানকিনের দিকে ফিরে ক্যাচেন বলেন, ওকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যান। ওর

BanglaBook.org

বিরুদ্ধে থ্রিসবি আর ফিলিপিনোকে হত্যার জন্যে অভিযোগ তৈরি করুন। আমি অভিযোগ প্রমাণের জন্যে মাল-মশলা যোগাড় করছি।

আমাকে নিয়ে র‍্যানকিন নিচে নেমে এলো। গেটের কাছে পৌঁছতে দেখা যায় ক্যান্ডিকেও।

র‍্যানকিন জিজ্ঞেস করে, কিছু পেলে?

পকেট থেকে ব্রিজিতের রিভলবার বের করে ক্যান্ডি বলে, এটা পেয়েছি। সম্প্রতি চারটে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

ক্যান্ডিকে জিজ্ঞেস করি, কোথায় পেলেন?

—আপনার বিছানার নিচে...যেখানে আপনি রেখেছেন।

মাথা নেড়ে বলি, ওখানে আমি রাখিনি। কিন্তু আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না।

ক্যান্ডির উদ্দেশে বলে র‍্যানকিন, হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাচ্ছি ব্র্যান্ডনকে। রিভলবারটা পরীক্ষা করে দেখবো। আর কিছু পেলে?

—না।

ক্যান্ডি চলে যায়।

র‍্যানকিন আমাকে বলে, আপনি গাড়ি চালান।

—হাতকড়ি পরে?

আমার হাতের হাতকড়ি খুলে দেয় র‍্যানকিন।

পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে বলি, লেফ্‌টেন্যান্ট, রিভলবারটার ব্যাপারে সতর্ক হবেন। ওটার মালিক মিসেস ক্রিডি।

—সতর্ক থাকবো।

আমি জিজ্ঞেস করি, এই রাস্তায় আমাকে নিয়ে আসার অর্থ কী?

র‍্যানকিন জবাব দেয়, সেলে আপনাকে পোরা হবে না। ক্যাচেনের ধারণা ইতিমধ্যেই আপনি যথেষ্ট ভয় পেয়েছেন। সুতরাং আপনি শহর ত্যাগ করবেন। আপনাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবার ভার পড়েছে আমার ওপর।

হঠাৎ হেসে উঠি। বলি, হ্যাঁ, ক্যাচেন আমার মনে ভয় ঢুকিয়েছেন, কিন্তু সেটা এমন বিরাট ধরনের নয় যে, শহর ছেড়ে পালিয়ে যাব।

ক্লান্ত গলায় র‍্যানকিন বলে, আপনি যখন পালাবার জন্যে ছুটবেন, আমাকে তখন অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে। হয়তো আপনি পালাবার জন্যে না-ও ছুটতে পারেন।

—ছুটবো না। পেছনে গুলি লাগুক, চাই না। অবশ্য এই ফন্দিটা মিঃ ক্রিডির। থ্রিসবির ওখানে গিয়েছি, এটা আপনি জানলেন কিভাবে?

BanglaBook.org

র‍্যানকিন বলে, মিঃ ক্রিডির লোক আপনাকে দেখেছে। মিঃ ক্রিডিই পরামর্শ দিয়েছেন ক্যাচেনকে আপনার বিরুদ্ধে অন্যের বাড়িতে অবৈধভাবে প্রবেশের জন্যে অভিযোগ আনতে।

—থ্রিসবির হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে ক্যাচেন কি আগ্রহী নন?

—এটা সময় মতো উনি তদন্ত করবেন।

—থ্রিসবির হত্যাকারীকে কি দেখেনি মিঃ ক্রিডির ভাড়াটে লোকটা?

—না। লোকটা রাত্রের দিকে থ্রিসবির বাড়িটার ওপর নজর রাখতে এসেছিল। ব্রিজিতের রিভলবারটা হাতে নিয়ে বলে র‍্যানকিন, এটা দিয়েই কী থ্রিসবিকে হত্যা করা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—ব্রিজিত কি হত্যা করেছে?

—ওকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি বলবো ব্রিজিত হত্যা করেনি।

—মিঃ ক্রিডির স্ত্রীকে ওই প্রশ্ন আপনি করতে পারেন না। যদি কেউ করে সেক্ষেত্রে সে এ'শহরে চাকরি করতে পারবে না।

—এত ক্ষমতা কারুর থাকা উচিত নয়। বোঝা যাচ্ছে বিচারক হ্যারিসনের সঙ্গে একটা চুক্তিতে এসেছেন মিঃ ক্রিডি, তাই না?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা এমন কিছু শক্ত ছিল না। বিচারকের নিজের অর্থের জোর নেই—তার উপর আছেন এমন একজন স্ত্রী যিনি দু'হাতে খরচ করেন। মিঃ ক্রিডি অর্থের জোরে বিচারক হ্যারিসনকে কিনে নিয়েছেন। কালকের কাগজে এতে ব্যাপারটা ফলাও করে ছাপা হবে।

—'কুরিয়র' পত্রিকা খুশি হবে।

—এ'ব্যাপারে তারা কিছু করতে পারবে না। বাংলোয় ফিরে আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে এ'শহর থেকে কেটে পড়ুন।

ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্দের পাহাড়ি রাস্তায় পৌঁছে আমি বলি, এখনও আমি শহর ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। শেফির হত্যাকারীকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমি নড়ছি না।

—ব্রান্ডন, আজ রাত্রেই আপনি সরে পড়ুন—আপনার সম্পর্কে ক্যাপ্টেন ক্যাচেন এমন আদেশ দিয়েছেন। দু'ঘণ্টার মধ্যে সরে না পড়লে আপনি বিপদে পড়বেন। ক্যাচেনের লোকেরা দুর্ঘটনা সাজাতে ওস্তাদ। আপনার হাত-পা ভেঙে দিতে পারে ওরা সাজানো দুর্ঘটনার মাধ্যমে।

র‍্যানকিনের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি রসিকতা করছেন?

ঠাণ্ডা গলায় র‍্যানকিন জবাব দেয়, এর চেয়ে সত্য কথা আমি কখনও বলিনি।

BanglaBook.org

দু'ঘণ্টার মধ্যে সরে পড়ুন নতুবা আপনার জায়গা হবে হাসপাতালে। এ'ব্যাপারে আপনি কিছু করতে পারবেন না। ক্যাচেনের লোকেরা সাংঘাতিক। ভাগ্য ভালো থাকলে বেঁচে যেতে পারেন।

বাংলোর অমসৃণ পথের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় আমি র‍্যানকিনের সাবধান বাণী ভাবতে থাকি।

একটু পরে গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করি, লেফ্‌টেন্যান্ট, ওই রিভলবারটা কী আপনার দরকার? সম্ভবত আপনার কাজে লাগবে না কিন্তু প্রয়োজনে আমি ব্যবহার করতে পারি।

আমার দিকে তাকিয়ে র‍্যানকিন জিজ্ঞেস করে, আপনি কী এখনও মিঃ ক্রিডির পেছনে লেগে থাকবেন?

—আমি শেফির হত্যাকারীকে খুঁজছি। এ'ব্যাপারে রিভলবারটার কোন যোগসূত্র থাকতে পারে। আমি আপনাকে পরে ফেরত দেব।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু দ্বিধার পরে বলে র‍্যানকিন, ঠিক আছে...যে মুহূর্তে ক্যাচেন জানতে পারবেন অস্ত্রটা মিসেস ক্রিডির, তিনি ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না।

—ধন্যবাদ লেফ্‌টেন্যান্ট। আপনার অনেক সাহায্য পেয়েছি। আশা করি আপনি শীঘ্রি ক্যাপটেনের প্রোমোশন পাবেন।

আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে র‍্যানকিন রিভলবারটা ফেরত দেয়। তারপর সে চালকের আসনে বসে।

গাড়ির জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে র‍্যানকিন বলে, ব্র্যান্ডন, আপনি এ'শহরের বর্তমান পরিস্থিতি বদলাতে পারবেন না। ওরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান। একজন ব্যক্তির পক্ষে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা অসম্ভব। ব্যাপারটা জানি বলেই আমি ওদের ব্যাপারে মাথা গলাই না। তাড়াতাড়ি এ'শহর থেকে কেটে পড়ুন!

দুই

বাংলোর দিকে হেডলাইট জ্বেলে দ্রুত গতিতে একটা গাড়ি ছুটে আসছে আমার দিকে।

গাড়ি থেকে দীর্ঘকায় একটা লোক নেমে এলো। চাঁদের আলোয় লোকটার চেহারা সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়।

—মিঃ ব্র্যান্ডন?

—হ্যাঁ।

—'কুরিয়র' কাগজ থেকে এসেছি। আমার নাম ফ্রাঙ্ক হেপেল। আপনার সঙ্গে

BanglaBook.org

যোগাযোগ করতে বলেছেন মিঃ ট্রয়। এখন কি কথা বলা যাবে?

ফ্রাঙ্ক সম্পর্কে মিঃ ট্রয় অনুকূল মন্তব্য করেছেন। আমারও সাহায্য দরকার। ওকে কথা বলার জন্যে আমন্ত্রণ জানাই।

বাংলোর দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করি, এখানে আমাকে পাবেন জানলেন কিভাবে?

ফ্রাঙ্ক জবাব দেয়, লেফ্‌টেন্যান্ট র‍্যানকিনের কাছ থেকে জেনেছি। আপনাকে কিছু দেখাবো তাই সোজা এখানে চলে এসেছি।

ওকে নিয়ে বিশ্রাম স্থানে প্রবেশ করি। বাতাসে মারগটের প্রসাধনের সুগন্ধ টের পাই। আলো জ্বালাই।

ফ্রাঙ্ককে একটা গ্লাসে হুইস্কি দিয়ে নিজেও নিলাম।

ওকে এবার ভালোভাবে লক্ষ করি। ওর বয়স প্রায় তিরিশ। প্রসন্ন মুখের চেহারা। দু'চোখের দৃষ্টি ধারালো।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ফ্রাঙ্ক বলে, মিঃ ট্রয় আমাকে হানের ওপর নজর রাখতে বলেছেন। ওর সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

—অনেক কিছু...কতটা?

ফ্রাঙ্ক জবাব দেয়, হানের সঙ্গে দেখা করে ওর ইন্টারভিউ চেয়েছি। অযাচিত প্রচারের লোভে সে আমার প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠেছে। ওর সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা করবেন না।

একটু থেমে ফ্রাঙ্ক বলতে থাকে, হান একজন শিল্পী এবং সে তার কাজের ব্যাপারে সচেতন। ওর কাজের নমুনা চাওয়াতে সে আমাকে একটা মডেল দেয়।

'মডেলটায় এমন কিছু সূক্ষ্ম কাজের নির্দশন ছিল না। কিন্তু ওর হাতের ছাপ পেয়ে যাই। হানের আসল নাম জ্যাক ব্র্যাডশো। নানা অপরাধে ওর অনেকবার জেল হয়েছে। শেষবার ওর সঙ্গে জেলে ছিল জুয়ান টুয়ারমেজ। এই লোকটার আসল পরিচয় অনুমান করতে পারেন?'

আমি প্রশ্ন করি, করডেজ?

মাথা নাড়ে ফ্রাঙ্ক। বলে, হ্যাঁ...মাসকেটার ক্লাবের করডেজ। কেমন মনে হচ্ছে আপনার?

—ফেডারেল ব্যুরোর গোয়েন্দারা কি জানে করডেজ এই শহরে আছে?

—নিশ্চয়ই কিন্তু ওরা কিছুই করতে পারবে না। ওর বিরুদ্ধে নতুন করে কোন অপরাধের প্রমাণ নেই।

—ক্লাবটা চালাতে করডেজ এত অর্থ সংগ্রহ করলো কিভাবে?

—করডেজ জানিয়েছে ক্লাবটা চালাতে ওকে অর্থ যোগান দিয়েছে কয়েকজন

BanglaBook.org

ব্যবসায়ী।

—হানের অতীত ইতিহাস কেমন?

—একই ধরনের।

—ওর পেছনে অর্থ ঢেলেছে কারা?

—অবশ্যই মিঃ ক্রিডি।

—গোয়েন্দারা কি কখনও চিন্তা করেনি যে, হান এবং করডেজের মতো দুজন দাগী আসামী একই শহরে এসে ব্যবসা ফেঁদেছে?

—কিছুদিন ওদের কার্যকলাপের ওপর গোয়েন্দারা নজর রেখেছিল। করডেজ এবং হান, এরা কখনও একে অন্যের কর্মস্থলে যায় না। এ শহরে আসার পর ওরা কখনও পরস্পরের সঙ্গেও দেখা করেনি।

একটু চিন্তা করে বলি, শুনেছি বিচারক হ্যারিসন রাজনীতি ছেড়েছেন।

—মিঃ ক্রিডি ওঁকে অর্থ দিয়ে বশ করেছেন।

—এ'ঘটনা কি কাগজে ছাপছেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

ফ্রাঙ্ক জবাব দেয়, কোন প্রমাণ নেই। ফলে ওরা ক্ষমতায় থাকবে।

—জোর দিয়ে কিছুই বলা যায় না।

এরপর আমি ব্রিজিতের রিভলবারটা বের করে ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞেস করি, আপনার হেফাজতে এটা রাখবেন কি যতক্ষণ না আমি ফেরত চাই?

—দিন। ফ্রাঙ্ক রিভলবারটা হাতে নিয়ে বলে, এটা দিয়ে কী থ্রিসবিকে খুন করা হয়েছে?

—হতে পারে। এর রহস্য আমাকে ভেদ করতে হবে। অস্ত্রটা আমি হারাতে চাই না। আপনার কাছে এটা সুরক্ষিত থাকবে।

—পুলিশের হেফাজতে রাখাটা কি উচিত হবে না?

—উঁহুঁ...ওরা এটা হারিয়ে ফেলতে পারে।

—এর মালিক কে?

—ধারণা করতে পারি কিন্তু তিনিই যে থ্রিসবিকে খুন করেছেন এই রিভলবারটা দিয়ে এমন মনে করাটা ঠিক হবে না।

ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করে, আমাকে আর কি করতে বলেন?

—কাল সমস্ত দিন অফিসে থাকবেন। খুব তাড়াতড়ি আপনাকে প্রয়োজন হতে পারে।

ফ্রাঙ্ক চলে যায়।

BanglaBook.org

চতুর্দশ অধ্যায়

এক

নিস্তব্ধ বাংলোয় একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে আমার বুক কেঁপে ওঠে। সঙ্গে কোন রিভলবার নেই। আমারটা নিয়ে গেছে র‍্যানকিন। আর ব্রিজিতের রিভলবারটা রাখতে দিয়েছি ফ্রাঙ্কের কাছে।

শোবার ঘরে আবার শব্দটা শুনি। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলতে থাকে।

শাসানির সুরে বলি, একদম নড়বে না! নড়লেই গুলি করবো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি মেঝের ওপর শুয়ে পড়ি। কোথাও গুলির শব্দ নেই। বরং কানে এলো আতঙ্কমেশানো গোঙানির আভাস।

—লিউ?

মারগটের কণ্ঠস্বর।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালি।

দোরগেড়ায় মারগট দাঁড়িয়ে। দু'চোখ বিস্ফারিত। ওর পরনে স্বচ্ছ রাতের পোশাক। ওকে দারুণ আকর্ষণীয় লাগছে!

—লিউ...এখনও আমি ভয়ে কাঁপছি।

—আর আমি...হার্টফেল হয়েছিল আর একটু হলেই। মারগট, এখানে কি করছো?

—আমি ফিরে এসেছি। ডার্লিং...তোমার জন্যে আমি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলি, জান মারগট, শোবার ঘরে শব্দ শুনে ভেবেছিলাম আমার শেষ সময় উপস্থিত!

মারগট জবাব দেয়, আমি খুবই দুঃখিত। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বলতে বলতে মারগট আমার কাছে এগিয়ে এলো। ওর নরম দেহের স্পর্শে আমার গা কাঁপে। ওকে জড়িয়ে ধরি।

—লিউ, আমাকে চুমু দাও।

ওকে চুমু দিয়ে বলি, মারগট, বিছানায় চলো...তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

—ঠাণ্ডা লাগবে না কিন্তু আমি বিছানায় যাব...আর তুমি?

—আগে স্নানটা সেরেনি।

—লিউ, কী ঘটেছিল...পুলিশ...।

মারগটকে কোলে নিয়ে শোবার ঘরে এনে শুইয়ে দিলাম। ওর সমস্ত শরীর

BanglaBook.org

একটা সাদা চাদরে দিলাম ঢেকে।

তারপর বলি, পুলিশ...আমার ওপর আদেশ হয়েছে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার।

—লিউ, তুমি চলে যাবে?

—হয়তো। ওরা ভাবছে আমি শেফির হত্যাকারীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। যাবার আগে ওদের ফেডারেল ব্যুরোর পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেব। ম্যাচ-ফোল্ডারের রহস্য আমি জানতে পেরেছি।

—ওরা কারা?

—করডেজ আর হান। ম্যাচ-ফোল্ডার আর তথ্য পাঠিয়ে দেব ফেডারেল ব্যুরোর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। করডেজ আর হান—ওরা দুজনেই পুরনো অপরাধী। ওরা দুজনেই ধনী কাস্টমারদের কাছে ড্রাগ সাপ্লাই দিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করছে। এখানকার পুলিশ সব জেনেও না জানার ভান করছে। কারণ, ওরাও পায় প্রচুর অর্থ।

একটু থেমে বলি, কোন রকমে শেফির হাতে একটা ম্যাচ-ফোল্ডার এসেছিল। ফলে সে খুন হয়। এবং ওর ঘর সার্চ হয়। সার্চ হয় আমার ঘর।

মারগট জিজ্ঞেস করে, থ্রিসবিও কী ড্রাগ ব্যবহার করতো?

—সম্ভবত। যাই হোক, সে ম্যাচ-ফোল্ডারের ব্যাপারটা জানতো। কাল সব শেষ হবে। ম্যাচ-ফোল্ডার আর তথ্য পাঠিয়ে দিচ্ছি লস এঞ্জেল্‌স নারকোটিক স্কোয়াডের কাছে। ওরাই এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

—আর তুমি চলে যাবে? লিউ, তোমাকে আমি যেতে দেব না।

—এখানে আমি থাকতে পারি না।

একটু চুপ করার পর মারগট বলে, যাও, চানটা করে এসো।

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করি। শাওয়ারটা খুলে দিলাম। দরজার কাছে দাঁড়াই। আমার বুক কাঁপতে থাকে।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে লক্ষ করি মারগট আমার প্যান্টের পকেট থেকে ম্যাচ-ফোল্ডারটা বের করছে। ওর মুখে যুগপৎ ভয় এবং স্বস্তির চিহ্ন।

শাওয়ার বন্ধ করে আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

ঘুরে দাঁড়ায় মারগট। ওর দু'চোখ বিস্ফারিত। ওর গলা চিরে অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এলো।

ওর দিকে না তাকিয়ে আমি এগিয়ে যাই। বিছানার ওপর পাতা বালিশটা এক টানে মেঝের উপর ফেলে দিলাম।

বালিশটা চাদরের উপর যেখানে ছিল সেখানে পড়ে আছে হলুদ রঙের হ্যান্ডেল দেওয়া একটা আইস-পিক্ (বরফ-কাটার যন্ত্র)।

BanglaBook.org

দুই

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে মারগট। ওর হাতে ম্যাচ-ফেল্ডার। ওর দু'চোখ বিস্ফারিত।

আমি বলি, তুমি কি সত্যিই ভেবেছিলে রেহাই পেয়ে যাবে? তুমি কি সত্যিই মনে করেছিলে এবার অর্থাৎ তৃতীয়বার সফল হবে?

বরফ-কাটার যন্ত্রটা নিয়ে আমি পরখ করি। একটা শীতল স্রোত আমার সর্বাঙ্গে বয়ে যায়। মারগটকে লক্ষ করতে করতে বলি, অভিনেত্রী হিসেবে তুমি অসাধারণ। কিন্তু তুমি দ্বিতীয় শ্রেণীর মিথ্যুক। থ্রিসবি ম্যাচ-ফোল্ডারের মালিক—একথা ঘোষণার পর তুমি ধরা পড়ে যাও।

'জান মারগট, তোমার রাতের খাবারের কথাও মিথ্যে। ঐ রাত্রে থ্রিসবি নতুন একটা মেয়ের সঙ্গে মজায় মেতে উঠেছিল। আর থ্রিসবির বাড়িতে গিয়েছিল ব্রিজিত।'

হঠাৎ বিছানায় বসে দু'হাতে মুখ ঢাকে মারগট।

আমি বলতে থাকি, আমাকে বাংলো ভাড়া দেওয়ায় অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। এখন বুঝতে পারি তুমি পরিকল্পনা-মাফিক আমাকে বাংলোটা ভাড়া দিয়েছিলে। প্রয়োজন হলে যাতে তুমি আমাকে এ'দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পার। এমন নির্জন জায়গায় কাউকে খুন করা নিরাপদ, তাই না মারগট?

মারগট মুখ তোলে। ওর দু'চোখ জ্বলছে। ওকে এখনও দারুণ দেখাচ্ছে...কিন্তু এই সৌন্দর্য বড় ভয়ানক!

বরফ-কাটার যন্ত্রটা দেখিয়ে বলি, এটা তুমি বালিশের নিচে রেখেছো। এবার বোঝা যাচ্ছে শেফির খুনটা কত নিপুণভাবে হয়েছে আর থেলমার খুনটা অগোছালোভাবে। একজন পুরুষ যখন তোমার বাহুবন্ধনে ধরা পড়েছে, তাকে খুন করা সহজ। শেফির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, কি বল মারগট? আর থেলমাকে যখন তুমি আঘাত কর, সে তখন দাঁড়িয়েছিল। ঐ অবস্থায় কাউকে নিপুণভাবে খুন করা কষ্টকর...মারগট, কিছু বলো, শেফিকে তুমিই খুন করেছ, তাই না?

মাথা নেড়ে মারগট বলে, তুমি বুঝতে পারছো না, শেফি আমাকে প্রতারণা করছিল। ম্যাচ-ফোল্ডারটা সে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছে। ও বলেছে যে, ওর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে ম্যাচ-ফোল্ডারটা ফেরত দেবে না। সে আমার ওপর বলপ্রয়োগ করেছিল। আত্মরক্ষার্থে ওকে আমি খুন করেছি।

আমি হেসে বলি, মারগট, মিথ্যে কথাটাও তুমি ভালোভাবে বলতে শেখনি। শেফি আর যাই হোক, প্রতারক ছিল না। ওর অনেক দোষ ছিল কিন্তু সে এতটা নীচে নামতে পারে না! শোন, ব্যাপারটা আরও জটিল।

BanglaBook.org

একটু থেমে বলি, থ্রিসবি আর তোমার অর্থের অভাব হয়। তুমি থ্রিসবির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলে এবং থ্রিসবিও মনে হয় তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ব্রিজিতের কাছ থেকে থ্রিসবি অর্থ পেত। সেই অর্থ তোমরা দুজনে খরচ করতে। কিন্তু ব্রিজিত বোকা ছিল না। ব্যাপারটা সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ জেগেছিল। ফলে হ্যামারসুলটের মাধ্যমে সে নিয়োগ করে শেফিকে তোমার ওপর নজর রাখার জন্যে।

'তোমার ওপর নজর রাখার ব্যাপারটায় মজা পায় শেফি। মনে হয় আমার চেয়েও দ্রুত সে তোমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তুমি শেফিকে নিয়ে খেলা শুরু কর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শেফি ম্যাচ-ফোল্ডারের রহস্যটা জেনে যায়। সে তোমার ম্যাচ-ফোল্ডারটা চুরি করে। ওটা ফেরত পাওয়া তোমার পক্ষে ভীষণ জরুরী হয়ে পড়ে। নিয়মিত ড্রাগ ব্যবহার ছাড়া তোমার চলে না, তাই না মারগট? সুতরাং তুমি শেফিকে খুন করতে প্রস্তুত হও।'

—না, না! শূন্যে ঘুষি পাকিয়ে মারগট বলে, ব্যাপারটা এভাবে ঘটেনি। শেফি আমার ওপর বলপ্রয়োগ করায়..।

—এবং তুমি বরফ-কাটার অস্ত্রটা প্রস্তুত রেখেছিলে, তাই না? মারগট, পরিকল্পনা-মাফিক তুমিই খুন করেছ শেফিকে।

—না, না! আমাকে তোমার বিশ্বাস করতেই হবে!

—তাহলে শেফির হোটেলে তুমি ছদ্মবেশে কেন গিয়েছিলে? তুমি শেফিকে নিয়ে গিয়েছিলে সমুদ্রের ধারে একটা নির্জন কেবিনে এবং সেখানে তাকে খুন কর। যখন দেখলে ওর কাছে ম্যাচ-ফোল্ডারটা নেই, ওর পকেট থেকে চাবি নিয়ে হোটেলে ওর ঘরে তল্লাশী করেছ। কিন্তু সেখানেও তুমি ম্যাচ-ফোল্ডারটা পাওনি।

বুকের ওপর দু'হাত রেখে কেঁপে ওঠে মারগট। বলে, তোমার এসব কথা আর আমি শুনতে চাই না। এসব সত্য নয়।

—নিশ্চয়ই এসব সত্য। তুমি, শেফি আর থেলমাকে খুন করেই তৃপ্ত থাকনি, থ্রিসবিকেও খুন করেছ। আমার কাছ থেকে যখন শুনলে যে, থ্রিসবিকে খুনের হুমকি দিয়েছে ব্রিজিত তুমি সুযোগ পেয়ে গেলে। মারগট, তুমি মস্ত বড় সুবিধাবাদী! ব্রিজিতের রিভলবারটা হস্তগত করা তোমার পক্ষে কঠিন ছিল না।

'থ্রিসবির বাসস্থানে গিয়ে ওকে তুমি গুলি করে হত্যা করেছ। ওর চাকর তখনও ছিল—ফলে ওকেও খুন করেছ তুমি। জানি না, যখন তুমি জানতে পারলে যে, তোমার ব্যাগটা আমার কাছে এই বাংলোয় ফেলে গেছো, ব্যাগের মধ্যে ছিল তোমার ম্যাচ-ফোল্ডারটা—তখন তোমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে উঠেছিলে। তাই আমাকেও এই দুনিয়া থেকে সরানো তোমার পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, তাই না মারগট?

মাথা তুলে মারগট আমার দিকে তাকায়। ওর দু'চোখ ঘৃণায় জ্বলছে। কর্কশ গলায়

BanglaBook.org

সে বলে, এসব কিছুই তুমি প্রমাণ করতে পারবে না। আমি তোমাকে ভয় পাই না!

—মারগট, ভয় তুমি পেয়েছ। অপরাধীরা সর্বদাই ভীত!

মারগট উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুমি কিছুই করতে পারবে না। তোমার সেরকম সাহস হবে না।

—মারগট, আমি দুঃখিত। তুমি অপরাধী। তোমার জন্যে চারজন খুন হয়েছে!

মারগট বলে, আমার বিরুদ্ধে তুমি এক পা-ও বাড়ালে, বাবা সেটা করতে দেবেন না।

আমি বলি, এখন তোমার বাবা কিছুই করতে পারবেন না। র‍্যানকিনকে আমি সব জানাচ্ছি। চারটে খুন ধামাচাপা দিতে পারবে না এমনকি এই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদলও!

কথা বলার সময় টের পাইনি কখন যেন মারগট পিছু হটতে হটতে পৌঁছে গেছে একটা টেবিলের কাছে। তারপর সে ঘুরে দাঁড়ায়। দ্রুত ড্রয়ার খুলে একটা ছোট্ট পিস্তল হাতে তুলে নেয়। আমি ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ থেমে যাই।

—এখন দ্যাখ লিউ, আমি আর তোমাকে ভয় পাই না!

দরজার কাছ থেকে একটা নরম কণ্ঠস্বর ভেসে এল, মারগট, বোকার মতো কাজ কর না!

অস্ফুট চিৎকারে ঘুরে দাঁড়ায় মারগট। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লী ক্রিডি। ওঁর পরনে নিভাঁজ পোশাক। ঠোঁটের গোড়ায় চেপে ধরা সিগার। হাত বাড়িয়ে মিঃ ক্রিডি বলেন, পিস্তলটা দাও।

বিনা দ্বিধায় মারগট এগিয়ে যায়। পিস্তলটা তুলে দেয় মিঃ ক্রিডির হাতে।

মিঃ ক্রিডি বলেন, পোশাক পরে নাও। যা পরে আছ—তোমাকে বেশ্যার মত লাগছে!

একটা আলমারি খুলে পোশাক বের করে বাথরুমে ঢুকে যায় মারগট।

আমার দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকান মিঃ ক্রিডি। বলেন, আপনিও পোশাক পরে নিন। আপনি বিশ্রাম-স্থানে আসুন।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যান মিঃ ক্রিডি।

আমি পোশাক পরতে থাকি। বাথরুম থেকে পোশাক পরে বেরিয়ে এলো মারগট। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি জানতাম, আমার বিরুদ্ধে তোমাকে কিছুই করতে দেবেন না বাবা।

আমার পাশ কাটিয়ে বিশ্রাম-স্থানের দিকে ছুটে যায় মারগট। ওকে আমি অনুসরণ করি।

পায়চারি করছিলেন মিঃ ক্রিডি। তাঁর হাতে তখনও পিস্তলটা ধরা। তাঁর মুখের চেহারা দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

BanglaBook.org

একটা চেয়ার দেখিয়ে মারগটকে বসতে বলেন মিঃ ক্রিডি। তারপর তিনি মারগটের উদ্দেশে বলতে থাকেন, ব্রিজিত বলেছিল তুমি একটা লোককে এখানে থাকতে দিয়েছ। আমি নিজের চোখে লোকটাকে দেখতে এসেছি। মারগট, তোমার ব্যবহারে আমি হতাশ হয়েছি! জানি, বাবা হিসেবে হয়তো আমার কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে পারিনি। আর তোমার মা ছিলেন নষ্ট মেয়েমানুষ!

মারগটের কাছে এগিয়ে মিঃ ক্রিডি বলেন, লিউ ব্র্যান্ডনের সব কথা আমি শুনেছি। এসব কি সত্য?

মিঃ ক্রিডির চোখের দিকে তাকাতে পারে না মারগট। সে হাত মুঠো করে বলে, উঁহুঁ...মিথ্যে, সব মিথ্যে! লিউ ব্র্যান্ডন মিথ্যে কথা বলছে!

—তাহলে বল, তোমার বালিশের তলায় বরফ-কাটার অস্ত্রটা কেন?

হঠাৎ মারগটকে পরাজিত আর নিঃস্ব দেখায়।

মিঃ ক্রিডি বলেন, জানি, তোমার কোন উত্তর নেই। শোন মারগট, এ'শহরের ওপর আমার হুকুম চলে। আমি যা বলবো, পুলিশ তাই করবে। এ'শহরে ব্র্যান্ডনের কোন ক্ষমতা নেই। ওর কাছ থেকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। তোমার কাছ থেকে আমি সত্য কথা জানতে চাই। তারপর আমি অবস্থার মোকাবিলা করবো। তুমি কি শেফিকে খুন করেছ?

—বাবা, আর কোন উপায় ছিল না।

—তার মানে?

—করডেজ সম্পর্কে পুলিশকে জানাতে যাচ্ছিলো শেফি—আমার পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

—কারণ?

—বাবা, তুমি বুঝবে না...।

—বলতে চাইছো যে, ড্রাগ পুশ না করলে তোমার চলে না, তাই তো?

—তাই।

—থেলমাকেও তুমি খুন করেছ, তাই না ?

—কোন উপায় ছিল না, বাবা।

—এবং থ্রিসবি?

—হ্যাঁ।

মারগটের দিকে না তাকিয়ে মিঃ ক্রিডি বলেন, মারগট, জীবনটাকে তুমি নষ্ট করে ফেলেছ! ঠিক আছে, প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজস্ব ধারায় জীবনযাপনের। তোমার দ্বারা যে এসব আদৌ সম্ভব, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এই ঝামেলা থেকে তোমাকে বাঁচানো সহজ নয়!

BanglaBook.org

—বাবা, তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি বাকী জীবন জেলে পচে মরবো?

—ঠিক, চাই না।

বেশ কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করেন মিঃ ক্রিডি। তারপর বলেন, মারগট, তোমাকে এ শহর থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে। এই নাও অর্থ...অনেক দিয়েছি। তোমার মাসিমার কাছে চলে যাও। এখানে যা ব্যবস্থা করার, আমি তা দেখবো। ব্র্যান্ডনের গাড়িটা বাইরে আছে—ওতে চেপে এখুনি চলে যাও!

আমি বলতে শুরু করি, শুনুন মিঃ ক্রিডি...।

মিঃ ক্রিডি আমার দিকে পিস্তলের নিশানা করেন। বলেন, ব্রান্ডন, মুখ খুলবেন না। গুলি চালাতে দ্বিধা করবো না!

মারগট ছুটে বেরিয়ে যায়। একটু পরে শুনি ইঞ্জিন স্টার্টের শব্দ।

মিঃ ক্রিডির উদ্দেশে বলি, মারগটকে আপনি বোকা বানাতে পারেন কিন্তু আমাকে নয়। আপনি অমানুষ! মারগটের অপরাধের জন্যে কোন জুরী তাকে গ্যাস চেম্বারে ঢোকাতো না। আপনি মারগটকে এমন নৃশংস শাস্তি দিতে পারেন না!

মিঃ ক্রিডি কঠিন গলায় বলেন, আমার মেয়ে জেলে পচে মরবে, তা হয় না! এই বলে তিনি জানালার সামনে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ান।

সেই মুহূর্তে আমি বাংলো ছেড়ে পালাই।

গাছের নিচে মিঃ ক্রিডির বিরাট ক্যাডিলাক গাড়িটা দাঁড়িয়ে। গাড়িতে উঠে আমি ইঞ্জিন স্টার্ট করি। তারপর ছুটে যাই মারগটকে ধরতে।

তিন

পাঁচশো গজ এগিয়ে মারগটের গাড়ি। ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্দের দিকে মারগটের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হলো মারগট শহর ত্যাগের আগে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে পোশাক নিয়ে আসবে। ফলে আমি ওকে ধরে ফেলার আশা রাখি।

র‍্যানকিন জানিয়েছে আমার খোঁজে তিরিশটি পুলিশের গাড়ি রাস্তায় টহল দিচ্ছে। ফলে আমি গাড়ির স্পীড বাড়াতে পারছি না। ওদের হাতে ধরা পড়লে মারগট আমার চোখের আড়াল হয়ে যাবে।

আবার আমি মারগটের বুইক গাড়িটা দেখতে পাই। এবার গাড়িটা অগ্রসর হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কলিন আর্মসের দিকে অর্থাৎ মারগট তার ফ্ল্যাটে যাচ্ছে না। জানি না, ক্যাডিলাক গাড়িটা সে দেখতে পেয়েছে কিনা। গাড়ির স্পীড আর বাড়িয়ে দুটো গাড়ির মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনি।

মারগট দ্রুতবেগে গাড়ি চালাচ্ছে কিন্তু তাতে বিপদের আশঙ্কা নেই। পাহাড়ি

BanglaBook.org

রাস্তার দিকে ওর গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পুলিশের একটা টহলদারী বড় গাড়ি কোত্থেকে ছুটে এসে আমার আর মারগটের গাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। সময়মতো ব্রেক কষি নইলে পুলিশের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতো ক্যাডিলাকের।

স্পীড কমাই। আস্তে অস্তে মারগটের গাড়ি পাহাড়ি ঘোরানো রাস্তায় আমার চোখের আড়াল হয়। পুলিশের গাড়ি ছুটে যায় মারগটের গাড়ির পেছনে।

যা ভয় করেছিলাম, তাই হয়েছে। সত্যি কথা বলেছে র‍্যানকিন। আমার বুইক গাড়িটা চিনতে পেরেছে পুলিশের গাড়িটা। ওরা জানে না, বুইক গাড়িটা চালাচ্ছে মারগট। আমি গাড়ি চালাচ্ছি মনে করে ওরা খুব শীঘ্রি একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করবে। অন্ধকারের মধ্যে বুইক গাড়িটায় ড্রাইভারের আসনে বসা মারগটকে ওরা চিনতে পারেনি।

মিঃ ক্রিডির পরিকল্পনা চমৎকার। তিনি জানতেন বুইক গাড়ির সন্ধানে পুলিশের টহলদারী গাড়িগুলি খুবই তৎপর। তাই তিনি মারগটকে বুইক গাড়িতে চেপে পাহাড়ি রাস্তায় শহর ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন পেছনে ধাবমান পুলিশের গাড়ি লক্ষ করে মারগট পালাবার জন্যে মরিয়া হয়ে গাড়ি চালাবে। চমৎকার পরিকল্পনা! কোন হৈ-চৈ হবে না। হবে না কোন রকম বিচার। একজন বিপথগামী মেয়ের জীবন শেষ হবে গাড়ি দুর্ঘটনায়!

এখন আমার করার কিছু নেই। কিন্তু আমি এগিয়ে যাই স্পট-লাইট ফেলে যাতে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িগুলি আমাকে পথ ছেড়ে দেয়।

পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে দ্রুত বেগে আগে ছুটছে। আমার সামনে দুটো গাড়িকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মাঝে মাঝে ওদের গাড়ির হেডলাইটের ঝলক আমার চোখে পড়ে।

হঠাৎ উঁচু রাস্তায় ধাবমান দুটো গাড়ির দিকে আমার দু'চোখ স্থির। ফলে আমি ব্রেক কষে গাড়ি থামাই। মারগট এক মাইল এগিয়ে। ওর পক্ষে এত দ্রুত গাড়ি চালানো আমার কাছে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। গাড়ি থেকে নেমে আমি ঘাসের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে উঁচুতে তাকাই।

বুইক গাড়ির কুড়ি গজ পেছনে পুলিশের গাড়ি। তীব্র শব্দে সাইরেন বাজছে। এমন রাস্তায় কেউ জোরে গাড়ি চালিয়ে নিরাপদ থাকতে পারে না। মোড়ের সামনে মারগট নিশ্চয়ই ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। ব্রেক কষার ফলে টায়ারের তীব্র আর্তনাদ আমার কানে এসেছিল।

রাস্তা ছেড়ে বুইক গাড়িটা লাফ মেরেছিল শূন্যে। সেই সঙ্গে মারগটের অমানুষিক আর্তনাদ। মুহূর্তে মারগটকে নিয়ে বুইক গাড়িটা নিচে গড়িয়ে পড়েছে। ধাক্কা খেয়েছে বিরাট পাথরের সঙ্গে।

ছুটে যাই আমি। গাড়িতে আগুন লাগার আগে মারগটকে গাড়ি থেকে নামানো দরকার। গাড়ির মধ্যে অন্ধকার। ফ্ল্যাশ-লাইট জ্বালি।

BanglaBook.org

ড্রাইভারের সিটের দরজায় মারগটের দেহ তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। ওর মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সোনালী নরম চুলে ওর মুখের অধিকাংশ ঢাকা।

ওর মাথার চুল সরাই। ওর দু'চোখ ছিল বোজা কিন্তু আমার হাতের স্পর্শে সে তাকায়।

মারগট কিছু বলার চেষ্টা করে। ওর ঠোঁট নড়ে।

আমি বলি, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। ওরা তোমাকে সাবধানে বাইরে নিয়ে যাবে।

নিষ্ফল বলা। আর কিছু বলার কথা ভাবতে পারি না।

মারগটের মাথা সামান্য নড়ে ওঠে। তারপর ওর মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়। আবার কিছু বলার চেষ্টা করে সে। তারপর অবধারিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে।

আমি যখন পিছিয়ে এলাম, সেই সময়ে হেডলাইট জ্বেলে একটা গাড়ি এলো। গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এলো ফ্রাঙ্ক হেপেল আমার কাছে।

ফ্রাঙ্ক বলে, মিস্ ক্রিডিকে অনুসরণ করতে দেখে আমি ছুটে এসেছি। ও কী মারা গেছে?

—হ্যাঁ।

ফ্রাঙ্ক এগিয়ে যায়। পকেট থেকে ফ্ল্যাশ-লাইট বের করে বুইক গাড়ির ভেতরটা দেখে নেয়। একটা পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরাই। খুব খারাপ লাগছে। শেফিকে খুন করেছে মারগট। তার জন্যে সে এখন চরম মূল্য দিল নিজের জীবনের বিনিময়ে!

ফ্রাঙ্ক ফ্ল্যাশ-ক্যামেরা দিয়ে মারগটের কয়েকটা ছবি তোলে। তারপর সে আমার কাছে এসে বলে, আসুন। আপনাকে আমি পৌঁছে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে এখন আপনি কথা বলার জন্যে প্রস্তুত।

পাহাড়ি রাস্তার দিকে তাকাই। পুলিশের গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটে আসছে। ফ্রাঙ্কের গাড়িতে আমি উঠি।

মিঃ ক্রিডি প্রচারের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। 'কুরিয়র' পত্রিকার হেফাজতে রয়েছে সেই রিভলবারটা যেটা দিয়ে খুন করা হয়েছে থ্রিসবিকে। পুলিশ এ'ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে পারবে না। ফ্রাঙ্ক প্রমাণ করবে যে, মিঃ ক্রিডির অর্থ সাহায্যে করডেজ এবং হানের মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা রমরম করে চলেছে এ'শহরে। এ'খবর কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পরে মিঃ ক্রিডির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে সেন্ট রাফায়েল শহরে। পতনের হাত থেকে কোন ভাবে রক্ষা পাবেন না মিঃ ক্রিডি।

এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ির নরম সিটে হেলান দিয়ে বসি।

তারপর ফ্রাঙ্কের উদ্দেশে বলি, হ্যাঁ, আমি এখন কথা বলার জন্যে প্রস্তুত।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org